উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭২,৬৯৬.৩৯ (-১৮৩৬.৫৭)

নিফটি : ২২,৫১২.৬৫ (-৬০১.৮৫)

ক্ষমতায় আবার মমতা, ইঙ্গিত সমীক্ষায় ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৬° / ১৭°	২৭° / ১৬°	২৮° / ১৮°	২৩° / ১৫°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

হরমুজ-ত্রাসে নরম ওয়াশিংটন ৭

প্রথম সপ্তাহেই ধুরন্ধর পারফরমেন্স ১০০০ কোটির দরজায় ৮

শিলিগুড়ি ৯ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 24 March 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 303

শিল্পীর তুলিতে সাজছেন মা। বাসন্তীপুজোর প্রাক্কালে নদিয়ায়। -পিটিআই

মমতার সভার জন্য স্কুলের সময় বদল

নিতাই সাহা ও মহম্মদ হাসিম

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে আসছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনের দুটো সভাই হচ্ছে স্কুল লাগোয়া মাঠে। তাই, কোথাও বদলে যাচ্ছে স্কুল খোলার সময়, কোথাও বা ছুটি হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। ক্ষোভপ্রকাশ করছেন অভিভাবকদের একটা অংশও।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রঞ্জন শীলশর্মার প্রচারে সভা করবেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাস্থল হিসেবে ঠাকুরনগরের জাবরাভিটা হাইস্কুল ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ওই মাঠের অপরপ্রান্তে জাবরাভিটা বিএফপি স্কুলটিও রয়েছে। মাঠে এখন জোরকদমে মঞ্চ বাঁধার কাজ চলছে।

বুধবার দুপুরে সভা শুরু হবে সেখানে। সে কারণেই দুটো বিদ্যালয়ে ক্লাসের সময় বদলে যেতে চলেছে। সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ পাঠশালা খোলার কথা। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছে। এই ঘটনা তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ। শাসক শিবির অবশ্য বিরোধীদের মন্তব্যে গুরুত্ব দিতে নারাজ। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, স্কুল তো বন্ধ হচ্ছে না। শুধুমাত্র সময় বদলাচ্ছে। এতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

এদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি মনোজকুমার ভার্মা, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা সহ অন্য কর্তারা সভাস্থল পরিদর্শন করেন।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্নের মুখে হারাচ্ছেন মেজাজ

গৌতমের পথে কাঁটা ‘মেয়র’

৪ বছর তিনি মেয়রের চেয়ারে। স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়ন নিয়ে প্রত্যাশা যেমন বেশি, তেমনই অভাব-অভিযোগও প্রচুর। বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়ে সেসব এখন হজম করতে হচ্ছে গৌতম দেবকে।

নীতেশ বর্মন ও রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : সোমবার প্রচারে বেরিয়ে পুরনিগমের কাজ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। এই প্রথম নয়, এর আগেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভোট চাইতে গিয়ে শহরের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন নিয়ে অভাব-অভিযোগ শুনতে হয়েছে তাঁকে।

চার বছর শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধানের চেয়ারে বসাই যেন বিধানসভা ভোটে জয়ের পথের ‘কাঁটা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌতমের কাছে। একদিকে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে প্রশ্ন, অন্যদিকে দলের একাংশ কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ- অস্বস্তি বাড়াচ্ছে দুই-ই।

উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন ধেয়ে এলে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বরাবরের মতো দায় চাপাচ্ছেন রাজ্য সরকারের ঘাড়ে। তাঁর দাবি, প্রশাসন বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় কাজ করতে দেয়নি। সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর অবশ্য তেমন মাথাব্যথা নেই। গৌতম যদিও দাবি করলেন, ‘প্রচারে ভালো সাড়া পাচ্ছি। মেয়রকে সামনে পেয়ে মানুষ পুর পরিষেবায় খামতি থাকলে অভাব-অভিযোগ জানাবেন, এটাই স্বাভাবিক।’

সোমবার শিলিগুড়িতে তরাই তারাপদ স্কুলের মাঠে যান গৌতম। সেখানে কয়েকজন মহিলা নানা ইস্যুতে প্রশ্ন তোলেন। পালটা মেয়রকে কাজের ফিরিস্তি দিতে শোনা যায়। তবে, তাঁদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর তিনি দেননি। এমনকি গাড়ি ভাড়া করে শহরে উন্নয়নমূলক কাজ ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছেন। নিদান দিয়েছেন, রঙিন চশমা খুললে উন্নয়ন দেখা যাবে। গৌতমের দাবি, ‘আমি চাই মানুষ প্রশ্ন করুন। তবে, কারও দ্বারা প্রভাবিত কিছু লোক থাকেন। তাঁদের গাড়িতে চাপিয়ে ঘুরিয়ে উন্নয়ন দেখার কথা বলেছি।’

মেয়রকে প্রশ্ন করা ওই মহিলাদের দাবি, তাঁরা ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। একজন আবার বললেন, ‘আমি তৃণমূলের সমর্থক। শহরের অভিভাবককে কাছে পেলে প্রশ্ন করার অধিকার আমার আছে। সেজন্যই সমস্যা কোথায়, তা জানালাম।’ এরপর ওই মহিলার গলায় আফসোসের সুর, ‘মেয়র শহরে কী করেছেন, সেটা দেখার জন্য রঙিন চশমা খোলার কথা বলবেন, আশা করিনি।’

মহিলাদের অভিযোগ ছিল, গত কয়েকদিন ধরে তাঁদের এলাকায় পানীয় জলের সংকট চলছে। কাউন্সিলারকে বলার পরেও সমাধান হয়নি। এছাড়া, বিধান রোড এবং মার্কেটে যানজট সমস্যা, জঞ্জাল থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধ-দূষণ নিয়েও অভিযোগ জানান তাঁরা। কথায় কথায় উঠে আসে সেবক রোডে ফুটপাথ দখলের প্রসঙ্গও।

তৃণমূল প্রার্থী সে সব শুনে পালটা উন্নয়নের ফিরিস্তি দেন। এদিন গৌতমের সামনেই বাড়ির পাশে নর্দমা দখল করে ভবন তৈরির অভিযোগ তুলেছেন ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের জসিমুদ্দিন সরণির বাসিন্দা পিন্টু পাল। তিনি সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন।

গৌতম পুরনিগমের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার। মাঝে ২০১১ সাল থেকে পরপর দু’বার নতুন বিধানসভা

এরপর দশের পাতায়

প্রচারে বেরিয়ে মহিলাদের অভিযোগ শুনছেন গৌতম দেব।

চোখ থেকে রঙিন চশমা খুলে পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে আমরা গাড়ি ভাড়া করে দেখিয়ে আনব আমি কী কী কাজ করেছি।

-গৌতম দেব
(এক ভোটারের উদ্দেশ্যে)

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

মোদির অভয়, তবু সংশয় রান্নার গ্যাসে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : রান্নার গ্যাস নিয়ে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অভয়বাণী, অন্যদিকে সংকট আসন্ন ধরে নিয়ে তা মেটাতে সরকারেরই যাবতীয় প্রস্তুতি। আমজনতার হেঁশেলে থাকা সিলিন্ডারে ১৪.২ কেজির বদলে এবারে ১০ বা ৭ কেজির এলপিজি ভরা হতে পারে বলে খবর। ফলে দেশে এই মুহূর্তে রান্নার গ্যাসের পরিস্থিতি কী তা নিয়ে ধন্দ সমানে বাড়ছে।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি ১৯৭০-এর দশকের জোড়া তেল সংকটের চেয়েও ভয়াবহ আকার নিয়েছে বলে আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার প্রধান ফাতিহ বিরল সতর্ক করেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রয়োজনের জ্বালানি ও সারের বড় অংশ হরমুজ থেকে আসে, যা এখন ঝুঁকিপূর্ণ। তবে ভারত এখন ২৭টির বদলে ৪১টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করছে। বর্তমানে আমাদের কাছে ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ রয়েছে।’ রান্নার গ্যাসের আকাল প্রসঙ্গে তিনি জানান, গৃহস্থালির ব্যবহারকারীদের গ্যাস সরবরাহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে আমেরিকা থেকেও এলপিজি আমদানি করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নাগালের মধ্যেই রয়েছে বলে তিনি দেশবাসীকে বার্তা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বিশ্ববাজারে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের জোগান কমে যাওয়ায় দেশের ঘরোয়া বাজার সামাল দিতে মোদি সরকার এক নজিরবিহীন পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে। সূত্রের খবর, বর্তমানে রান্নার গ্যাসের ১৪.২ কেজির যে সিলিন্ডার দেওয়া হয়, তাতে গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে ১০ কেজি বা ৭ কেজি করার বিষয়ে কেন্দ্র খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। ফলে দেশে রান্নার গ্যাসের আকাল নিয়ে উদ্বেগের কিছুই নেই বলে কেন্দ্র সরকার অভয়বাণী দিলেও এলপিজি ডিলার থেকে

এরপর দশের পাতায়

- জ্বালানি সংকটে আতঙ্কিত নাগরিকদের আশ্বস্ত করতে লোকসভায় বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী
- সিলিন্ডারে রান্নার গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে ১০ বা ৭ কেজি করার বিষয়ে কেন্দ্র চিন্তাভাবনা করছে বলে খবর
- এই পরিস্থিতিতে দেশে রান্নার গ্যাসের জোগান নিয়ে ধন্দ, গুজব ছড়িয়ে বা কালোবাজারির চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

আগেভাগেই চোপড়ায় প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৩ মার্চ : দলীয়ভাবে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়নি। তবে তার আগেই ব্লক কংগ্রেস সোমবার চোপড়ায় নজিরবিহীনভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে নির্বাচনি প্রচারে নামল। প্রার্থী হিসেবে ‘হাত’ যাঁকে এই কেন্দ্রে বেছেছে সেই জাকির আবেদিন কিছুদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস শিবিরে যোগ দেন। জাকির আগে কংগ্রেসেরই কর্মী ছিলেন। পরে তৃণমূলে যোগ দেন। এবারে ওই দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি কংগ্রেসে ফিরেছেন। তবে ঘরে ফেরার পরপরই তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের একাংশে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। এভাবে প্রার্থী ঘোষণায় তাঁদের একাংশ আপত্তিও জানিয়েছেন।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বললেন, ‘এভাবে আগাম প্রার্থী ঘোষণা করা দলীয় নিয়মের মধ্যে পড়ে না। বিষয়টি কার্যত শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল।’ ব্লক নেতৃত্বের অবশ্য দাবি, চোপড়া কেন্দ্র থেকে একজনেরই নাম প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে ওপরমহলের সিদ্ধান্ত ও জেলা কমিটির সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই এদিন প্রার্থীর নাম আগাম ঘোষণা করা হয়। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, ‘দীর্ঘ ২০ বছর পর কংগ্রেস এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী দিচ্ছে। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ঠেকানো যাচ্ছে না। তাই ব্লক সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন আগাম প্রার্থী ঘোষণা করা হল।’ কর্মীদের উৎসাহের জেরেই এদিন তাঁদের প্রার্থীর নাম সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুরের কার্যনির্বাহী সভাপতি অশোক রায় জানিয়েছেন।

কংগ্রেস এর আগে ২০০৬ সালে এই কেন্দ্রে এককভাবে লড়াই করেছিল। এরপর তারা কখনও বামফ্রন্ট, কখনও তৃণমূলকে এই আসন ছেড়েছে। এবারের বিধানসভা ভোটে তারা এককভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন বিকেলে সদর চোপড়ায় কংগ্রেসের দলীয় ব্লক কার্যালয়ে বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকরা জমায়েত হন। প্রার্থী ঘোষণার পরেই এলাকায় প্রচার মিছিলও বের করা হয়। ব্লক সভাপতি সহ দলের ব্লক কমিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা

এরপর দশের পাতায়

- দলীয়ভাবে প্রার্থী ঘোষণার আগেই কংগ্রেস চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করল
- আগেভাগেই এভাবে প্রার্থী ঘোষণায় দলের একাংশে প্রশ্ন, কর্মীদের উৎসাহের কারণেই পদক্ষেপ বলে নেতারা জানালেন
- প্রার্থী হিসেবে সোমবার কংগ্রেসের দলীয় ব্লক কার্যালয়ে জাকির আবেদিনের নাম ঘোষণা করা হয়, পরে তিনি প্রচারও করেন

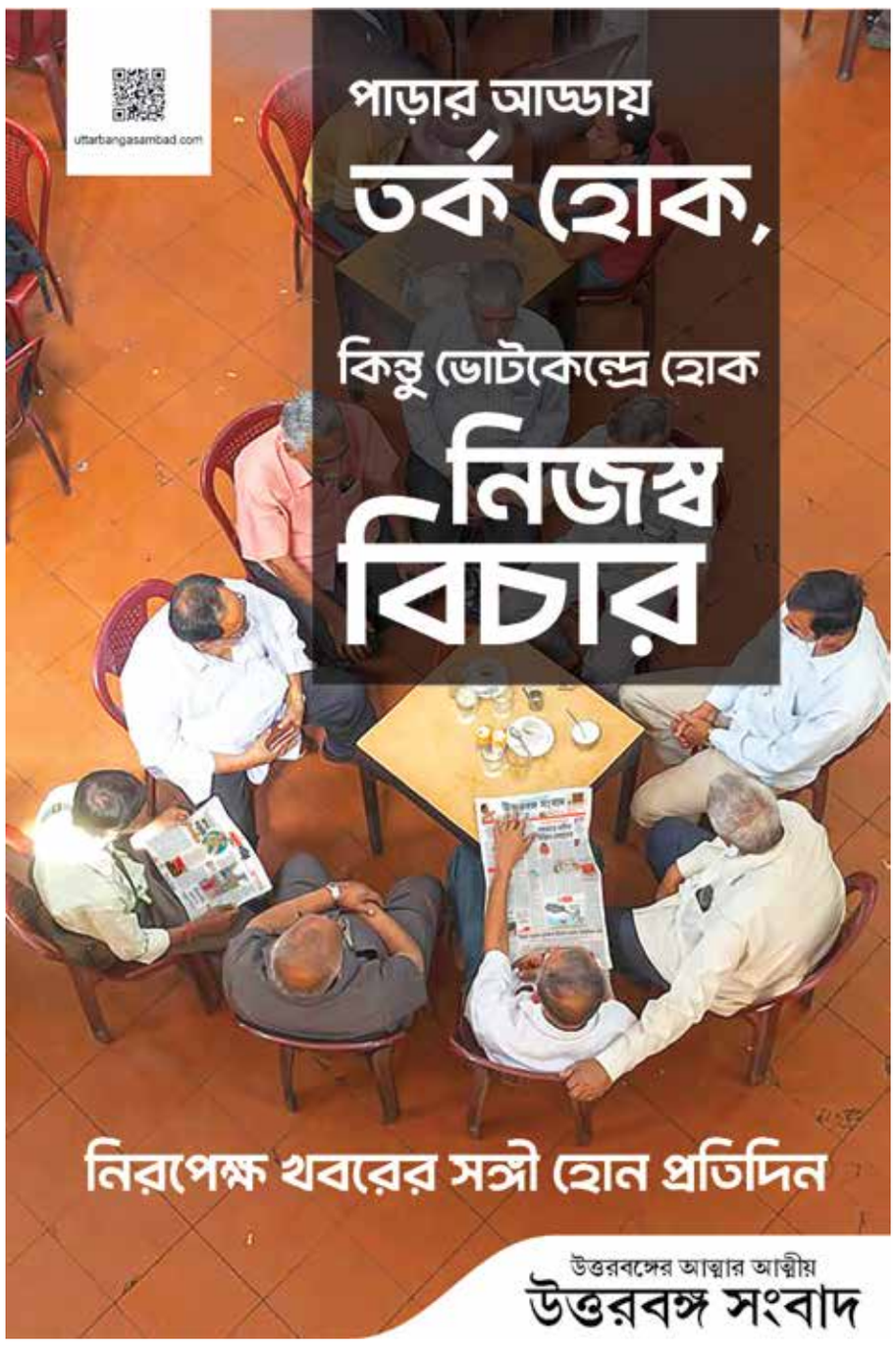

কত নামের নিষ্পত্তি, স্পষ্ট নয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মার্চ : দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত। কথা দিয়েও কথা রাখতে পারল না নির্বাচন কমিশন। পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকার মতো সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশেও জট রইল দিনভর। সোমবার রাত ১২টার কয়েক মিনিট আগে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সাপ্লিমেন্টারি তালিকার লিংক দেখা গেলেও তা খোলেনি বলে অভিযোগ। এমনকি কত নামের নিষ্পত্তি হয়েছে বা কত নাম বাদ গিয়েছে, সেটাও স্পষ্ট করে জানায়নি কমিশন। ফলে চূড়ান্ত তালিকায় নাম না থাকা অনেকেই হতাশ হয়েছেন তালিকা দেখতে না পেয়ে।

নামেই অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ কমিশনের

সোমবার বিকালে তালিকা প্রকাশ হবে বলে রবিবারই কমিশন জানিয়েছিল। কিন্তু সোমবার দুপুরে জানানো হয়, রাত ৯টা নাগাদ তালিকা প্রকাশ করা হবে। ফলে অনেকেই উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন। তালিকা প্রকাশের বিষয়ে সিইও দপ্তর কমিশনের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেছে বলে কমিশনের তরফে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল দুপুরে জানিয়ে দেন। তিনি এও স্পষ্ট করেন, দিল্লি থেকে নির্বাচন কমিশনই তালিকা প্রকাশ করবে। তালিকাটি এদিন কেবলমাত্র কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

এরপর দশের পাতায়

ক্ষোভের চোরাস্রোতে ওলট-পালটের পূর্বাভাস

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে কুমারগঞ্জ

ভোটের অঙ্ক

সুবীর মহন্ত ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

ব্রহ্মপুর ও আজাদপুরের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এই সাঁকো।

কুমারগঞ্জ, ২৩ মার্চ : বসন্তের আবহাওয়াটাই এবার ওলট-পালট। কখনও তপ্ত রোদ, কখনও আচমকা শিলাবৃষ্টি। সেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট যেন কুমারগঞ্জের অলিতে-গলিতে। দু’দিন আগের শিলাবৃষ্টিতে বটুন থেকে জাকিরপুর যাওয়ার ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যেতে দু’ধারে বিধ্বস্ত হয়ে আছে কলা বাগান। শিলাবৃষ্টিতে মিইয়ে পড়া সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে নেহাল চৌধুরী আক্ষেপ করছিলেন, ‘রাস্তাঘাট, পানীয় জলের দুর্দশা তো দেখছেনই। এই বাগানের মতো সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যাঁরাই জেতেন, তাঁরাই কলা গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন।’

ক্ষোভের এই চোরাস্রোত কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলের বাড়ি যে পঞ্চায়েতে, সেই জাকিরপুরের গ্রামে স্পষ্ট। গত বিধানসভা বা লোকসভায় যে জাকিরপুর তৃণমূলকে বিপুল লিড দিয়েছিল, এবার সেখানে যেন ভিন্ন সুর। মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভোটের কথায় সাজিদ মণ্ডল সোজাসুজিই জানালেন, বিধায়কের কাজে তাঁরা তিতিবিরক্ত। এবার যে অন্য কিছু ভাবছেন, তাও গোপন করলেন না।

পাশের গ্রামে ইদগাহর সামনে ঝাঁটা হাতে পরিষ্কার করতে করতে জরিনা বেগমের গলার সুর আরও ঝাঁঝালো মনে হল, ‘যেদিকে গড়ায় পানি, সেদিকেই ছাতা ধরি। বারবার ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়ে যায়, এবার আর তা হবে না।’

এরপর দশের পাতায়

দৌড়ে প্রথম প্রশান্ত

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ মার্চ : জেদ ও অধ্যবসায় থাকলে কোনও প্রতিবন্ধকতাই যে বাধা হয়ে উঠতে পারে না, তা প্রমাণ করলেন কামাখ্যাগুড়ির এক তরুণ। স্থানীয় দক্ষিণ তেলিপাড়ার বাসিন্দা বছর একুশের ওই তরুণের নাম প্রশান্ত হালদার। তাঁর একমাত্র 'নেশা' হল দৌড়ানো। প্রশান্ত বধির হলেও সেই বাধাকে তেমন আমল দিতে রাজি নন। অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল অফ দ্য ডেফ-এর ব্যবস্থাপনায় গুজরাট স্পোর্টস কাউন্সিল অফ দ্য ডেফ আয়োজিত ২৭তম সিনিয়ার ন্যাশনাল ডেফ গেমসে ৪২ কিলোমিটার দৌড়ে শনিবার স্বর্ণপদক লাভ করেছেন প্রশান্ত। আহমেদাবাদে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রতিযোগিতাটি হয়েছে।

প্রশান্ত এই প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে
পূর্ণকালীন চুক্তির ভিত্তিতে কন্ট্রাক্ট মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স (সিএমপি) নিয়োগ

নং : ই/২২৭/আরইসিটিটি.সিএমপিএস/এপি-২৬ তারিখ :- ১২-০৩-২০২৬

ইন্টারভিউয়ের তারিখ : ১০/০৪/২০২৬
সময় : সকাল ১০:০০ টা
স্থান : চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয়, বিভাগীয় রেল হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন - ৭৩৬১২৩।
পদের সংখ্যা : ০১ (ইউআর-১, এসসি-শূন্য, এসটি-শূন্য, ওবিসি-শূন্য) [ডিআরএইচ/এপিডিজে-এর ক্ষেত্রে শিশু বিশেষজ্ঞকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে]

শর্তাবলি :
১) এই নিয়োগটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্টেশনগুলোর জন্য পূর্ণকালীন চুক্তিভিত্তিক হবে। এই চুক্তির মেয়াদ এক বছরের বেশি হবে না, অথবা ইউপিএসসি-এর মাধ্যমে নির্বাচিত চিকিৎসক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া পর্যন্ত-এই দুটির মধ্যে যেটি আগে ঘটবে, সেই সময়সীমা পর্যন্তই নিয়োগটি বলবৎ থাকবে।
২) উভয় পক্ষের যেকোনো পক্ষই কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ১৫ দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই চুক্তি বাতিল করতে পারবে; অথবা যদি কন্ট্রাক্ট মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন, তবে সেক্ষেত্রেও চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হবে।
৩) এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পদের নিয়মিতকরণ বা স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্তির কোনো অধিকার প্রদান করবে না।
৪) সিএমপি-দের নিয়োগের বার্ষিক মেয়াদের সংখ্যা ১২ থেকে বাড়িয়ে ২০ করা হয়েছে; এই নিয়োগ প্রতি বছর নবায়নযোগ্য ভিত্তিতে অথবা ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত-এ দুটির মধ্যে যেটি আগে ঘটবে, সেই সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে নিয়োগের প্রতিটি মেয়াদের স্থায়িত্ব এক বছরের বেশি হবে না।
৫) ০১-০৩-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ৬০ বছরের বেশি হওয়া যাবে না।
৬) কন্ট্রাক্ট মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের দুজন গেজেটেড কর্মকর্তার নিকট থেকে তাঁর চরিত্র ও পূর্ববৃত্তান্ত সংক্রান্ত সনদপত্র পেশ করতে হবে।
৭) যদি প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তবে বিশেষজ্ঞ পদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য উপযুক্ত জিডিএমও নির্বাচন করার অধিকার রেল প্রশাসনের থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা/আহর্তা:
৮) (ক) বিশেষজ্ঞ পদের জন্য-প্রার্থীর ন্যূনতম এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা থাকতে হবে; এছাড়া তাঁর ডিগ্রিটি ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।
(খ) জিডিএমও পদের জন্য-প্রার্থীর ন্যূনতম এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি থাকতে হবে, যা ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত; অথবা এক বছরের বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পর ভারতের যেকোনো 'রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল'-এর বৈধ নিবন্ধন সনদ তাঁর থাকতে হবে।
৯) মাসিক পারিশ্রমিক:

ক)	জিডিএমও - এর জন্য (পূর্ণকালীন)	৯৫,০০০/- টাকা (মাসিক)	প্রতিটির জন্য উল্লিখিত ফি এই শর্তসাপেক্ষ যে, কোনো সরকারি আবাসন প্রদান করা হবে না; তবে যদি আবাসন প্রদান করা হয়, তবে মাসিক পারিশ্রমিক থেকে উক্ত আবাসনের এইচআরএ ও লাইসেন্স ফি-এর সমপরিমাণ অর্থ কেটে নেওয়া হবে।
খ)	বিশেষজ্ঞের জন্য (পূর্ণকালীন)	১,২৩,৫০০/- টাকা (মাসিক) (১ম বছর) ১,৩০,০০০/- টাকা (মাসিক) (২য় বছর থেকে পরবর্তী সময়) এই শর্তাধীনে যে, প্রাপ্ত পারিশ্রমিক + প্রাপ্ত পেনশন সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের চেয়ে বেশি হবে না।	

১০) যে সকল চিকিৎসক ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলওয়েতে ২০টি মেয়াদের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
১১) এই চিকিৎসকদের উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের যেকোনো স্থানে নিয়োগ করা হতে পারে।
১২) এই নিয়োগ ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের তারিখে শূন্যপদের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in দেখুন।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভগৎ-মূর্তি কুড়িয়ে এনে 'পুজো' চন্দ্রনাথের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ মার্চ : মূর্তিটা পড়েছিল নয়ানজুলিতে। অবহেলায়, অনাদরে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা মূর্তিটার খোঁজ রাখেনি কেউ। কার মূর্তি? বীর ভগৎ সিংয়ের। আজ থেকে ৯৫ বছর আগে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ব্রিটিশ সরকারের বিচারে ভারতের তিন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসি হয়। দিনটি বর্তমানে শহিদ দিবস বা আত্মবলিদান দিবস হিসাবে পালিত হয় দেশজুড়ে। নানা সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা প্রশাসনের উদ্যোগে রাস্তার মোড়ে, গলির মুখে স্বাধীনতা সংগ্রামী বা মনীষীদের মূর্তি বসে। অথচ হরিশ্চন্দ্রপুরে নষ্ট হতে বসা ভগৎ সিংয়ের মূর্তির খবর আজ তেমন কেউ রাখেন না। ব্যতিক্রম কেবল একজন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার সদরের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ রায় মূর্তিটির গুরুত্ব বুঝে একসময় সেটিকে ঘরে এনে বসিয়েছিলেন। বাবা পরমেশচন্দ্র রায় (ভানুবাবু) ছিলেন গান্ধিবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ফেলে দেওয়া বীর যোদ্ধার মূর্তিটি তিনি নিজের বাড়িতে এনে নিত্যদিন পুজো করেন।

সোমবার বিশেষ দিনে চন্দ্রনাথ মূর্তিতে মালা দিয়ে দিনটি স্মরণ করেন। এদিকে, ওই বিশেষ মূর্তির পিছনে রয়েছে লম্বা ইতিহাস। বর্তমানে শাসকদলের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন ২০০৭ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের এমএলএ ছিলেন। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার চলাকালীন ফব'র রাজ্য কমিটির নির্দেশে ভগৎ সিংয়ের একটি আবক্ষ মূর্তি কলকাতা থেকে বানিয়ে আনেন তজমুল। দলের নির্দেশ ছিল, পার্টি অফিসে মূর্তি স্থাপন করতে হবে। তারপর ২০১৫ সালে ফব ছেড়ে তজমুল শাসকদলে যোগদান করেন। বন্ধ হয়ে যায় এলাকার ফব পার্টি অফিস। পরে সেই মূর্তিরও যত্ন করেননি তৎকালীন দলের কর্মকর্তারা। ভগৎ সিংয়ের সেই পাথরের মূর্তি অবহেলায় পার্টি অফিসের পাশে একটি নয়ানজুলিতে পড়ে ছিল। সেখান থেকেই সেটি উদ্ধার করেন চন্দ্রনাথ। নিজের বাড়ির উঠোনে ছোট্ট বেদি স্থাপন করে মূর্তিটিকে বসিয়েছেন তিনি। রোজ ফুল ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মূর্তিটির পুজো করেন। চন্দ্রনাথ বলেন, 'বাবা ছিলেন গান্ধিবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী। গান্ধিজির অহিংস সত্যাগ্রহ থেকে শুরু করে একাধিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি যখন দেখি এক বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি অনাদরে রাস্তার পাশের গর্তে পড়ে রয়েছে, তখনই আমি সেটিকে তুলে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে রাখি। নিয়মিত মালা দিই। মূর্তিটিকে কোথাও প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে রয়েছে।'

ফব'র জেলা কমিটির সদস্য অজিত সাহার মন্তব্য, 'মূর্তিটি আমাদের পার্টি অফিসে ছিল। তজমুল আমাদের দলের বিধায়ক থাকার সময় মূর্তিটি আনিয়েছিলেন। তারপরে পার্টি অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মূর্তিটির আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।' দলের তরফে যাতে ওই মূর্তিটিকে আবার হরিশ্চন্দ্রপুরের কোনও ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা যায় সেবিষয়ে চেষ্টা করা হবে। অন্যদিকে তজমুলের কথায়, 'আমি দল পরিবর্তন করার পর মূর্তিটির খোঁজ পাইনি। এখন কোথায় আছে জানি না। তবে খোঁজ পেলে অবশ্যই এলাকায় কোথাও বসানোর ব্যবস্থা হবে।'

ভগৎ সিংয়ের আবক্ষমূর্তির সঙ্গে চন্দ্রনাথ রায়।

> যখন দেখি এক বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি অনাদরে রাস্তার পাশের গর্তে পড়ে রয়েছে, তখনই সেটিকে তুলে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে রাখি। নিয়মিত মালা দিই। মূর্তিটিকে কোথাও প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে রয়েছে।
>
> – চন্দ্রনাথ রায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১১৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১১৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

হারানো প্রাপ্তি

আমি মনি দীপা রায়, পিতা : সুতপেন্দ্র নাথ রায়, ঠিকানা : গ্রাম ও পোঃ- ভোলারডাবড়ি, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No : WB2001SC201506173) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 8597452417.(C/120152)

বিজ্ঞপ্তি

আমার ভাই (স্বঃ সুরজিৎ দত্ত চৌধুরী প্রয়াত) এর LIC পলিসি/Bond হারিয়ে গেছে।
পলিসি/Bond No 408313824
যদি কেহ পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায়/ Mo no এ যোগাযোগ করিবেন।
শ্রী শুভ্রজিৎ দত্ত চৌধুরী
Mo No - 9911217646
রবিন্দ্রনগর
শিলিগুড়ি

In connection with the General Elections to West Bengal Legislative Assembly, 2026 an Integrated Control Room including representatives of the civil, Police and CAPF administration has been opened in room 603 at Dooars Kanya and it can be reached at : 03564-257091 (Contact No)

MEMONO. 46(2) /DICO /ADVT/APD DATE 23/03/2026
Sd/- DEO & DM, ALIPURDUAR

কর্মখালি

Wanted an AT B.Sc (Pure) in Part time vacancy upto 10.08.2026. Apply within 10 days from the date of Advt. To the Administration of Karbona Kanchannagar High Madrasah. Po- Karbona Dist, - Malda. (C/121236)

Swami Pranabananda Vidya Mandir

Affiliated to CBSE, New Delhi, Debinagar, Raiganj, U/D, W.B situations vacant. Asst. Teachers- English, Bengali, Hindi, Social Science (Geography preferred). Qualification-Hons. & PG in the relevant subject with B.Ed. Walk-in-interview on 01.04.2026 at school campus at 10.00 a.m. Willing candidates have to bring all testimonials and one set of xerox copy at the time of demo class and interview. Mobile No-8509004464. (C/121239)

অ্যাফিডেভিট

আমার Aadhar ও Pan কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 05-02-2026 তারিখে J.M. 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sumati Barman এবং Sunita Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120860)

•

আমি সুচিত্রা বর্মন, স্বামী- মানিক বর্মন, 13/214, ওয়ার্ড নং- 18, P.O.- ফালাকাটা, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পঃ বঃ, আমার আধার কার্ড নং- 742684936509-এ আমার নাম ভুলক্রমে Suchita Barman থাকায় গত 23.03.26 নোটারী পাবলিক কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে Suchitra Barman হলাম। Suchitra Barman ও Suchita Barman উভয়ই একই ব্যক্তি।

টিউশন

কোচবিহার শহর এলাকায় যত্ন সহকারে বাড়ি গিয়ে ও ব্যাচে CBSE, ICSE ক্লাস 1-8 পড়ানো হয়। Ph. 7602898839. (C/120633)

ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ২৪-সি-সিডি-টিএস-এনওকিউ-পিএফ-১; তারিখ : ১৮-০৩-২০২৬; ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ) ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য "ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা" -এর জন্য খাদ্য ও ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারীদের থেকে প্রতিযোগিতামূলক, এক পর্যায়ের দুই-প্যাকেট পদ্ধতির ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। অবস্থান: পিএফ-১; ইউনিটের ধরন: জিএমইউ; স্টলের ধরন: টি স্টল-১; অসংরক্ষিত ক্যাটাগরি; ন্যূনতম মূল্য: ৩,১৭,০৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৬১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ০৯-০৪-২০২৬ তারিখের ১৬:০০ টা পর্যন্ত। এরপর টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্পেশালাইজড টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/৬১, তারিখঃ ১৯-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-৬১-২০২৫-২৬; কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড টেলিকম কাজ (এসএসই/টেলি/আইসি/নিউ মাল জংশনের অধীনে)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৬,৬৩,১৬৯.৮৯ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,১৩,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৭-০৪-২০২৬ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এম-পিডি-ওটি-১২ অফ ২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সুদৃঢ় ক্ষমতা এবং সুদৃঢ় আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ স্থান সহ কাজের নামঃ ভাগলপুর কোচিং ডিপোতে এয়ার কম্প্রেসড্ পাইপলাইন সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। স্থান-বিহারে ভাগলপুর। কাজের টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৪৫,১৮৮.৫২ টাকা ১৮% জিএসটি সহ। বায়নামূল্য জমা করতে হবেঃ ৩৪,৯০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস/১৮০ দিন। অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ডঃ (১) সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অফিস, (২) ডিএমই (সি অ্যান্ড ডব্লু)/ভাগলপুরের অফিস, (৩) এসএসই/সি অ্যান্ড ডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/ভাগলপুরের অফিস। দ্রষ্টব্যঃ ওয়েবসাইটে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। MLD-381/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এম-পিডি-ওটি-১৩ অফ ২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সুদৃঢ় ক্ষমতা এবং সুদৃঢ় আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ স্থান সহ কাজের নামঃ জামালপুর কোচিং ডিপোতে এয়ার কম্প্রেসড্ পাইপলাইন সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। স্থান-বিহারে জামালপুর। কাজের টেন্ডার মূল্যঃ ১৯,৫৬,৫৭৩.৩৮ টাকা ১৮% জিএসটি সহ। বায়নামূল্য জমা করতে হবেঃ ৩৯,১০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস/১৮০ দিন। অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ডঃ (১) সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অফিস, (২) ডিএমই (সি অ্যান্ড ডব্লু)/ভাগলপুরের অফিস, (৩) এসএসই/সি অ্যান্ড ডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/জামালপুরের অফিস। দ্রষ্টব্যঃ ওয়েবসাইটে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। MLD-379/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১-এমএলডিটি-২৬-২৭ তারিখঃ ১০.০৩.২০২৬, ০২-০৩-এমএলডিটি-২৬-২৭ তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.: ১-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে টার্মিনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করতে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের গুডস্ ট্রেন রাখতে বর্তমান রানিং লাইন সম্প্রসারণ করতে ভাগলপুর স্টেশনের ইয়ার্ড রিমডেলিং সম্পর্কিত সিভিল এবং ব্রিজ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ৭,৪১,৩৭,৩৬৮.৬৮ টাকা। ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.: ০২-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সুপারভিশন এবং ইয়ার্ড উন্নয়ন সম্পর্কিত এবং অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি প্রসেস দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং এবং পোর্শন সরবরাহের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮১,৫২,৬৯০.১২ টাকা। ক্রমিক নং.৩, টেন্ডার নং.: ০৩-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন সুপারভিশন সম্পর্কিত এবং অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি প্রসেস দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং এবং পোর্শন সরবরাহের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৫,৯১,৯০৯.৮৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১-এর জন্য) এবং ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২ ও ৩-এর জন্য)। ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)। MLD-382/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER
COOCHBEHAR
Details of Hon'ble Observers (GENERAL/POLICE/EXPENDITURE) engaged on the occasion of General Elections to the West Bengal Legislative Assembly 2026

General Observer details as follows:

No. & Name of AC	Name of the General Observer	Contact No. & E-Mail ID	Visiting Hours	Venue
01 - Mekhliganj	Mr. Vijay Prakash Meena, IAS	7602605966 observermkgwbla26@gmail.com	12.00 p.m.- 01.00 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
02 - Mathabhanga	Mr. Kunal Prakash Khemnar, IAS	7365913766 observermtbwbla26@gmail.com	10.00 a.m. - 11.00 a.m.	Circuit House-II, Cooch Behar
03 - Cooch Behar Uttar	Mr. Gowtham Potru, IAS	9635103966 observercbruttarwbla26@gmail.com	2.30 p.m. - 3.30 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
04 - Cooch Behar Dakshin	Mr. Anurag Yadav, IAS	7363023066 observercbrdakshinwbla26@gmail.com	5.00 p.m. - 6.00 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
05 - Sitalkuchi	Mr. Alok Yadav, IAS	7364822366 observerslkwbla26@gmail.com	11.00 a.m. - 12.00 noon	Main Circuit House, Cooch Behar
06 - Sitai	Mrs. Remya Mohan Moothadath, IAS	7365874366 observersitaiwbla26@gmail.com	12.00 noon- 1.00 p.m.	SDO Office, Dinhata
07 - Dinhata	Mr. Gyanendra Kumar Gangwar, IAS	7063181566 observerdinwbla26@gmail.com	12.00 noon - 01.00 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
08 - Natabari	Mr. Amit Arora, IAS	7501648966 observernatabariwbla26@gmail.com	12.00 noon - 1.00 p.m.	SDO Office, Tufanganj
09 - Tufanganj	Mrs. Aisha Masrat Khanam, IAS	7501953466 observertfgwbla26@gmail.com	10.00 a.m. - 11.00 a.m.	Tufanganj Circuit House

Expenditure Observer details as follows :

No. & Name of AC	Name of the Expenditure Observer	Contact No. & E-Mail ID	Visiting Hours	Venue
01 - Mekhliganj	Mr. Thamba Mahendra, IRS	7063502166 observermkgwbla26@gmail.com	10.30 a.m. — 11.30 a.m.	Mekhliganj Circuit House
02 - Mathabhanga		observermtbwbla26@gmail.com		
05 - Sitalkuchi		observerslkwbla26@gmail.com		
03 - Cooch Behar Uttar	Mr. D. Sankar Ganesh, IRS	8653780566 observercbruttarwbla26@gmail.com	3.30 p.m. — 4.30 p.m.	Circuit House- II, Cooch Behar
04 - Cooch Behar Dakshin		observercbrdakshinwbla26@gmail.com		
06 - Sitai		observersitaiwbla26@gmail.com		
07 - Dinhata	Dr. Vijaya Kr. MD, IRS	9679384244 observerdinwbla26@gmail.com	10.30 a.m. —12.00 noon	Circuit House- II, Cooch Behar
08 - Natabari		observernatabariwbla26@gmail.com		
09 - Tufanganj		observertfgwbla26@gmail.com		

Police Observer details as follows :

No. & Name of AC	Name of the Observer & Observer Code	Contact No.	Visiting Hours	Venue
01 - Mekhliganj	Mr. Rakesh Rathi, IPS	7365968787	02.00 p.m. to 3.00 p.m.	PWD Inspection Bungalow, Cooch Behar
02 - Mathabhanga				
03 - Cooch Behar Uttar				
04 - Cooch Behar Dakshin				
05 - Sitalkuchi				
06 - Sitai	Mr. Bachchan Singh, IPS	7364976363	12:00 noon to 01:00 p.m.	PWD Inspection Bungalow, Cooch Behar
07 - Dinhata				
08 - Natabari				
09 - Tufanganj				

Sd/- District Election Officer & District Magistrate, Cooch Behar

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী (২০০ পর্ব) রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, বেলা ১১.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, দুপুর ২.০০ মেজবউ, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বউ, সন্ধে ৭.৩০ বাবা তারকনাথ, রাত ১০.৩০ মহাজন
জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ অচেনা অতিথি, দুপুর ১.০০ শাপ মোচন, সন্ধে ৬.০০ সংঘর্ষ, ৭.১৫ দুরন্ত প্রেম, রাত ১০.১৫ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ আদরের বোন, দুপুর ১২.০০ অন্নদাতা, বিকেল ৩.৩০ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.০০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ রিফিউজি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নীল লোহিত
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সখী তুমি কার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩১ লকডাউন ওয়েডিং, দুপুর ১.৫৫ খট্টা মিঠা, বিকেল ৪.৫১ লিঙ্গা, সন্ধে ৭.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.১০ কুগল কুটাপ্পা
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৪ কোহরাম, দুপুর ২.২৮ ইনসাফ কওন করেগা, বিকেল ৫.১১ গ্যাম্বলার, রাত ৮.০০ পরদেশ, ১১.৪৯ মিলিটারি রাজ

পঞ্চমী সন্ধে ৬.৩০ কালার্স বাংলা

বাবা তারকনাথ সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা সোনার

এক ভিলেন রিটার্নস রাত ১০.০০ শেমারু জোশ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মাথা ঠান্ডা রেখে গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিলে আজ সাফল্য পাবেন। সংসারে আর্থিক অনটন দূর হবে। বৃষ : পাওনা টাকা আদায় করতে পেরে স্বস্তি পাবেন। লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। পায়ের হাড়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। মিথুন : বিকল্প আয়ের পথ খুঁজতে পেরে শান্তি পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ আজ পেতে পারেন। কর্কট : ব্যবসায় নিজের ভুলে ছোট সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। ধর্মকর্মে আগ্রহ বাড়বে। সিংহ : বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পড়ুয়ার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য পাবেন। বাত এবং হাঁটুর যন্ত্রণায় ভোগান্তি বাড়বে। কন্যা : বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। পুরোনো কোনও সমস্যার সমাধান বন্ধুর দ্বারা হতে পারে। তুলা : অতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রম ও দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। বৃশ্চিক : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির অংশীদার হতে পারেন। বাড়ির জন্য নতুন আসবাবপত্র কেনাকাটা আজ করতে পারেন। ধনু : নতুন বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। মকর : অসাধু কোনও ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। প্রেমে শুভ। কুম্ভ : সামান্য কারণে কোনও নিকট আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে পারেন। বেহিসেবি টাকা খরচে রাশ টানতে না পারলে আর্থিক সমস্যা পড়তে হতে পারে। মীন : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ৩ চৈত্র, ২৪ মার্চ ২০২৬, ৯ চ'ত, সংবৎ ৬ চৈত্র সুদি, ৪ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।৪৫। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৭।১৩। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৮। প্রীতিযোগ দিবা ১২।৯। কৌলবকরণ দিবা ৮।২৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।১৩ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১০।৮ গতে বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৭।১৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে রাত্রি ৭।১৩ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৭।১৩ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১০।৮ গতে যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ৮।৪৫ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গাদেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভোটের মুখে সাসপেন্ড নেতাকে দলে ফেরাচ্ছে তৃণমূল!

দেবাশিসকে নিয়ে জল্পনা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট বৈতরণি পার হতে দলের সাসপেন্ড হওয়া নেতা দেবাশিস প্রামাণিককে দলে ফেরাচ্ছে তৃণমূল?

দলের নেতা-কর্মীরা যেভাবে দেবাশিসকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি তুলেছেন তাতে তেমনটাই মনে করা হচ্ছে। সোমবার শতাধিক তৃণমূলের নেতা-কর্মী দেবাশিসের বাড়িতে গিয়ে ভিড় জমান। দেবাশিসের দাবি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনের তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার পর রঞ্জন শীলশর্মা তাঁর সহযোগিতা চেয়ে একাধিকবার ফোন করেছেন। এমনকি দেবাশিসের বাড়িতেও রঞ্জন গিয়েছেন। তবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের একদা সভাপতি দেবাশিস আবার দলে ফিরলে তৃণমূলের কতটা লাভ হবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

জমি দখলের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া দেবাশিস দুই বছরের বেশি সময় ধরে রাজনীতির ময়দানে নেই। ফুলবাড়ি এলাকায় তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা কোনওভাবেই চাইছে না দেবাশিস দলে ফিরে আসুন। সাসপেন্ড নেতার দলে ফেরানোর বিষয়টি অবশ্য শিলিগুড়ির মেয়র তথা প্রার্থী গৌতম দেবের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপ। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দেবাশিস প্রামাণিককে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তাই দলনেত্রীর নির্দেশ ছাড়া আমরা কিছু করতে পারব না।

■ জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে দেবাশিস প্রামাণিককে সাসপেন্ড করে তৃণমূল

■ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে প্রার্থী হওয়ার পর রঞ্জন শীলশর্মা তাঁকে বারবার ফোন করেছেন, বাড়িতে গিয়েছেন বলে দাবি দেবাশিসের

■ রঞ্জন অবশ্য ফোন করা বা বাড়িতে যাওয়ার কথা অস্বীকার করছেন

গৌতম দেব সবটাই জানেন। তিনি বিষয়টি ভালো বলতে পারবেন।'

দেবাশিসকে ফেরানোর বিষয়ে দলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন গৌতম দেব। তিনি বলেছেন, 'দেবাশিসকে ফেরানোর বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত দল নেবে। দলের সিদ্ধান্তের জন্য অল্প সময় অপেক্ষা করতে হবে। সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে বলার ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে। যাঁকে নিয়ে চর্চা চলছে, তিনি সবটাই জানেন।'

২০১৩ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেবাশিস ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন। পাশাপাশি কংগ্রেস ও তৃণমূলে থাকাকালীন সাতবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন পদে তিনি জয়লাভ করেন। জমি দখলের মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২০২৪ সালের ২৬ জুন ওই দাপুটে নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। জামিন পেলেও তিনি নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকাকে নিজের হাতের তালুর মতো দেবাশিস চেনেন এবং তাঁর প্রভাব এখনও এলাকায় রয়েছে, তা তৃণমূল নেতৃত্ব ভালো করেই জানে। দেবাশিস বলছেন, 'দল যদি মনে করে আমাকে প্রয়োজন রয়েছে তাহলে সাসপেনশন তুলে নেবে। সাসপেনশন তুলে নিলে দলকে জেতাতে কাজ করব। তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই রঞ্জন শীলশর্মা আমাকে ফোন করে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে চাইছেন। রবিবার আমার বাড়িতেও এসেছিলেন। তবে সেই সময় আমি বাড়িতে না থাকায় দেখা হয়নি।'

তাঁর আরও সংযোজন, 'তৃণমূল করে আমাকে খেতে হয় না। দেড় কাঠা জমি দখলের অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই অভিযোগ ছিল পুরোপুরি মিথ্যা। দলের পার্টি অফিস করার জন্য নিজস্ব জমি তৃণমূলের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়ের সঙ্গে যে দেবাশিসের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, তা কান পাতলেই শোনা যায়। রঞ্জনের হয়ে দিনরাত দিলীপ রায় প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন। তাই দেবাশিস প্রসঙ্গে রঞ্জন অনেকটাই সামলে চলতে চাইছেন। প্রার্থী হওয়ার পর দেবাশিসকে ফোন করেননি বা তাঁর বাড়িতে যাননি বলে এদিন দাবি করেছেন রঞ্জন। তিনি বলেন, 'প্রার্থী হওয়ার পর দেবাশিসের বাড়ি যাওয়া হয়নি। কে দলে আসবে না আসবে তা নেতৃত্ব বুঝবে। আমি সবার সঙ্গে কথা বলব। তবে প্রচারের জন্য সময় করে উঠতে পারছি না।'

দিলীপ বলছেন 'দেবাশিসের বাড়িতে শতাধিক মানুষ গিয়েছেন, এমন কিছু শুনিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দল থেকে বের করেছিলেন। ইচ্ছা হলে তিনি ওঁকে দলে নেবেন।'

সবুজ প্রান্তরে। বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটী গ্রামে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

হাইব্রিড সিসিইউতে শয্যা বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (এনবিএমসিএইচ) হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (এইচসিসিইউ) শয্যাসংখ্যা বাড়ছে। ফলে আরও বেশি সংখ্যক গুরুতর অসুস্থ রোগী এখানে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। দীর্ঘদিন ধরেই এই এইচসিসিইউ-তে শয্যা বাড়ানোর দাবি উঠছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স না থাকায় শয্যা বাড়ানো যাচ্ছে না বলে যুক্তি ছিল মেডিকেল কর্তৃপক্ষের। এখন হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'কিছু চিকিৎসক পাওয়া গিয়েছে। সেই জন্য এইচসিসিইউ-তে শয্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই ওই বিভাগে শয্যা বাড়িয়ে আরও বেশি সংখ্যক রোগীকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া যাবে।'

২০২১ সালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ২৪ শয্যার হাইব্রিড সিসিইউ-এর অনুমোদন দেয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সেই মতো হাসপাতাল সুপার অফিসের করিডরেই এই নতুন বিভাগ তৈরি হয়। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে হাইব্রিড সিসিইউ চালু করা হয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই সময় মূল অপারেশন থিয়েটারের পাশে থাকা সিসিইউ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় বলা হয়েছিল, ওই সিসিইউয়ের শয্যাগুলি নিয়েই একসঙ্গে হাইব্রিড সিসিইউতে পরিষেবা দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

২৪ শয্যার হাইব্রিড সিসিইউয়ের সঙ্গে সিসিইউয়ের আরও ১০ শয্যা জুড়লে ৩৪ শয্যায় রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হাইব্রিড সিসিইউতে মাত্র ১৪ জন রোগীকে একসঙ্গে রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যুক্তি ছিল, ২৪ বা ৩৪ শয্যার হাইব্রিড সিসিইউ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রয়োজন, তা এখানে নেই। এই পরিস্থিতিতে বহু গরিব মানুষ মেডিকেলে চিকিৎসা করাতে এসে শুধুমাত্র শয্যার অভাবে হাইব্রিড সিসিইউতে জায়গা পেতেন না। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেক রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলেও পড়েছেন।

এরই মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর এই মেডিকেলের জন্য নতুন করে ১০ জন মেডিকেল অফিসার দিয়েছে। এর মধ্যে ছ'জন ইতিমধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছেন। বাকিরাও দ্রুত কাজে যোগ দেবেন বলে মেডিকেল কর্তারা আশা করছেন। সেখান থেকেই অন্তত চারজন চিকিৎসককে হাইব্রিড সিসিইউতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা হয়ে গিয়েছে। দু'দিন আগে হাসপাতাল সুপার পূর্ত সহ অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে হাইব্রিড সিসিইউ পরিদর্শন করেছেন। নতুন শয্যাগুলি কোথায় কীভাবে বসানো হবে, সর্বাধিক কত শয্যা চালু করা সম্ভব, সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সুপার জানিয়েছেন।

আর কবে, প্রশ্ন দলের অন্দরেই

ইসলামপুরে প্রার্থী বাছাইয়ে কালঘাম পদ্মের

দরজা বন্ধ বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল কার্যালয়ের। -সংবাদচিত্র

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৩ মার্চ : তৃণমূলের পর সিপিএমও প্রার্থী ঘোষণা করে দিল। কিন্তু সোমবারও স্পষ্ট নয়, ইসলামপুরে বিজেপির প্রার্থী কে? পদ্ম শিবিরেই এখন তাই প্রশ্ন, আর কবে? বিজেপি সূত্রে খবর, প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন দুজন মহিলা সহ ছয়জন। চর্চায় রয়েছে এক শিল্পপতি ও ঠিকাদারের নামও। যে কারণে প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে হিমসিম খেতে হচ্ছে গেরুয়া শিবিরের নেতৃত্বকে। পাশাপাশি রয়েছে সংঘের সিলমোহর পাওয়ার বিষয়টি। এবারের বিধানসভা ভোটে ইসলামপুর কেন্দ্রটিকে 'শিওর সিট' হিসেবে দেখছে বিজেপি নেতৃত্ব। যে কারণে কিছুটা সাবধানি গেরুয়া শিবির। কেননা, প্রার্থী মনোনয়নে একটু ভুল হলেই, তার মাশুল গুনতে হতে পারে। তার মধ্যে যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হলে পদ ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন অনেকেই। যদিও রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল বলছেন, 'যোগ্য মানুষকেই প্রার্থী করা হবে। বিজেপির প্রার্থী হবেন ভূমিপুত্রই।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্লোগান 'ভোকাল ফর লোকাল' মেনে ইসলামপুরের প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভূমিপুত্রর কথা বলছেন সাংসদ কার্তিক। কিন্তু কী কারণে প্রার্থী ঘোষণায় দেরি, তা তিনি স্পষ্ট করছেন না। তবে এর পিছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দীর্ঘ ছায়া দেখতে পারছেন অনেকেই। বর্তমান

> ইসলামপুরে প্রার্থী হওয়ার জন্য একাধিক দাবিদার রয়েছেন, তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে দু-একদিনের মধ্যে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে, নিশ্চিত করতে পারি। যোগ্য ও ভূমিপুত্রই আমাদের প্রার্থী হবেন।
>
> **কার্তিক পাল**
> রায়গঞ্জের সাংসদ

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে দ্বিমুখী লড়াই হলে, তা হাড্ডাহাড্ডি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, ঘাসফুল শিবির ১১ বারের বিধায়ক বর্ষীয়ান আবদুল করিম চৌধুরীকে বসিয়ে কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে প্রার্থী করেছে। ইসলামপুরের প্রায় ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটারের মধ্যে যা নিয়ে চাপা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশ্যে তা স্বীকার না করলেও তৃণমূল নেতাদের অনেকেই বিষয়টি উড়িয়ে দিতে পারছেন না। বিজেপির মতো তৃণমূলও তাকিয়ে করিমের আগামীর অবস্থানের দিকে।

সম্প্রতি ইসলামপুরে এসে এলাকাটিকে 'ঈশ্বরপুর' বানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। যাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় মেরুকরণ স্পষ্ট হচ্ছে। কিন্তু প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হিমসিম খেতে হচ্ছে খোদ বিজেপি নেতৃত্বকেই। যা নিয়ে চর্চা চলছে ইসলামপুরের সর্বত্রই। সাংসদ কার্তিকের যুক্তি, 'ইসলামপুরে প্রার্থী হওয়ার জন্য একাধিক দাবিদার রয়েছেন, তা অস্বীকার করা যাবে না। থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে দু'-একদিনের মধ্যে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে, নিশ্চিত করতে পারি। যোগ্য ও ভূমিপুত্রই আমাদের প্রার্থী হবেন। দলকে জেতাতে সকলে একজোট্টা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।' করিম প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'করিম সাহেব কী অবস্থান নেবেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু বিজেপি এবার ইসলামপুর আসনে জয়লাভ করবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।' প্রার্থীর নাম জানতে না পেরে হতোদ্যম হয়ে পড়া বিজেপি কর্মীরা কবে চাঙ্গা হয়ে ভোটের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন, এখন সেটাই দেখার।

প্রার্থী ঘোষণা

ইসলামপুর ও শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : অবশেষে ইসলামপুর এবং চোপড়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল সিপিএম। চোপড়ায় প্রার্থী করা হয়েছে মকলেশ্বর রহমানকে। ইসলামপুরে প্রার্থী হয়েছেন বাজিল আখতার। মকলেশ্বর দলের চা বাগিচা ইউনিয়নের শীর্ষ পদে থাকার পাশাপাশি তিনি বাম আমলে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। অন্যদিকে, বাজিল বর্তমানে সারা ভারত কৃষকসভার উত্তর দিনাজপুর জেলার সভাপতি। বাজিল দীর্ঘদিন গাইসাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। সঙ্গে ইসলামপুর পঞ্চয়েত সমিতির সহ সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। ফলে দুই আসনেই প্রার্থীদের নিয়ে জোর লড়াইয়ের আশায় বুক বেঁধেছেন লালপার্টির কর্মী-সমর্থকরা।

অন্যদিকে, বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকে নির্বাচনি ময়দানে লড়ছে এসইউসিআই। সংগঠনের শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার কাছারি রোডে এসইউসিআইয়ের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। তৃণমূল, সিপিএম এবং বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এসইউসিআইয়ের প্রার্থী হয়েছেন শাহরিয়ার আলম। ফাঁসিদেওয়াতে প্রার্থী সুনীতা মুর্মু, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির প্রার্থী লক্ষ্মী দাস এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে দাঁড়িয়েছেন রেণুকা রায়।

আলোচনা

চোপড়া, ২৩ মার্চ : রামনবমী উপলক্ষ্যে চোপড়া থানা প্রাঙ্গণে পুলিশের উদ্যোগে সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে এদিন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি মনোজিৎ দাস, ডিএসপি রাহুল বর্মন।

বৈঠক

চোপড়া, ২৩ মার্চ : চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। বিডিও সৌরভ মাজি জানান, বিভিন্ন দলের তরফে প্রচারের অনুমোদন সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ফজলুল হক, সিপিএমের বিদ্যুৎ তরফদার, কংগ্রেসের মহম্মদ মসিরউদ্দিন ও বিজেপির সুবোধ সরকার সহ অন্যরা।

প্রিসাইডিং পদে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী

দার্জিলিংয়ে সাড়ে ৯ হাজার ভোটকর্মী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : বিধানসভা ভোটে নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন পদক্ষেপের শেষ নেই। যার মধ্যে রয়েছে প্রিসাইডিং অফিসার সংক্রান্ত প্রথা পরিবর্তনও। অন্য জেলার মতো দার্জিলিং জেলার পাহাড় এবং সমতলের পাঁচটি বিধানসভাতেও বেশিরভাগ বুথেই প্রিসাইডিং অফিসার পদে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বে দেখা যাবে এবার। গত নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করা বহু রাজ্য সরকারি কর্মচারীকে এবারের বিধানসভা ভোটে ফার্স্ট পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের এই কড়াকড়ি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তবে, দার্জিলিং জেলায় নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কোনও আধিকারিকই এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন না।

দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া, জেলার এই পাঁচটি বিধানসভায় এবার মোট বুথের সংখ্যা ১,৫১৭। এর মধ্যে ৫২টি সহায়ক বুথ রয়েছে। তবে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কাজ এখনও চলছে। ফলে ভোটার সংখ্যা বাড়লে আগামীতে বুথের সংখ্যাও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিটি বুথে একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনজন করে পোলিং অফিসার থাকবেন। পাঁচটি বিধানসভার ভোটের জন্য প্রায় ৯,৬০০ জন ভোটকর্মীকে প্রশিক্ষণে ডাকা হচ্ছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, হাইস্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা রয়েছেন। এরই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, জীবনবিমা নিগমের মতো সংস্থার কর্মীদেরও ভোটের ডিউটিতে নেওয়া হচ্ছে। কমিশনের নির্দেশমতো যতটা সম্ভব বুথে কেন্দ্রীয় কর্মচারীকেই প্রিসাইডিং অফিসার পদে রাখার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন।

দার্জিলিং জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার থেকেই ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য চিঠি পাঠানো শুরু হয়েছে। এবার চিঠির পাশাপাশি মোবাইলে মেসেজ করেও ভোটের ডিউটি এবং প্রশিক্ষণের বিষয়টি জানানো হচ্ছে। সোমবারই জেলার বহু সরকারি কর্মচারী চিঠি এবং মোবাইলে মেসেজ পেয়েছেন। ২৭ মার্চ থেকে বিধানসভাভিত্তিক ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করছে নির্বাচন দপ্তর। দার্জিলিং বিধানসভার প্রশিক্ষণ হবে সেন্ট রবার্টস উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। কার্সিয়াং বিধানসভার প্রশিক্ষণ সেন্ট

■ প্রিসাইডিং অফিসার পদে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

■ দার্জিলিং জেলাতেও অধিকাংশ বুথে ভোট পরিচালনার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা

■ পাঁচটি কেন্দ্রে প্রায় ৯,৬০০ জন ভোটকর্মীকে প্রশিক্ষণে ডাকা হচ্ছে, প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শুরু ২৭ মার্চ

আলফনসাস উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভার ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ হবে শিলিগুড়ি বয়েজ এবং গার্লস হাইস্কুলে। তিনটি জায়গাতেই প্রথম পর্যায়ে ২৭ এবং ২৮ মার্চ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ওই দু'দিন অনুপস্থিত থাকা ভোটকর্মীদের ১ এপ্রিল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের হবে ২ এবং ৮ এপ্রিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন যত পারবে কড়াকড়ি করুক। গোটা রাজ্যেই মানুষ তৃণমূল প্রার্থীদেরই ভোট দেবে।' অন্যদিকে, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'তৃণমূলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। এবার রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার হবে। এবার যাতে আর ভুয়ো, ছাপ্পা ভোট না পড়ে, সেজন্যই নির্বাচন কমিশন সমস্ত পদক্ষেপ করছে।'

পটকা ফাটানো ঘিরে বিবাদ

চোপড়া, ২৩ মার্চ : রবিবার রাতে চোপড়া থানার কালিকাপুর গ্রামে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় দুজন জখম হয়েছেন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে পটকা ফাটানোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। বিবাদ থেকে পরে সংঘর্ষ বাধে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে চোপড়া থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ছায়াগাছ নষ্টের অভিযোগ

চোপড়া, ২৩ মার্চ : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলকগছ এলাকায় রবিবার রাতে স্থানীয় দুজন ক্ষুদ্র চা চাষির বাগান থেকে কয়েকটি ছায়াগাছ কেটে নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। স্থানীয় মহম্মদ হাফিজুল বলেন, 'আমাদের দুই ভাইয়ের চা বাগান থেকে ১৭টি ছায়াগাছ রাতের অন্ধকারে কেটে নষ্ট করেছে।' অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

টিটিয়া নদীতে সেতু আর হয় না

নয় বছর ধরে আবেদন-নিবেদন

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৩ মার্চ : নির্বাচনের দামামা বাজলেই রাজনীতির কারবারিরা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটান। কিন্তু ভোট মিটলেই সেই সব প্রতিশ্রুতি নদীর জলেই যেন ভেসে যায়। চাকুলিয়ার টিটিয়া নদীর ওপর একটি সেতুর জন্য দীর্ঘ নয় বছর ধরে পথ চেয়ে বসে রয়েছেন ভুঁইধর ও ঘোরধাপ্পা এলাকার হাজার হাজার মানুষ। নেতাদের দেওয়া আশ্বাসের পাহাড় জমেছে। তবে আজও তাঁদের ভোগান্তির কোনও সুরাহা হয়নি।

চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুঁইধর ও ঘোরধাপ্পা এলাকার বুক চিরে বয়ে গিয়েছে টিটিয়া নদী। বাম আমলে নদীর ওপর একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছিল। এর ফলে বিনারদহ, সাটিয়ারা, নিজামপুর, বেলবাড়ি, কাহাটার মতো

টিটিয়া নদীর পাড়ে এভাবেই পড়ে রয়েছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট।

এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই সহজ হয়েছিল। কৃষকরা ফসল নিয়ে বাজারে যেতে পারতেন, পড়ুয়ারা নিয়মিত স্কুলে যেত। কিন্তু ২০১৭ সালের বিধ্বংসী বন্যায় সেই কালভার্টটি ধসে পড়ে। তারপর থেকে নয় বছর কেটে গেলেও সেখানে নতুন কোনও সেতু তৈরি হয়নি। বর্ষাকালে নদী পারাপার কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাসিন্দারা হয় নৌকায় চড়েন, নয়তো অনেকটা ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছান।

ভুঁইধরের বাসিন্দা তফিজুল হক ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'প্রত্যেক নির্বাচনে নেতারা এসে সেতুর কথা বলেন। ভোট পেলে আর খোঁজ নেন না। আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল মিস করে, ফসল নষ্ট হয়, রোগীদের সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই অবহেলা আর কতদিন চলবে?' একই সুর শোনা গেল ঘোরধাপ্পা এলাকার বাসিন্দা পিন্টু বর্মনের গলায়। তিনি বলেন, 'বাম আমলে অন্তত কালভার্ট ছিল। এখন এই সরকারের আমলে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমরা বহুবার পঞ্চায়েতে আবেদন করেছি, স্মারকলিপি দিয়েছি। কিন্তু কোনও সাড়া নেই।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হবিবুর রহমান অবশ্য দায় চাপাচ্ছেন ওপরতলার দিকে। তাঁর কথায়, 'আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠিয়েছি। কিন্তু অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় কাজ এগোচ্ছে না।'

এদিকে, এই সেতু নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর বলেন, 'সাধারণ মানুষের আবেদন নিবেদনকে গুরুত্ব দেয়নি তৃণমূল সরকার।' পালটা যুক্তি দিয়েছেন বর্তমান বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ। তাঁর দাবি, 'টিটিয়া নদীর ওপর কালভার্ট নয় সেতুর দরকার। সেতু নির্মাণের প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে। সবুজ সংকেত পেলে কাজ শুরু করা হবে।'

মাঠ ভরানো নিয়ে চাপে তৃণমূল

ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ : আগামী বুধবার ময়নাগুড়িতে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরদিনই ধূপগুড়িতে আসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়নাগুড়িতে ওইদিন সকাল এগারোটায় জনসভা করে রাজ্যে প্রচার শুরু করবেন তৃণমূল নেত্রী। একেই খারাপ আবহাওয়া, অন্যদিকে আলু তোলার মরশুমে ব্যস্ত গ্রামের মানুষ। এই অবস্থায় দুই হেভিওয়েটের সভা ভরানো নিয়ে চিন্তায় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'এই সময় গ্রামের মানুষ আলু তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে ঠিকই। তবে আমাদের বিশ্বাস, দুটি সভাতেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেবেন।'

মঙ্গলবারই ডুয়ার্সে চলে আসছেন তৃণমূল নেত্রী। হাসিমারা থেকে হেলিকপ্টারে চালসায় আসবেন। সেখানে একটি চার্চে

জলপাইগুড়ি

যাবেন নাগরাকাটার দলীয় প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের হয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভোট চাইতে। বুধবার বেলা ১১টায় হেলিকপ্টারেই চালসা থেকে ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে নেমে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম জনসভা করবেন। সভায় বিশাল জমায়েত করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন তৃণমূলের জেলা নেতারা।

ময়নাগুড়ির সভার সময় নিয়ে দলের নেতারা কিছুটা চিন্তায় থাকলেও তাঁরা ভিড় হবে বলেই আশা করছেন। বেলা ১১টায় সভা শুরুর কথা থাকলেও সকাল ১০টার মধ্যে সভার মাঠ ভরাতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন নেতারা। সেজন্য ময়নাগুড়ি বিধানসভার প্রতিটি বুথ থেকে কর্মী-সমর্থকদের আনতে ছোট গাড়ি ও বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরসভা লাগোয়া এলাকায় সভা হওয়ায় ময়নাগুড়ি শহরের ১৭টি ওয়ার্ড থেকেও লোক আনার টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে দলের নেতাদের। গ্রামীণ এলাকা থেকে লোক আনার দায়িত্ব পড়েছে ময়নাগুড়ি ১ ও ময়নাগুড়ি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের নেতাদের ওপর।

গ্রামের নেতাদের একাংশই বলছেন, গ্রামের প্রতিটি এলাকাতেই মানুষ আলু তোলার কাজে ব্যস্ত। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য দ্রুত জমি থেকে আলু তুলতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে বেলা ১১টার মধ্যে কতজনকে কাজ থেকে সরিয়ে সভায় আনা যাবে, তা নিয়ে কিছুটা চিন্তা তো রয়েইছে। তার উপর যেভাবে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে তাতে সভার দিন কী পরিস্থিতি হবে, তা বলা মুশকিল। ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায় অবশ্য দাবি করেছেন, 'দলনেত্রীর সভার জন্য কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উন্মাদনা রয়েছে। সভাস্থলে রেকর্ড সংখ্যায় মানুষ উপস্থিত থাকবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রংবাহারী।। রংটং-শিবখোলার রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন পার্থ কুণ্ডু পোদ্দার।

পলাতক বিবাহিত 'প্রেমিক', ভাঙচুর বাড়িতে

প্রেমে 'বাধা', আত্মঘাতী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : প্রেমের সম্পর্কে বাধা। গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে কিশোরীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ। সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযুক্তের বাড়িতে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। স্কুটার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশবাহিনীর পাশাপাশি আধাসেনা মোতায়েন করা হয় এলাকায়।

ওই গৃহশিক্ষককে গ্রেপ্তারির দাবিতে সন্ধ্যায় জংশন এলাকায় প্রায় দু'ঘণ্টা পথ অবরোধ চলে। মশালমিছিল করে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। পরে কিশোরীকে দাহ করা নিয়ে কিরণচন্দ্র শ্মশানেও উত্তেজনা ছড়ায়। সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। তবে, লাঠিচার্জের বিষয়টি অস্বীকার করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠি উঁচিয়ে ধাওয়া করা হয় বলে দাবি। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'শ্মশানে উত্তেজনা তৈরি হওয়ার কারণে চেজ করা হয়েছিল। লাঠিচার্জ করা হয়নি।'

গোটা ঘটনায় মৃত কিশোরীর পরিবারের তরফে ওই গৃহশিক্ষক ও তাঁর বাবা-মায়ের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গৃহশিক্ষকের মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত ফেরার। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। এদিকে, বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হলে রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ১ নম্বর ওয়ার্ডের দশম শ্রেণির এক কিশোরীর সঙ্গে ওই গৃহশিক্ষকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে ওই গৃহশিক্ষকের বাড়িতে টিউশন পড়তে যেত। অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক যদিও বিবাহিত। তাঁর দুই সন্তান রয়েছে। এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে মাস দেড়েক আগে কিশোরীর পরিবার তাকে টিউশন থেকে ছাড়িয়ে দেয়। তবে সম্পর্ক

৩ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তেজনা। শিলিগুড়িতে সোমবার।

ছিন্ন হয়নি দুজনের। মায়ের ফোনে গৃহশিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত কিশোরী। সম্প্রতি এই ফোনালাপের বিষয়টি জানতে পেরে ওই কিশোরীর মা আর ফোন ব্যবহার করতে দিতেন না। কিন্তু রবিবার তিনি দেখেন, মেয়ের হাতে নতুন ফোন। তখন তিনি ওই ফোনটিও নিজের কাছে নিয়ে নেন এবং মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। ফোনটি ওই গৃহশিক্ষক কিশোরীকে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

বিয়ের কথা বলতেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। সোমবার ভোরে বাড়ির রান্নাঘর থেকে ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ওই গৃহশিক্ষকই তাঁদের মেয়েকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এদিকে, কিশোরীর দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চম্পট দেন ওই গৃহশিক্ষক। স্থানীয়দের দাবি, এর আগেও টিউশনের ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন অভিযুক্ত।

কিশোরীর পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি ছিল, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত দাহ করা যাবে না। খবর পেয়ে শ্মশানে যান বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি উপস্থিত পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। শংকরের বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষ অভিযুক্তকে পাকড়াও করার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে। সেই সময় পেরিয়ে গেলে আমি নিজে রাস্তায় নামব।' পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যজুড়ে অপরাধীদের আশকারা দিচ্ছেন। তাই এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে।' পালটা ভোটের আগে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে বিজেপি বলে কটাক্ষ তৃণমূলের।

কিশোরীর মা বলেন, 'ভোর চারটার দিকে মেয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কারও ফোন নিয়ে ওই ছেলের সঙ্গে কথা বলে। কিছুক্ষণ পর রান্নাঘরে গলায় ফাঁস দেয়।' ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো বলেন, 'বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ওই গৃহশিক্ষক একাধিক মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছে। একাধিকবার থানায় অভিযোগ হয়েছে। কড়া শাস্তি প্রয়োজন।'

শাস্তির দাবি ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকেরও।

- দশম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক এক বিবাহিত গৃহশিক্ষকের
- কিশোরীর পরিবার বিষয়টি জানতে পেরে বাধা দেয়, ছাড়িয়ে দেওয়া হয় টিউশন
- সোমবার ভোররাতে বাড়ি থেকে ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়
- আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে, ধৃত অভিযুক্তের মা

বিক্ষুব্ধরা মিথ্যে বলছেন, দাবি রিনার

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ মার্চ : রোমা রেশমি এক্কাকে দলীয় প্রার্থী চেয়ে রবিবার বিধাননগরের ডাঙ্গিপাড়ায় পথ অবরোধ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। এবার তাঁদের 'মিথ্যেবাদী' আখ্যা দিলেন দলীয় প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা। বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন বলেও জানালেন তিনি।

কিন্তু, রিনার এদিনের বিতর্কিত মন্তব্য ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালতে পারে বলে মনে করছেন দলেরই একাংশ। প্রভাব পড়তে পারে ভোটব্যাংকেও। রবিবারের ঘটনার পেছনে চক্রান্ত দেখছেন রিনা। তাঁর দাবি, কারও অঙ্গুলিহেলনে অবরোধ হয়েছে। তবে সেটা কে, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি।

সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটে নির্বাচনি প্রচারে যান ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী। সেখানে বলেন, 'আমাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গুড ফ্রাইডের আগে চালিশা চলছে। যে মহিলারা

ফাঁসিদেওয়া

বললেন, আমাকে এলাকায় দেখা যায় না। তাঁরা এই সংযমের সময় মিথ্যে কীভাবে বললেন, জানি না। আমি ভীষণ দুঃখিত। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব।'

রোমা অবরোধ প্রসঙ্গে এর আগে দাবি করেছেন, আরও অনেকেই নাকি প্রার্থী পদে বদল চেয়ে সরব হতে চাইছেন। কিন্তু, তিনি বাধা দিচ্ছেন। এদিনও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বলেছেন, 'আমার বাড়িতে এখনও বহু মানুষ এসে কান্নাকাটি করছেন। আমি বুঝিয়ে বলছি, তাঁরা যেন তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেন। আমি তাঁদের পাশে রয়েছি।' তবে রোমার দাবি, 'যে মহিলারা আমাকে প্রার্থী হওয়ার দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরা কোন গ্রামের আমি এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। তাই আলাদা করে তাঁদের ডেকে কথা বলতে পারিনি।' রিনা এদিনও বলেছেন, 'রোমা আমার সঙ্গেই আছে। সে বলেছে, প্রচারে নামবে।'

এই ডামাডোল পরিস্থিতিতে শাসকদলের সংশ্লিষ্ট বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ 'বিরোধী-ভূত' দেখছেন। বলছেন, 'এঁরা আদৌ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক কি না, তা খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদেরও চক্রান্ত হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। আগাম পরিকল্পনা ছাড়া এসব সম্ভব ছিল না। রাতারাতি তো আর ফ্লেক্স বানিয়ে মহিলারা পথে নামেননি। উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। এভাবে তৃণমূলকে হারানো সম্ভব নয়।'

ড্রোনে নজরদারি রামনবমীতে

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ভোট আবহে রামনবমীর প্রস্তুতিও তুঙ্গে। যথারীতি এবারও রামনবমী উপলক্ষ্যে শুক্রবার শহর শিলিগুড়িতে শোভাযাত্রা বের করবে শ্রীরামনবমী মহোৎসব সমিতি। রামনবমী উপলক্ষ্যে গত কয়েক বছর ধরেই শহরে বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবছর লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ৬টি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারিও চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমিতি। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়, রামনবমীর শোভাযাত্রায় কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব কিংবা জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে না। তবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কেউ যদি শোভাযাত্রায় অংশ নেন, তবে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে। এবছরের শোভাযাত্রায় থাকবে আরএসএসের ট্যাবলো।

মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দিরে পুজো শেষে বের হবে শোভাযাত্রা। প্রথম সারিতে থাকা ৫১ মহিলা একযোগে শঙ্খধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সেইসঙ্গে থাকবে ৭৫টি ঢাক। শোভাযাত্রা এয়ারভিউ মোড় হয়ে সেবক মোড়, পানিট্যাঙ্কি মোড়, হাসমি চক হয়ে পুনরায় এয়ারভিউ মোড় হয়ে বর্ধমান রোড ধরে এসএফ রোডে পৌঁছাবে। এখানেই সমাপ্তি ঘটবে শোভাযাত্রার। রামনবমীর দিন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের বিশেষ নজরদারি থাকবে বলে জানা গিয়েছে। সমিতির তরফে ওইদিন মদের দোকান বন্ধ রাখার জন্য জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, রামনবমীর শোভাযাত্রাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রায় ১৫০টি সুসজ্জিত ট্যাবলো রাখা হচ্ছে। কোনও ট্যাবলোর মাধ্যমে নারী সুরক্ষার বার্তা তুলে ধরা হবে, আবার কোনও ট্যাবলোয় থাকবে বৃদ্ধাশ্রমবিরোধী প্রচার।

এবছর রামনবমীকে সামনে রেখে পাহাড়েও শোভাযাত্রা বের হচ্ছে। ওইদিনই সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কার্সিয়াং থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে তা বিকাল ৩টা নাগাদ দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পৌঁছাবে। শ্রীরামনবমী মহোৎসব সমিতির সচিব লক্ষ্মণ বনসল বলেন, 'আমাদের এই শোভাযাত্রায় রাজনীতির ঊর্ধ্বে একজন রামভক্ত হিসেবে যে কেউ যোগ দিতে পারেন।'

সীমান্তে টহল

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা জঙ্গল এলাকাগুলিতে যৌথ টহল দিচ্ছে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এবং বন দপ্তর। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গল এলাকাগুলিতে টহল চলছে। ভোটের মুখে দুষ্কৃতীদের সীমান্ত পারাপার, বেআইনি অস্ত্রের জোগান রুখতে এই পদক্ষেপ।

কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এসএসবি-র সঙ্গে আমরাও টহল দিচ্ছি। জঙ্গলের ভিতর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।' এসএসবি'র পানিট্যাঙ্কি সীমান্তের এক আধিকারিকের মন্তব্য, 'নিয়মিত টহল চলে। বর্তমানে জঙ্গল এলাকাগুলিতে বেশি করে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতী আনাগোনার খবর নেই।'

নকশালবাড়ি ঘেঁষা টুকুরিয়াঝার, পানিঘাটা জঙ্গল রয়েছে। সেখানে ভারত-নেপাল খোলা সীমান্ত। এই চিকেন নেক করিডরে এর আগে বহুবার বিভিন্ন অবৈধ জিনিস পাচারের পথে ধরা পড়েছে। ভোটের মুখে বিশেষ করে আগ্নেয়াস্ত্র, টাকা পাচারের একটা আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই এই বিশেষ টহলদারি এসএসবি ও বন দপ্তরের।

কানু স্মরণ

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : সোমবার দলের পক্ষ থেকে হাতিঘিসা সেবদোল্লাজোতে সিপিআই (এমএল)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কানু সান্যালের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হল। কানুবাবুর ছবির পাশাপাশি শহিদ ভগত সিংয়ের ছবিতে মাল্যদান করা হয়। দীপু হালদার সহ বিভিন্ন নেতা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভোগান্তি নকশালবাড়িতে

রেলগেট নিয়ে প্রশ্নের মুখে আনন্দ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : হাতিঘিসা থেকে শুরু করে নকশালবাড়ি খালপাড়া এবং রথখোলায় রেলগেট নিয়ে ভোগান্তি দীর্ঘদিনের। সোমবার নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে সেই রেলগেটের সমস্যা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনকে। এদিন সকালে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হাতিঘিসায় প্রচারে যান আনন্দময়। বাজারে প্রচার শুরু করতেই বেগ পেতে হয় বিধায়ককে। শুভঙ্কর দাস নামের এক ব্যবসায়ীর দোকানে লিফলেট দিতে গিয়ে রেলগেট নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বিধায়ককে।

হাতিঘিসা বাজারেই শুভঙ্করের বিস্কুটের দোকান। মঙ্গলসিংজোতে বাড়ি তাঁর। দীর্ঘদিন ধরেই হাতিঘিসা-মঙ্গলসিংজোতে রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের। হোঁচট খেতে হয়। দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হাজার পাঁচেক বাসিন্দাকে যাতায়াত করতে হয়। এলাকার এই সমস্যা নিয়ে স্থানীয় ক্লাব থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সংগঠন, সবাই গত চার বছর ধরে বিধায়ক ও সাংসদকে চিঠি দিয়েছে। সমস্যার সমাধান হয়নি। বাসিন্দাদের এক কিলোমিটার ঘুরে মুড়িবস্তি রেলগেট হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিধায়ককে কাছে পেয়ে এদিন শুভঙ্কর ফের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বলেন, 'একসময় হাতিঘিসায় রেলস্টেশন ছিল। সেই সময় এই গেট খোলা ছিল। এলাকার সকল বাসিন্দাই এই রেলগেট দিয়ে যাতায়াত করতেন। কিন্তু গত ১৫ বছর হল হাতিঘিসা থেকে রেলস্টেশন তুলে নেওয়ার পর গেটটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

এমন সমস্যা শুধু হাতিঘিসাতেই নয় নকশালবাড়ি খালপাড়া এবং রথখোলা রেলগেটেও রয়েছে। নকশালবাড়ি বাজারে অবস্থিত এই দুই গেটের উপর নির্ভর করে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই এলাকায় আন্ডারপাসের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ী সংগঠন। নকশালবাড়ি দিয়ে এখন দূরপাল্লার ট্রেনও যাতায়াত করে। ফলে দিনের অধিকাংশ সময়ই এই দুটি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় বাসিন্দাদের। রেলগেট বন্ধ থাকে বলে যানজট হয়। নকশালবাড়ি বাজারে তার প্রভাব পড়ে।

নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি তথা খালপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমরা বহুবার আন্ডারপাসের দাবিতে বিধায়ক এবং সাংসদকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তাঁরা কোনও উত্তর দেননি। নকশালবাড়িতে এই দুই এলাকায় আন্ডারপাস হয়ে গেলে ভোগান্তি অনেকটা কমে যাবে। যানজটের জন্য অনেকেই নকশালবাড়ি বাজারে আসতে চাইছেন না। গোটা বাজারে তার প্রভাব পড়ছে।'

এদিকে রথখোলার বাসিন্দা সুশান্ত বাড়ই বলেন, 'আমাদের যে কোনও দিক দিয়ে নকশালবাড়ি বাজারে ঢুকতে গেলে রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল থেকে যে কোনও প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য নকশালবাড়ি আসতে হয়। প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ এই রেলগেটে আটকে পড়ে। বাস, অটো, টোটো, ট্র্যাক্টরের ভিড়ে সেখান দিয়ে যাতায়াত করাই যায় না। আন্ডারপাসের বিষয়টি জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।'

বিধায়ক আনন্দময় অবশ্য বলেছেন, 'আমাদের কাছে এমন কোনও চিঠি এসে পৌঁছায়নি। তবে সরকার পরিবর্তন হলেই আমরা দ্রুত এসব কাজে গুরুত্ব দেব।'

গাড়ি নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, হেঁটে পেরোতে হয় রেললাইন।

অপবাদ ঘিরে রণক্ষেত্র রায়গঞ্জ

ছেলেধরা সন্দেহে হামলা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৩ মার্চ : ফের গণপিটুনিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রায়গঞ্জ। স্রেফ 'ছেলেধরা' সন্দেহে তিনজন তরুণের ওপর নৃশংস হামলা চালাল উন্মত্ত জনতা। রবিবার রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া এলাকায় যে বর্বরোচিত ঘটনা ঘটল, তা কেবল আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়, বরং সমাজের গভীরে গেঁথে যাওয়া এক ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাসের প্রতিফলন। এই নারকীয় হামলার প্রতিবাদে এবং পুলিশের প্রাথমিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সোমবার সকাল থেকে সশস্ত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বিক্ষোভে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রায়গঞ্জ থানা।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার গভীর রাতে। রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়োগন্ডা গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। সেখান থেকে তিনটি মোটরবাইকে করে সপরিবারে বাড়ি ফিরছিলেন হেমতাবাদের বাঙ্গালবাড়ির শাসন এলাকার বাসিন্দা সুনীল সরেন, অনিল সরেন ও প্রশান্ত মার্ডিরা। সঙ্গে ছিলেন মহিলারা এবং ৫ থেকে ১২ বছর বয়সি তিনটি শিশু। বড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে আসতেই একদল দুষ্কৃতী তাঁদের পথ আটকায়। অভিযোগ, কোনও কথা না শুনেই 'ছেলেধরা' অপবাদ দিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয় তরুণদের বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে মহিলারা শিশুদের নিয়ে পাশের অন্ধকার ভুট্টাখেতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শুধু রক্তপাতই নয়, চলে অবাধ লুঠতরাজ। নগদ ৩০ হাজার টাকা, মোবাইল ফোন এবং একটি বাইক ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা। ভাঙচুর করা হয় বাকি দুটি বাইকও। জখম তিন তরুণ বর্তমানে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। রায়গঞ্জ থানার আইসি উদয়শংকর ঘোষ বলেন, 'এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

এই ঘটনার খবর ছড়াতেই এদিন বেলা ১১টা থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শয়ে-শয়ে মানুষ তিরধনুক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রায়গঞ্জ থানা ঘেরাও করেন। প্রায় চার

তিরধনুক নিয়ে থানায় বিক্ষোভ। রায়গঞ্জে।

ঘণ্টা ধরে চলে এই বিক্ষোভ। তাঁদের অভিযোগ, রাতে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় রায়গঞ্জ থানার আইসি উদয়শংকর সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। তৃণমূলের এসটি সেলের সভাপতি স্বপন মুর্মুর তোপ, 'বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে আমাদের লোকেদের পকেট থেকে টাকা ও মহিলাদের অলংকার ছিনতাই করা হয়েছে। আমরা চাই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।' জখম সুনীল বলেন, 'আমাদের ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করা হয়েছে। ছোট ছোট শিশুরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মহিলারা ভুট্টাখেতে লুকিয়ে আশ্রয় নেন।'

রায়গঞ্জ ব্লকজুড়ে 'ছেলেধরা' আতঙ্ক এখন মহামারির আকার নিয়েছে। চলতি মাসেই গত ৩ মার্চ সুভাষগঞ্জে এক তরুণীকে ছেলেধরা সন্দেহে অর্ধনগ্ন করে ঘোরানো হয়। ৮ মার্চ মহিপুরে এক মহিলাকে খুঁটিতে বেঁধে চলে মারধর। ১০ ও ১১ মার্চ রুপাহার ও উকিলপাড়াতেও একই কায়দায় গণপিটুনির শিকার হন দুই তরুণ। তথ্য বলছে, গত কয়েকদিনে রায়গঞ্জ থানা এলাকায় এমন ১১টি ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত অমৃত সরকার ও সমৃত সরকারকে গ্রেপ্তার করে।

অগ্নিকাণ্ডে জখম মহিলা

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : চারটি ঘর ও একটি দোকান আগুনে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার ঘটনায় রবিবার রাতে মংপুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনায় রিনা রাই নামে এক মহিলা আগুনে পুড়ে যান। তাঁকে রাতে রম্ভি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে কালিঝোরা এনএইচপিসি ও কালিম্পং থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর মংপুতে স্থায়ী দমকলকেন্দ্র তৈরির দাবিতে বাসিন্দারা সরব হয়েছেন। মংপুতে দমকলকেন্দ্র না থাকায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি আটকানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

ভিভিআইপি'র প্রচারে ছাড় বায়ুসেনার ঘাঁটিতে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ : ডুয়ার্সের আকাশে এখন শুধুই ভিভিআইপিদের চার্টার্ড বিমান আর হেলিকপ্টারের গর্জন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটি যেন রাজনীতির অন্যতম 'হটস্পট' হতে চলেছে। তবে এই ঘাঁটিকে ঘিরেই এখন আবর্তিত হচ্ছে আলিপুরদুয়ারের ভোট-রাজনীতি। সাধারণ মানুষের জন্য যে অসামরিক বিমানবন্দরের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, আজও তা বাস্তবে রূপ পায়নি। গত পাঁচ বছরে ঢের প্রতিশ্রুতি আর চিঠিপত্র চালাচালি হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে হাসিমারা বিমানবন্দর এখন সব দলের কাছেই প্রধান 'ইস্যু'। শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই একে অপরকে জমিজট আর সদিচ্ছার অভাবে কাঠগড়ায় তুললেও, আমজনতার মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিটি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং নিম্ন অসমের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে অসামরিক বিমান পরিষেবা চালু হলে গোটা উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও অর্থনীতিতে আমূল বদল আসতে পারত। কিন্তু বাস্তব ছবিটা বলছে, নেতাদের জন্য হাসিমারার দরজা সবসময় খোলা থাকলেও আমজনতার জন্য তা 'নো এন্ট্রি'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে শুরু করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়- সবাই প্রচারে আসার জন্য এই বায়ুসেনা ঘাঁটিটিই ব্যবহার করছেন। জেলা পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ-এর কথায়, 'ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বায়ুসেনার নিজস্ব বিধিনিষেধ মেনে আমরাও সতর্ক রয়েছি।'

কিন্তু বিমানবন্দরের ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ মনোজ টিগ্গা সরাসরি আঙুল তুলেছেন রাজ্য সরকারের দিকে। তাঁর অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ৩৮ একর জমি না দেওয়ায় প্রকল্পটি আটকে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বায়ুসেনা সম্মতি দিলেও জমিজটে রানওয়ে বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলেই এই জট কাটবে।'

- গত পাঁচ বছরে ঢের প্রতিশ্রুতি আর চিঠিপত্র চালাচালি হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি
- শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই একে অপরকে জমিজট আর সদিচ্ছার অভাবে কাঠগড়ায় তুলেছে
- নেতাদের জন্য হাসিমারার দরজা সবসময় খোলা থাকলেও আমজনতার জন্য তা 'নো এন্ট্রি'

অর্থাৎ, উন্নয়নের দায় এখন পুরোপুরি নবান্নর ওপরই ঠেলছে বিজেপি।

অন্যদিকে, এই যুক্তি নস্যাৎ করে পালটা তোপ দেগেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। তাঁর সাফ কথা, 'এটা পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা। রাজ্য সরকার যে জমি দিয়েছিল, তা ওদের পছন্দ হয়নি। এখন যেখানে জমি চাওয়া হচ্ছে, সেখানে ঘন জনবসতি রয়েছে। মানুষকে উচ্ছেদ করে কি বিমানবন্দর হবে? বিজেপি কেবল ভোট আসায় মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

খামখেয়ালি আবহাওয়া, ক্ষতি ফুল গাছে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : কখনও তীব্র রোদ, তো আবার পরক্ষণে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ফুল গাছে। একদিকে গরমে ফুলের কুঁড়ি শুকিয়ে ঝরে পড়ছে, আবার হঠাৎ বৃষ্টিতে নষ্ট হচ্ছে ফুলের পরাগ। ক্ষতির মুখে শিলিগুড়ির ফুল ব্যবসায়ীরা।

বিশেষ করে যে সমস্ত ব্যবসায়ী নার্সারি থেকে ফুল গাছের চারা কিনে এনে বিক্রি করেন, তাঁরা প্রবল সমস্যায় পড়ছেন। ফুল ভালোবাসেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শিলিগুড়ি শহরের অনেকেই নিজেদের বাড়িতে বাগান করে বিভিন্ন রকমের ফুল চাষ করেন। যাঁদের বাড়িতে উঠোন নেই, তাঁরা যত্ন করে ছাদবাগান তৈরি করেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শৌখিন ফুলপ্রেমীদেরও মন খারাপ।

সাধারণত সিনেরেরিয়া, জারবেরা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়ার মতো বিভিন্ন ফুল মে-জুন মাস পর্যন্ত নিজেদের সৌন্দর্য ধরে রাখে। কিন্তু বর্তমানে আবহাওয়ার বিরূপ আচরণে

মার্চেই গাছগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় ভবিষ্যতে ফুলের স্থায়িত্বের সময়সীমা অনেকটাই কমে যাবে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। জলবায়ুর এমন পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কেবল ফুলে সীমাবদ্ধ নেই, পাখি ও কীটপতঙ্গরাও ঘোর সমস্যায় পড়ছে বলে জানাচ্ছেন অনিমেষ বসু। পরিবেশবিদ বলেন, 'ফুল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাখি, পোকামাকড় সমস্যায় পড়ছে। প্রকৃতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সামগ্রিকভাবে।'

সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করলেন শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট বাপি পাল।

শহরের হাসপাতাল মোড় এলাকার ফুল গাছ বিক্রেতা মহম্মদ জাভেদের আক্ষেপ, 'জারবেরা, সিনেরেরিয়া ফুলের গাছগুলো এই সময় একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জানুয়ারি মাসে মিরিক, কালিম্পং থেকে প্রায় ৭০০ ফুল গাছ নিয়ে এসেছিলাম। সাধারণত জুন মাস পর্যন্ত এই গাছগুলো ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত গরম এবং আচমকা বৃষ্টিতে গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হল।' একই ছবি শহরের অন্য নার্সারিগুলোতেও। গেটবাজারে ফুলের চারা বিক্রি করেন অজয় সরকার। বলছিলেন, 'গাছ শুকিয়ে আর পচে যাওয়ার কারণে ক্রেতারা কিনতে চাইছেন না। এবছর প্রায় ১০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।'

এপ্রসঙ্গে দার্জিলিং জেলা হর্টিকালচার অফিসার প্রদীপ্ত দত্তর বক্তব্য, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই মূলত এমন সমস্যা হচ্ছে। আমরা চাষিদের সঙ্গে কথা বলছি।'

দেশবন্ধুপাড়ার গৌতম বৈদ্যর ফুলবাগানের শখ। প্রতি বছর শীতে তিনি বিভিন্নরকমের ফুল বাড়িতে লাগিয়ে থাকেন। কিন্তু বিরূপ আবহাওয়ায় তাঁর সাধের বাগানে এখন হাতগোনা কয়েকটি ফুল গাছ অবশিষ্ট রয়েছে। গৌতমের কথায়, 'ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে বাড়িতে বাগান করছি, কিন্তু এভাবে ফুল নষ্ট আগে কখনও হয়নি। ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকেই জারবেরা, গাঁদা শুকোতে শুরু করেছে। ফুল সম্পূর্ণ ফোটার আগে শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। ফুলের আকার ও রংয়ে বিরাট পরিবর্তন এসেছে।'

গৌতমের মতোই বাড়িতে ছাদবাগান করেন শান্তিপাড়ার বাসিন্দা ছবি চৌধুরী। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'এক মাসও গাছে সিনেরেরিয়া ফুল থাকছে না। কুঁড়ি পচে যাওয়া, গাছে পোকা ধরে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে।'

সভার প্রস্তুতি

খয়রাশোলে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে হেলিকপ্টার ট্রায়াল ও মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু। ২৬ মার্চ আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। প্রথম দফার প্রস্তুতি হিসেবে নিরাপত্তা সহ সমগ্র বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আক্রান্ত কর্মী

জামুড়িয়ায় দলের বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হলেন আইএসএফ কর্মী। অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনার তদন্ত করেছে পুলিশ।

ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত কলকাতায় টানা বৃষ্টির সতর্কতা। হাওয়ার গতি থাকবে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। রবিবার সেই বেগ আরও বাড়বে।

বোমা উদ্ধার

ভোটের মুখে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা-২ ব্লকের রেজিনগর। একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে থেকে উদ্ধার হল ২ ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা। পুলিশ ফাঁড়ি সামনে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা, প্রশ্ন স্থানীয়দের।

বদলির পিছনে কারণ রয়েছে

জানাল কমিশন, এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন কল্যাণ, এজি'র

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মার্চ : রাজ্যের আমলা ও পুলিশ অফিসারদের বদলির সিদ্ধান্তের পিছনে কারণ রয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিক ও পুলিশ অফিসারদের বদলির সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় মামলার শুনানি হয়। আবেদনকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমন আধিকারিকদেরও অপসারণ করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্যে সহমত পোষণ করে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের যুক্তি, নিয়োগকর্তা হিসেবে আইএএস আধিকারিকদের বদলির ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যেরই। যদিও রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের আইনজীবী দামা শেসাদ্রি নাইডু।

কল্যাণের প্রশ্ন, কমিশন কি এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে? নির্বাচন ঘোষণার পরেই কেন অপসারণ করা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি।

- রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে এভাবে বদলি করা যায়, ক্ষোভ কল্যাণের
- কমিশন নিয়োগকর্তা নয়, কমিশনকে কি এমন সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? প্রশ্ন এজি'র
- সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এমন পদক্ষেপ, যুক্তি কমিশনের

> **১৩ জন পুলিশ সুপার, ১৬ জন আইএএস আধিকারিক, ৬৩ জন পুলিশ অফিসারকে সরানো হয়েছে। যদি কোনও বিপর্যয় হয় কে সামলাবে?**
>
> –কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একই যুক্তিতে কমিশনের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের এজি। তাঁর সওয়াল, ভোটার তালিকা প্রকাশ করা ও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাই সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের কাজ। ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষমতা কমিশনের থেকে কেড়ে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনকে কি এমন সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত না থাকা আধিকারিকদের অপসারণ করা যায়?

অন্যদিকে, কমিশনের আইনজীবীর অভিযোগ, যাঁরা বদলি হয়েছেন, তাঁদের কেউ এই মামলা দায়ের করেননি। তাঁর অভিযোগ, যে আইনজীবী মামলা দায়ের করেছেন, তিনি রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেন। তাই আধিকারিকদের বদলির যুক্তিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা করছে রাজ্যই। কমিশনের দাবি, নির্বাচন কমিশনের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা নেই। তবে কোনওকিছু পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে। যে পাঁচ রাজ্যে ভোট হচ্ছে, সব জায়গার পরিস্থিতি এক নয়। নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলিতে অনেক অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৩ জন অফিসারকে বাইরে পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে অফিসার নিয়েও আসা হয়েছে। এই রাজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি নয়। বুধবার মামলার সওয়াল-জবাব শেষ হওয়ার কথা।

মমতার কেন্দ্রে দায়িত্বে ববি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ মার্চ : লড়াইটা শুধু একটি আসনের নয়, লড়াইটা সম্মানের। আর সেই আসনটি যখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তখন রাশ আলগা করার প্রশ্নই ওঠে না। সোমবার থেকেই ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিল ঘাসফুল শিবির। নেত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, 'আমি সারা বাংলায় দৌড়াচ্ছি, তোরা আমার ঘর সামলাস।' আর এই নির্দেশের পরেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছেন ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে স্থানীয় কাউন্সিলররা।

এবারের ভবানীপুর কেন্দ্র কার্যত এক আগ্নেয়গিরি। একদিকে ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে গতবারের 'নন্দীগ্রাম-ক্ষত' ফিরিয়ে দিতে আসা শুভেন্দু অধিকারী। ২০০৭-এর জমি আন্দোলন থেকে আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সব মিলিয়ে উত্তাপ তুঙ্গে। গত রবিবারের কর্মীসভায়

নজরে কর্মীরাও

মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এবার জয় চাই শুধু নয়, জয়ের ব্যবধান হতে হবে বিশাল। আর সেই কাজে ফাঁকি দেওয়ার কোনও জায়গা নেই। কারণ, নেতাদের মাথার ওপর ঝুলছে মমতা-অভিষেকের 'অদৃশ্য সিসিটিভি'। কে কতটা জনসংযোগ করছেন, কার ওয়ার্ডে লিড কত, সব কিছুর রিপোর্ট নিয়মিত জমা পড়ছে সুব্রত বক্সী ও ফিরহাদ হাকিমের টেবিলে।

সোমবার চেতলা থেকে আলিপুর, সর্বত্রই দেখা গেল চেনা ছবি। মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে নামলেন ফিরহাদ হাকিম। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগের ফাঁকে ফিরহাদ স্পষ্ট করে দিলেন, 'শুভেন্দু এখানে কোনও ফ্যাক্টরই নয়। ভবানীপুরের মানুষ মমতাদিকে নিজেদের ঘরের মেয়ে বলে মনে করেন।' যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে, নন্দীগ্রামের 'লোডশেডিং' তত্ত্ব আজও ভোলেনি তৃণমূল নেতৃত্ব, তাই এবার ভবানীপুরে ঝুঁকি নিতে নারাজ তারা।

ফিরহাদরা যখন ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট ভিক্ষা করছেন, তখন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের কড়া নজরদারি ভবানীপুরের পারদ আরও চড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে বিরোধী দলনেতার হুংকার, অন্যদিকে শাসক দলের সর্বশক্তি প্রয়োগ, সব মিলিয়ে ভোটের আগে সরগরম দক্ষিণ কলকাতার এই হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্র। এখন দেখার, নেত্রীর 'ঘর' সামলাতে বিশ্বস্ত সৈনিকরা কতটা সফল হন।

প্রস্তুতি বৈঠক

দুর্গাপুর, ২৩ মার্চ : সোমবার বিজেপির রাঢ়বঙ্গ জোনের ৫৬ জন প্রার্থীদের নিয়ে হাই ভোল্টেজ নির্বাচনী প্রস্তুতি বৈঠক হল দুর্গাপুরের বামুনারায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, রাজ্যের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল সহ অন্যরা। নির্বাচনী কৌশল নিয়ে প্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তারা।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমিক ভট্টাচার্য বলেন, 'এবারের নির্বাচন মা, মাটি ও মানুষ বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন।' সোমবার প্রকাশিত হতে চলা সাপ্লিমেন্টারী ভোটার তালিকা নিয়ে তিনি বলেন, 'এই কাজ নির্বাচন কমিশনের। আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করে ভোট করতে হবে। আমরা যে ফর্ম ৭ জমা দিয়েছি, তার শুনানি করতে হবে। আমাদের যেসব ফর্ম ৭ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও পুলিশ কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তা দেখতে হবে। হঠাৎ করে এসআইআর শেষ হয়ে গেছে বলে নির্বাচন করা চলবে না।'

ভোট, ভোটার ও ভবিষ্যৎ ভোটার...

কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নীলবাতি গাড়িতে প্রচারে শত্রুঘ্ন

জামুড়িয়া, ২৩ মার্চ : নীলবাতি লাগানো গাড়ি ঘিরে এ বার বিতর্কে জড়ালেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। ওই গাড়িতে চেপে দলীয় প্রার্থীর প্রচার কর্মসূচিতে হাজির হয়েছিলেন তিনি। তা নিয়েই বিতর্ক দানা বেঁধেছে পশ্চিম বর্ধমানে। প্রশ্নের মুখে পড়তেই গাড়ি থেকে সেই নীলবাতি খুলিয়েও নেন সাংসদ।

রবিবার পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ার তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংহের হয়ে প্রচারে বেরিয়েছিলেন শত্রুঘ্ন। সেখানে নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপে হাজির হন সাংসদ। গাড়ির সামনে লেখা 'মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, আসানসোল'। সঙ্গে অশোক স্তম্ভের ছবিও ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কি দলীয় প্রার্থীর প্রচারে এ ভাবে নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়? তা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিজেপি। শত্রুঘ্নের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন জামুরিয়ার বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায়।

যদিও এই অভিযোগকে খুব গুরুতর কিছু বলে দেখতে চাইছেন না শত্রুঘ্ন। নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপে কেন প্রচার কর্মসূচিতে গিয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংসদ বলেন, 'কোনও বাতি লাগানো হয়নি। আগে থেকেই ছিল। (আলো) জ্বালানোও নেই। আমি এমন কোনও কাজ করি না। আমি কোনও মরসুমি বা পেশাদার রাজনীতিক নই। আমি ভদ্রলোক। আইন মেনে চলি।' প্রচার কর্মসূচি সেরে সাংসদ যখন ফের গাড়িতে ওঠেন, তখন সেই গাড়িতে আর নীলবাতি লাগানো ছিল না। জানা যাচ্ছে, বিতর্ক দানা বাঁধতেই তিনি নিজের আপ্তসহায়ককে বলে গাড়ি থেকে নীলবাতিটি খুলিয়ে নেন। তবে গাড়ির সামনে অশোকস্তম্ভের ছবি-সহ 'মেম্বার অফ পার্লামেন্ট' লেখা বোর্ডটি তখনও রাখাই ছিল।

সাংসদের নীলবাতি লাগানো গাড়ি ঘিরে এই বিতর্কে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বিজেপি। জামুরিয়ার বিজেপি প্রার্থী জানান, তাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে যাবেন। প্রয়োজনে আদালতেও যাবেন। বিজনের কথায়, 'নির্বাচনবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পর কোনও নীলবাতি বা অশোকস্তম্ভ লাগানো গাড়িতে কেউ আসতে পারেন না। তৃণমূল সরকার নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে না, এটা তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।'

ভাঙড়ে নৌশাদ, ক্যানিং পূর্বে আরাবুল

কলকাতা, ২৩ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনে ২৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণার সঙ্গেই বামেদের সঙ্গে জোট জট আরও তীব্র করে তুলল আইএসএফ। সোমবার ৯টি জেলার যে আসনগুলিতে আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে তার মধ্যে ৪টি আসনে বামেদের প্রার্থী আগেই ঘোষণা হয়েছে। এরই মধ্যে ক্যানিং পূর্ব থেকে তৃণমূলত্যাগী আরাবুল ইসলামকে প্রার্থী করা হয়েছে। এছাড়া তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যোগ দিয়েই দেগঙ্গা বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে মফিদুল হক সাহাজিকে। সবমিলিয়ে ক্ষোভের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সিপিএমের অন্দরে। আইএসএফের দাবি, যে আসনগুলিতে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে, তা বামেদের সহমতের ভিত্তিতে। কিন্তু তৃণমূলত্যাগীদের প্রার্থী করা এবং বামেদের প্রার্থী থাকা আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়ে থাকা কোনওভাবে ভালো চোখে দেখছে না সিপিএম। একপ্রকার ক্ষোভপ্রকাশ করেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

ভাঙড় থেকে নিজেই লড়ছেন নৌশাদ সিদ্দিকী। ক্যানিং পূর্বের বিদায়ি বিধায়ক তৃণমূলের শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। ফলে ক্যানিং পূর্বে আরাবুলকে প্রার্থী করা একপ্রকার তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এমনকি দল ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে মফিদুলকে দেগঙ্গা থেকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত চমকপ্রদ। তৃণমূল ছেড়ে আসা নেতাদের কেন প্রার্থীপদ দেওয়া হল সেই প্রসঙ্গে নৌশাদের দাবি, যাঁরা ভালো লোক তাঁরা দলে এসেছেন। অনেক খারাপ লোককেও কাউন্সেলিং করে দলে নেওয়া হয়েছে। কেউ ভুল করে থাকলে সংশোধন করার সুযোগ তাঁকে দেশের সংবিধানই দিয়েছে। যাঁদের দিয়ে খারাপ কাজ করানো হয়েছে, তাঁদের ভালো করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করে তবেই দলে নেওয়া হয়েছে। সেজন্য কাউন্সেলিং টিম রয়েছে আইএসএফের। গত বিধানসভা ভোটে জাঙ্গিপাড়ার আইএসএফ বিধায়কের হয়ে প্রচারে যায়নি স্থানীয় সিপিএম। তবে এক্ষেত্রে দলত্যাগীদের বিষয়ে ভাইজানের দল নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

উল্লেখ্য, মধ্যমগ্রামে প্রাক্তন এসএফআই নেত্রী প্রিয়াংকা বর্মনকে টিকিট দিয়েছে আইএসএফ। দলের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতিকে আমডাঙায় প্রার্থী করা হয়েছে। এছাড়া মালদার সুজাপুর, উত্তর ২৪ পরগনার ৭টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৫টি আসনেও প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। তবে নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া পশ্চিম, মুরারই, বোলপুর আসনে প্রার্থী দিয়ে জোটের সলতে পাকানোর কাজ খানিকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছে নৌশাদের দল। যদিও নৌশাদের দাবি, 'সাত মাস ধরে আলোচনা হয়েছে। আর একটা দিন অপেক্ষা করব, উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি আসন নিয়ে এখনও জট কাটেনি। বুধবার দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করব।'

অন্যদিকে এদিন তৃতীয় দফায় ১৫টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। তাতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সিতাই ও শ্যামপুকুর আসন নিয়ে জট কেটেছে সিপিএমের। ওই দুই আসন ফরওয়ার্ড ব্লককেই ছাড়া হয়েছে।

ভবানীপুরে জয়ের ব্যবধান নিয়ে হঠাৎ সুর নরম শুভেন্দুর!

কলকাতা, ২৩ মার্চ : শুভেন্দুর ২৫ হাজারি তোপ দেখে উৎসাহিত হয়ে আরও এককদম বেড়ে খেলেছিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী। রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণে কৌস্তভ শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। কিন্তু এখন ভবানীপুরে নিজের ঘোষণা থেকে সুর নরম করায় ফাঁপরে পড়েছেন কৌস্তভ।

ভবানীপুরে প্রচার শুরুর দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শুভেন্দু তোপ দেগেছিলেন। এসআইআরে ভবানীপুর থেকে ৪৮ হাজার নাম বাদ যাওয়ার পর শুভেন্দু বলেছিলেন, ওঁকে এবার জেতানোর লোকই নেই ভবানীপুরে। আর প্রচারে মমতাকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'নন্দীগ্রামের পর এবার মমতাকে ভবানীপুরেও হারাব।'

শুধু হারানোই নয়, ২৫ হাজার ভোটে হারানোর চ্যালেঞ্জও করেন তিনি। তারপরেই গড় রক্ষায় মাঠে নামে তৃণমূলও। ভবানীপুরের দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে লড়াইয়ের দিকনির্দেশ করে দেন মমতা ও অভিষেক। এরপরই আচমকা সুর নরম শুভেন্দুর। এদিন ভবানীপুরে জয়ের ব্যবধান প্রসঙ্গে নিজের ঘোষিত অবস্থান থেকে সরে এসে শুভেন্দু বলেন, '২৫ হাজারের ব্যাপারটা বাড়তি উৎসাহে বলে ফেলেছিলাম।'

ভবানীপুরে শুভেন্দুর ওই তোপের পরেই ব্যারাকপুরে প্রচারে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের বিদায়ি বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীকে ৫০ হাজার ভোটে হারানোর বাজি ধরেন কৌস্তভ। তার জবাবে এদিন প্রচারে পালটা রাজ কৌস্তভের মন্তব্যকে 'দিবাস্বপ্ন' বলে কটাক্ষ করেন। সেই কটাক্ষের জবাবে রাজের প্রতিক্রিয়া ৫০ হোক আর ৫ হোক, ব্যারাকপুরে এবার জিতছে বিজেপি। যা শুনে লোকে বলছে গুরুমারা বিদ্যেটা কাজে লাগল না এযাত্রায়।

এদিকে রবিবার নন্দীগ্রামে গিয়ে তিনজন সংখ্যালঘু নেতাকে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করান শুভেন্দু। কিন্তু সেদিন বিকালেই তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর তাঁদের ফের ঘাসফুলে ফেরত নিয়ে আসেন। এতে নন্দীগ্রামে মুখ পুড়ল শুভেন্দুর বলে দাবি করছে তৃণমূল।

সোমবার প্রচারের ফাঁকে বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। -পিটিআই

সিলিন্ডারে কমতে পারে গ্যাসের পরিমাণ

কলকাতা, ২৩ মার্চ : বিশ্ব বাজারে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস-এর জোগান মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায়, দেশের ঘরোয়া বাজার সামাল দিতে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে মোদি সরকার। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বর্তমানে রান্নার গ্যাসের ১৪.২ কেজির যে সিলিন্ডার দেওয়া হয়, তাতে গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে ১০ কেজি বা ৭ কেজি করার কথা বিবেচনা করছে কেন্দ্র। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ডিলার থেকে শুরু করে সাধারণ উপভোক্তা—সবার কপালেই চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হয়েছে।

ঘরোয়া বাজারে প্রতিদিন ভারতের প্রায় ৯৩,৫০০ টন রান্নার গ্যাসের প্রয়োজন হয়, যার প্রায় ৬০ শতাংশই আসে বিদেশ থেকে। আর এই আমদানির ৯০ শতাংশই আসে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে। কিন্তু ইরান যুদ্ধের জেরে বর্তমানে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি ট্যাংকার চলাচল কার্যত বন্ধ। এই অবস্থায় গত সপ্তাহে মাত্র দুটি কার্গো ভারতে পৌঁছেছে, যা দিয়ে মেরেকেটে এক দিনের জাতীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব। এই চরম জ্বালানি সঙ্কটের মোকাবিলা করতেই কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে সিলিন্ডারে গ্যাসের পরিমাণ কমানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। তেল সংস্থাগুলির দাবি, মজুত গ্যাসের ভাণ্ডার তলানিতে ঠেকায়, সরবরাহ যাতে সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছয়, তার জন্যই এই পরিমাণ কমানোর ভাবনা। যদি এই নিয়ম কার্যকর হয়, তবে সিলিন্ডারের গায়ে নতুন স্টিকার লাগানো হবে এবং আনুপাতিক হারে দামও কমানো হবে।

কিন্তু কেন্দ্রের এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজছে না সাধারণ মানুষের। শিলিগুড়ির সুপ্রিয়া বর্মণ থেকে শুরু করে মালদার অমিতাভ সরকার—সবারই বক্তব্য, 'এমনিতেই বুকিংয়ের ২৫ দিনের আগে নতুন সিলিন্ডার পাওয়া যায় না। তার ওপর গ্যাস ১০ কেজি বা ৭ কেজি করে দিলে ১০ দিনের মাথাতেই তা ফুরিয়ে যাবে। তখন রান্না হবে কী করে?' অন্যদিকে, গ্যাস ডিলাররাও এই নতুন নিয়মের সম্ভাবনায় রীতিমতো আতঙ্কিত। তাঁদের দাবি, এমনিতে আধার-লিঙ্ক, বুকিং ফেলিওর এবং জোগানের অভাবে তাঁরা নাজেহাল, তার ওপর সিলিন্ডারে গ্যাস কম থাকলে গ্রাহকরা গ্যাস চুরির অভিযোগ তুলবেন, যা পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলবে।

অবশ্য এই চরম সংকটের মুখেও কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্তিনা। যুদ্ধের জেরে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে জোগান ধাক্কা খাওয়ায় আর্জেন্তিনা ভারতে বিপুল পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ শুরু করেছে। তা সত্ত্বেও, সামনেই একাধিক রাজ্যে নির্বাচন। তার আগে রান্নার গ্যাসের মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকার যদি সত্যিই সিলিন্ডারের ওজন কমানোর বা বুকিংয়ের ওয়েটিং পিরিয়ড ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০ দিন করার মতো কোনও চরম সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা যে প্রবল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের ঝড় তুলবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আরজি করে ফের মৃত্যু

কলকাতা, ২৩ মার্চ : আরজি করে ফের এদিন আর এক রোগীর মৃত্যু। এবার ট্রমা কেয়ার সেন্টারে এক রোগীর মৃত্যুতে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে। স্ট্রেচার না পেয়ে শৌচালয়ে যেতে গিয়েই প্রাণ হারালেন বিশ্বজিৎ সামন্ত নামে এক প্রৌঢ়।

পরিবারের অভিযোগ, শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে আনা হয়েছিল বিশ্বজিৎবাবুকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি একটু সুস্থ বোধ করলে শৌচালয়ে যেতে চান। কিন্তু মেলেনি স্ট্রেচার। পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যু হয় সেখানেই। এদিকে, লিফট কাণ্ডে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরে রিপোর্ট জমা দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের সুপার নিজে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছেন।

প্রার্থীতে অসন্তোষের মধ্যে বঙ্গে নবীন

কলকাতা, ২৩ মার্চ : প্রার্থী বিক্ষোভের মধ্যেই রাজ্যে পা রাখতে চলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। মঙ্গলবার দু'দিনের সফরে সকাল ১০টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন নবীন। নবীনের এবারের সফরে প্রকাশ্য কোনও সভার কর্মসূচি নেই। মূলত নির্বাচনের আগে দল ও দলের শাখা সংগঠনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দফায় দফায় বৈঠক করবেন তিনি।

'২৬-এর ভোটে কলকাতা ও কলকাতা শহরতলির বেশ কিছু আসনকে জেতার পক্ষে অনুকূল বলে মনে করছে বিজেপি। উত্তর কলকাতায় কাশীপুর-বেলগাছিয়া, মানিকতলা, শ্যামপুকুর, জোড়াসাঁকো, দক্ষিণে ভবানীপুর, রাসবিহারী ও দমদমের মতো আসনে জেতার জন্যে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দল প্রার্থী করেছে শুভেন্দু অধিকারীকে। কলকাতায় শক্তি বাড়াতে এদিন চৌরঙ্গী এলাকার কংগ্রেস নেতা সন্তোষ পাঠককে দলে টেনেছে বিজেপি। কলকাতা ও কলকাতা মহানগরের দিকে বিজেপির এই বিশেষ নজরের প্রমাণ নবীনের কর্মসূচিতেও মিলেছে। মঙ্গলবার কলকাতায় এসে প্রথম যে বৈঠকটি করবেন তা কলকাতা জোনের সঙ্গে। এরপর দলের আইটি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়ার সঙ্গে নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত কৌশল নিয়ে বৈঠক করবেন নবীন। সাংগঠনিক নেত্রীত্বের সঙ্গে নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে বৈঠকের পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুরের মতো রাজ্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও সঙ্গেও আলাদাভাবে বৈঠক করবেন তিনি। বুধবার সকালে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার কথা আছে তাঁর। সেখান থেকে ফিরে রাজ্য বিজেপির নির্বাচন পরিচালন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। দলের মহিলা, যুব, তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসি মোর্চার নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক করার কথা আছে। প্রকাশ্য সভা না করলেও বুধবার দু'দিনের সমাপ্তি অধিবেশনে দলের নবদ্বীপ জোনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। বিধানসভা ভোটে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট সহ নদিয়া দক্ষিণের আসনগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির কাছে। কিন্তু এসআইআরএর-জেরে মতুয়া ভোটে এবার বিজেপির ধাক্কা লাগতে পারে। সেই আশঙ্কা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। নবদ্বীপ জোনের সঙ্গে বৈঠকে নবীন সে বিষয়ে কী বার্তা দেন সেটাই দেখার। এরই সঙ্গে প্রার্থী বদল নিয়ে রাজ্য জুড়ে যে ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছে তার মোকাবিলা করতে কৌশল বাতলে দিতে পারেন নবীন। রাজ্যে দু'দিনের সাংসগঠনিক বৈঠক সেরে তাঁর বুধবার পাটনা যাওয়ার কথা।

সাদা ঝোলা ও স্নিগ্ধ হাসি, আসরে বামেদের 'জিদ্দি গার্ল'

ভোট উৎসব

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মার্চ : কাঁধে সাদা ঝোলা, যেখানে ঠাঁই পেয়েছেন সলিল, ঋত্বিক আর সুকান্ত। পায়ে পায়ে বিধান মার্কেট থেকে তরুণ সেনগুপ্ত কলোনি কিংবা ঠাকুরপলি। মুখে এক চিলতে স্নিগ্ধ হাসি আর একটাই পরিচয়, 'আমি দীপ্সিতা, আপনাদেরই ঘরের মেয়ে।' বামেদের এক সময়ের অভেদ্য দুর্গ উত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রে এবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের বাজি দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর।

বালি থেকে বিরাটীর দূরত্ব মেরেকেটে ১৪ কিলোমিটার। অচেনা অলিগলি চিনিয়ে দিচ্ছেন স্থানীয় কমরেডরাই। কখনও আবাসন তো কখনও বাজার এলাকায় জনসংযোগ করতে করতে দীপ্সিতার সাফ কথা, 'স্রোতের বিপরীতে হেঁটে বদল আনাই লক্ষ্য।' প্রচারের মাঝেই জুটল এক ঝাঁক কচিকাঁচা। হাতে লাল ঝান্ডা নিয়ে তাদের স্লোগান, 'ভোট দিন লাল চিহ্নে'। আসলে ডোমজুড়ের তিনবারের বিধায়ক তথা দাপুটে বাম নেতা পদ্মনিধি ধরের নাতনি দীপ্সিতার বড় 'ইউএসপি' তাঁর শিশুসুলভ সারল্য।

শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী প্রধান এই কেন্দ্রের পরতে পরতে ইতিহাস। যেখানে একদা লর্ড ক্লাইভের বাস ছিল। ২০২৬ নির্বাচনে এবার এই কেন্দ্রই দেখবে 'হেভিওয়েট' বনাম 'নবীন'-এর দ্বৈরথ। যদিও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে প্রতিপক্ষ হিসেবে আমল দিতে নারাজ দীপ্সিতা। তাঁর চটজলদি জবাব, 'লড়াইটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, আদর্শের বিরুদ্ধে। উনি হেভিওয়েট হলে হেভি কাজ করতেন। আমি কোনও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না, মানুষের সাজেশন নিচ্ছি, সেটাই হবে আমার ম্যানুফেস্টো।' উন্নয়নের প্রসঙ্গে তাঁর গলায় ক্ষোভ, লাবণ্যবতী নদী আজ পরিত্যক্ত খাল। দীপ্সিতার দাবি, 'নোয়াই খালের জন্য মাস্টার প্ল্যান চাই। বন্ধ স্কুলগুলো খোলা দরকার। বামেরা জিতলে প্রতি বছর কাজের খতিয়ান দেবে।'

প্রচারের ফাঁকে খুদেদের সঙ্গে দীপ্সিতা ধর। -সংবাদচিত্র

আপাতত বিরাটীর ১৩, ঠাকুরপালিতেই 'অনির্দিষ্ট' ঠিকানা ৩২ বছরের দীপ্সিতার। ১ নম্বর মহাজাতি নগরের গলির মধ্যেই সবুজরঙা বাড়ি। একটি গোলাপ, পেন, জলের বোতল ও নিজের হাতে আঁকা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবি দীপ্সিতার হাতে তুলে দিলেন এলাকার আঁকার স্যর স্নেহাশিস সরকার। হাত দুটি ধরে বললেন, 'নারীরা কি সুরক্ষিত? খুব করে চাই আপনারা আসুন।' একটু এগোতেই ফুল হাতে অপেক্ষারত মহিলা তাঁকে বললেন, 'চাকরি চাই। ভাতার ভরসায় কতদিন?'

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন থেকে বিরামহীন মেঠো পথের রাজনীতি তাঁকে শেখাচ্ছে নিবিড় জনসংযোগই হারানো ভোটব্যাংক ফেরানোর একমাত্র দাওয়াই। তাই মন্দির-মসজিদ থেকে পাঠশালা, সর্বত্রই তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা। গঙ্গার ওপার থেকে আসা ৩২-এর দীপ্সিতার কাছে উত্তর দমদমের ঘরের মেয়ে হয়ে ওঠাই আসল উদ্দেশ্য।

তবে প্রচারের ব্যস্ততার মধ্যেও শরীর ফিট রাখতে ভরসা ডাবের জল আর দইয়ের ঘোল। মেনুতে থাকছে ভাত, ডাল, ডিম কিংবা মুরগির মাংস। 'জিদ্দি গার্ল' ওয়েব সিরিজের অভিনেত্রী দীপ্সিতার প্রচারের ফাঁকে বারবার ফিরে আসছে দাদুর স্মৃতি। তাঁর কথায়, 'এলাকার মানুষ যেভাবে দাদুর গল্প বলছেন, ভাবতেই পারিনি উনি কতটা কানেকটেড ছিলেন সবার সঙ্গে।'

মাধ্যমিকে ৭০০ না পেয়ে মন খারাপ করা সেই মেয়েটির নেশা ছিল নাচ আর ঘুম। কিন্তু এখন ঘুমের সময় কোথায়? দু'বেলা রোদে পোড়া প্রচার, বড়দের আশীর্বাদ আর ছোটদের খুনশুটিই এখন দীপ্সিতার 'ডোপামিন'।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ চৈত্র ১৪৩২

চাপে ভবানীপুর

এত নজর দিতে হয়নি কখনও। এবার ভোট ঘোষণার আগে থেকে বিশেষ সতর্কতা যেন। কাউন্সিলার, সাংগঠনিক পদাধিকারী, তারও আগে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) প্রমুখকে নিয়ে বৈঠক করেছেন খোদ তৃণমূল নেত্রী। ভোট ঘোষণার পর মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসঙ্গে কর্মীসভা বুঝিয়ে দিচ্ছে ভবানীপুর নিয়ে শাসকদলের উদ্বেগ কতটা। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ থাকার জো নেই।

চিন্তার বড় কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম শুভেন্দু অধিকারী। যাঁর ঝুলিতে ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রীকে হারানোর রেকর্ড আছে। হতে পারে, ভোটের সেই ফলাফল নিয়ে তৃণমূলের অনেক অভিযোগ আছে, সাধারণ মানুষের সংশয় আছে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৃণমূল জমানায় মুখ্যমন্ত্রীকে হারানোর অসম্ভবকে নন্দীগ্রামে সম্ভব করে দেখিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। সেকারণে ভবানীপুরে শুভেন্দু ভীতির প্রবল চাপ রয়েছে মমতার ওপর।

সেই চাপটা মমতা ও অভিষেকের কথাবার্তায় প্রতিফলিত হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ভোট প্রচারটা বাস্তবে ভবানীপুর থেকে শুরু হল। দল যে কর্মসূচি প্রকাশ করেছে, তাতে পরিষ্কার যে, এরপর থেকে দুই শীর্ষ নেতা আলাদা আলাদাভাবে প্রচার করতে বাংলা চষে বেড়াবেন। অন্যান্যবার মমতা সবশেষে নজর দেন ভবানীপুরে। এবার ভবানীপুর থেকেই শুরু।

এমন নয় যে, ভবানীপুর হাতছাড়া হওয়া সম্পর্কে ভোট বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত। বরং নন্দীগ্রামে জিতলেও শুভেন্দুর ভবানীপুর দখল সম্পর্কে আমজনতার সংশয় আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকম কোনও জোরালো ইঙ্গিত নেই। তা সত্ত্বেও তৃণমূল ভবানীপুরের লড়াইটা আর আলাদাভাবে নিতে পারছে না। যে পাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর আকৈশোর বসবাস, সেখানেও বিশেষ সতর্ক থাকতে হচ্ছে।

অভিষেক এমনকি জয়ের ব্যবধান পর্যন্ত ঠিক করে দিলেন ভবানীপুর দেখভালে নিযুক্ত দলের নেতা-কর্মীদের। নন্দীগ্রামে হারার পর উপনির্বাচনে প্রায় ৫৯ হাজার ভোটে ভবানীপুরে জিতেছিলেন মমতা। উপনির্বাচনের ফলাফল শাসকদলের অনুকূলে যাওয়াই দস্তুর। একুশের নির্বাচন ধরলে কিন্তু ভবানীপুরে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কম। ওই আসনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জিতেছিলেন ৩০ হাজার ভোটে।

তারও আগে মমতা ২০১৬-র নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন ২৫ হাজার ভোটে। অর্থাৎ ভবানীপুর এমন একটি কেন্দ্র, যেখানে রেকর্ড ভোটে জেতার রেকর্ড সাম্প্রতিক সময়ে ছিল না। ঘাড়ের ওপর শুভেন্দু চেপে বসায় তাই অভিষেককে মান বজায় রাখতে কলকাতার সব কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ভবানীপুরকে ফার্স্ট বয় করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দিতে হল। তাঁর নির্দেশ, ব্যবধান যেন অবশ্যই ৬০ হাজারে তুলে দেওয়া হয়।

বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ভবানীপুরে কর্মরত দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপরেও নজর রাখা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হল। ঘটা করে এখন বলতে হচ্ছে, ভবানীপুরে মমতা সারাবছরই থাকেন। দলের নেতা-কর্মীদের শিথিলতা, নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কেও উল্লেখ করতে হল অভিষেককে। অহীন্দ্র মঞ্চে ভবানীপুরের সর্বশেষ কর্মীসভায় এমনকি মমতাও কাউন্সিলারদের নরম সুরে হলেও আত্মসমালোচনা করেছেন।

ইতিমধ্যে ভবানীপুরের জন্য তৃণমূলের আলাদা স্লোগান ঠিক করতে হয়েছে- বাংলার উন্নয়ন ঘরে ঘরে, ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে। মমতাকে অহীন্দ্র মঞ্চের বৈঠকে নন্দীগ্রামের মতো লোডশেডিং করে দেওয়া হতে পারে বলে জুজু দেখাতে শোনা গিয়েছে। মমতার জন্য ভবানীপুর নিয়ে এরকম চাপ আগে কখনও নিতে হয়নি। শুভেন্দু জিতুন-হারুন, তাঁর উপস্থিতিটা যে উদ্বেগের, তা আর চাপা নেই।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মকুমারী

যুদ্ধের সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে এআই

তথ্যযুদ্ধ থেকে সরাসরি রণাঙ্গন, আধুনিক রণকৌশলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

অতনু বিশ্বাস

-এআই

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সমাজমাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এক ছবি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছবিতে দেখা যায়, বোমার আঘাতে নিহত ইরানের স্কুল ছাত্রীদের জন্য সারিবদ্ধভাবে কবর খোঁড়া হচ্ছে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য বিশ্বজুড়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন টুল 'জেমিনাই'-কে প্রশ্ন করা হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি তথ্য সামনে আসে। জেমিনাইয়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এটি আদতে ২০২৩ সালে তুরস্কে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর গণকবর খোঁড়ার একটি পুরোনো ছবি। তবে জেমিনাইয়ের দেওয়া এই তথ্যটিই বা কতটা নির্ভুল, তা নিয়েও সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। বর্তমান যুগে যুদ্ধের আবহে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি এমন অজস্র ছবি বা ভিডিও প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সামরিক আক্রমণ, ধ্বংসলীলা বা মৃতদেহের এই ধরনের ভুয়ো ছবি জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। এমনকি, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জীবিত আছেন কি না, সেই তীব্র জল্পনার মধ্যেই তাঁর একটি ভিডিও সামনে আসে। সেখানে তাঁর হাতের ছ'টি আঙুল এবং কফির কাপের অভিকর্ষ-বিরোধী ভারসাম্য দেখে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন যে, সেটি সম্পূর্ণভাবে এআই দ্বারা নির্মিত একটি 'ডিপফেক' ভিডিও।

বাস্তবতা হল, আধুনিক যুদ্ধ কেবল আর রণাঙ্গনে গোলাগুলির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যুদ্ধ এখন সমানতালে চলছে ঘরে এবং বাইরে। মানুষের মনে নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করা এবং ভাবমূর্তি নির্মাণ বা ভাঙার এই নিরন্তর স্নায়ুযুদ্ধ এখন প্রকৃত যুদ্ধের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের ময়দানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে আপন ক্ষমতাবলে এক অপ্রতিরোধ্য জায়গা করে নিয়েছে, সেকথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে বিষয়টি শুধুমাত্র ভুয়ো খবর বা ছবি তৈরির মধ্যেই আটকে নেই। মানবজীবনের অন্য পাঁচটা ক্ষেত্রের মতোই এআই এখন পুরোদস্তুর ঢুকে পড়েছে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ময়দানেও। আধুনিক সামরিক ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ থেকে শুরু করে সামরিক স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণ, শত্রুপক্ষের লক্ষ্যবস্তু স্থির করা এবং অস্ত্রশস্ত্রের নিখুঁত প্রয়োগ— সব ক্ষেত্রেই এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রবল আধিপত্য। গত ৭ মার্চ প্রখ্যাত মার্কিন পত্রিকা 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের সাম্প্রতিক হামলা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে এক যুগান্তকারী প্রযুক্তির ব্যবহার। নিবন্ধটির ভাষায়, 'এই মাত্রায় আগে কখনও ব্যবহার করা হয়নি এমন একটি অত্যাধুনিক অস্ত্র হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।'

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নেওয়ার বিষয়টি একেবারে নতুন নয়। আন্তর্জাতিক মহল ২০১২ সাল থেকেই আধুনিক যুদ্ধে এআই-এর প্রভাব এবং সম্ভাবনার দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করেছিল। তা সত্ত্বেও, বর্তমান ইরান সংঘাতকে সামরিক বিশেষজ্ঞরা 'প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। এর মূল কারণ হল, এই সংঘাত আধুনিক যুদ্ধনীতির সমস্ত পুরোনো নিয়মকানুন নতুন করে লিখছে। যুদ্ধে দ্রুততম সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সামরিক অর্থনীতির সমীকরণ বদলে দেওয়া এবং ডেটা সেন্টারের মতো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পরিকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করার ক্ষেত্রে এআই-এর এই ব্যাপক প্রয়োগ আগে কখনও দেখা যায়নি। এটি এমন এক নতুন যুগের সূচনা করছে, যেখানে আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে মানুষের 'চিন্তার গতির' চেয়েও দ্রুত।

যুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তর গবেষণা চলছে। সাধারণ মানুষের মনে যুদ্ধে এআই-এর ব্যবহার বলতে সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্রে দেখা বিধ্বংসী ঘাতক রোবটের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু বাস্তবের চিত্রটা কিছুটা আলাদা। বর্তমানে যুদ্ধে এআই-এর সবচেয়ে বড় এবং কার্যকর ব্যবহার প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও নেপথ্যের কাজগুলিতে বেশি হচ্ছে। অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং শ্রম-নিবিড় কাজ, যেমন— সামরিক গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ, নিখুঁত মিশন পরিকল্পনা এবং রসদ সরবরাহের মতো ক্ষেত্রগুলিতে এআই এমন এক অভাবনীয় গতি এনেছে, যা এক দশক আগেও অকল্পনীয় ছিল। মার্কিন সামরিক বাহিনী এখন চ্যাটজিপিটি-র মতো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল-ভিত্তিক (এলএলএম) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে, যার সাহায্যে মুহূর্তে হাজার হাজার ছবি প্রক্রিয়াকরণ করে কৌশলগত উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে।

কিছুদিন আগেই মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ একটি 'এআই-ফার্স্ট' বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। তথ্য অনুযায়ী, ইরান ও ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযানের সময় মার্কিন সামরিক বাহিনী রিয়েল-টাইম টার্গেটিং বা তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ্যবস্তু স্থির করার জন্য প্যালান্টিয়ারের 'ম্যাভেন' সিস্টেমের সঙ্গে অ্যানথ্রোপিকের 'ক্লড' এআই টুলের যুগলবন্দি ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিককালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেও রিয়েল-টাইম স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এআই এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রসঙ্গে 'জর্জটাউন জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স'-এ প্রকাশিত ২০২৪ সালের একটি গবেষণাপত্রে গবেষক ক্রিস্টিয়ান হাম্বল একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, পারমাণবিক অস্ত্রের চিরাচরিত ব্যবহারের জায়গাটি ক্রমশ দখল করে নিচ্ছে এই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা। গবেষণাপত্রটিতে আরও বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের প্রবল গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং এর জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি করতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে।

এই প্রযুক্তিকে ঘিরে কর্পোরেট এবং সরকারি স্তরে টানাপোড়েনও কম নয়। ইরান আক্রমণের ঠিক আগেই মার্কিন সরকার এআই কোম্পানি 'অ্যানথ্রোপিক'-কে তালিকাচ্যুত করার হুমকি দিয়েছিল। কারণ, কোম্পানিটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত মারণাস্ত্র তৈরি বা মার্কিন নাগরিকদের ওপর নজরদারির কাজে তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। এই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হওয়ার পর, প্রতিযোগী কোম্পানি চ্যাটজিপিটি-র নির্মাতা 'ওপেনএআই' পেন্টাগনের সঙ্গে দ্রুত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ফেলে। তা সত্ত্বেও শোনা যায়, মার্কিন সামরিক বাহিনী এখনও তাদের ধারাবাহিক হামলায় অ্যানথ্রোপিকের এআই মডেল ব্যবহার করছে, কারণ এটি 'কিল চেন' বা হত্যার শৃঙ্খলকে উল্লেখযোগ্যভাবে সংক্ষিপ্ত করে। এই পরিভাষাটি লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ থেকে শুরু করে আইনি অনুমোদন গ্রহণ এবং চূড়ান্ত আক্রমণ কার্যকর করা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়াকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ধরনের জটিল হামলার পরিকল্পনা করলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যাকে সামরিক পরিভাষায় 'ডিসিশন কম্প্রেশন' বলা হয়। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, অদূরভবিষ্যতে সামরিক আধিকারিকরা হয়তো এআই প্রযুক্তির তৈরি করা স্বয়ংক্রিয় হামলার পরিকল্পনাগুলিকে কোনওরূপ বিচারবিশ্লেষণ ছাড়াই সরাসরি অনুমোদন দিয়ে দেবেন। অর্থাৎ, লক্ষ্য স্থির করা থেকে শুরু করে বোমাবর্ষণ— সবই করবে যন্ত্র। ব্রিটেনের নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির সামরিক লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ক্রেইগ জোন্স-এর মতে, এআই-যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এর ব্যবহার স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনেতাদের বর্তমান ব্যর্থতা এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, এআই-যুদ্ধের এক ভয়ংকর বিস্তার একেবারে আসন্ন।

স্বাভাবিকভাবেই, এআই ব্যবহারের নৈতিক দিকটি এখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ওপেনএআই তাদের নীতিমালায় বদল এনে সামরিক কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। গুগলও তাদের প্রযুক্তিকে যুদ্ধকাজে ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে। অন্যদিকে, অ্যানথ্রোপিকের সিইও ডারিও আমোডি আগে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, স্বৈরাচারী দেশগুলির ওপর সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে আমেরিকার উচিত এআই প্রযুক্তিকে পুরোদমে ব্যবহার করা।

তবে, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নিখুঁত এআই মডেল তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ নির্ভুল 'ট্রেনিং ডেটা'। এই ডেটাই হল এআই-এর প্রাণভোমরা। যুদ্ধক্ষেত্রের উপলব্ধ তথ্যের বেশিরভাগই অস্পষ্ট, পুরোনো বা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকে। ফলে সেই ডেটা দিয়ে তৈরি এআই মডেল যে তথ্য দেয় তা কতটা নির্ভুল তা নিয়ে সব সময়ই সংশয় থেকে যায়। বিশেষজ্ঞ ক্রেইগ জোন্স স্পষ্ট জানিয়েছেন, এমন কোনও প্রমাণ নেই যে এআই সাধারণ মানুষের মৃত্যু বা ভুল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়; বরং বাস্তবে এর বিপরীতটাই ঘটার সম্ভাবনা প্রবল।

সব মিলিয়ে, কোনও প্রকার মানবিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাণঘাতী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার বিষয়টি বর্তমানে এক চরম বিতর্কের বিষয়। গত ১০ মার্চ শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এ প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়র শিরোনামে তাই স্পষ্ট আহ্বান জানানো হয়েছে— 'আইনগত ঐকমত্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত যুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বন্ধ করুন।' তা সত্ত্বেও, মানবজাতি আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সত্যিকারের যুদ্ধ ক্রমশ কল্পবিজ্ঞানের রূপ নিচ্ছে। এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা, যন্ত্রের নির্লিপ্তি এবং ভুলের প্রবল সম্ভাবনা মানবজাতির জন্য এক অশনিসংকেত বহন করে আনলেও, এ কথা আজ ধ্রুবসত্য যে, যুদ্ধ আটকানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনই যুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ আটকানোও কার্যত অসম্ভব।

(লেখক আইএসআই - কলকাতা'র রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আধুনিক যুগে যুদ্ধ শুধুমাত্র অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে তথ্যপ্রযুক্তির অগাধ জগতেও। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে একদিকে যেমন নিখুঁতভাবে সামরিক লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হচ্ছে, তেমনই তৈরি করা হচ্ছে অসংখ্য ভুয়ো ছবি। উন্নত দেশগুলি নিজেদের সামরিক বাহিনীতে এই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়াচ্ছে। তবে যুদ্ধে এর নৈতিক প্রয়োগ নিয়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ

১৯৭৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ইমরান হাসমি।

২০২২

অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

সাহস থাকলে সমানে সমানে খেলো/ প্রতিপক্ষকে সাম্যের দান দাও/ যদি ভেবে থাকো, তাহলে ভেবেছ ভুল/ নাম মুছে গেলে মুছব না আমরাও। কী হবে আমার অধিকার কেড়ে নিলে?/ ছাই করে দিলে আমার কণ্ঠস্বর/চেনা কৌশলে, যুদ্ধের ঠিক আগে/ সৈন্য বদলি, একঘর, চারঘর...'

- শ্রীজাত

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের কল্যাণ স্টেশনের কাছে রেলের হাইভোল্টেজ খুঁটিতে এক ব্যক্তি উঠে পড়ায় ব্যাপক হইচই। রেলপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়। একাধিক ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। পরে ওই ব্যক্তিকে নামানো হয়।

ভাইরাল/২

রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান এক সিআইএসএফ জওয়ান। তাঁকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পথচারীরা। ডিউটিতে থাকা বিহারের ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে সিপিআর দেন। কয়েক মিনিটের চেষ্টায় ওই জওয়ানের জ্ঞান ফেরে।

জনমন
জনমত

ন্যায় যেন ক্ষমতার দাস না হয়

দেড় বছর আগে আরজি কর মেডিকেল কলেজে ঘটে যাওয়া সেই নৃশংস ঘটনা – বিচার পাওয়ার জন্য তাঁর মা ভোটে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন। আর সেই প্রেক্ষিতেই তিনি বলেছেন, 'বিচার পেতে হলে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে হবে। নয়তো ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে হবে' - এই কথাটি শুধু একজন মায়ের হতাশা নয়, আজকের সমাজের বহু মানুষের অন্দরমহলের এক তীব্র প্রশ্ন।

যদি সত্যিই এমন হয় যে কোনও অন্যায়ের বিচার পেতে গেলে রাজনৈতিক আশ্রয় দরকার, কোনও দলের ছায়া দরকার অথবা নিজেকে ক্ষমতার বলয়ে নিয়ে যেতে হয়- তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থান কোথায়? যে মানুষ দিন আনে দিন খায়, যাঁর কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই, যাঁর পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনও শক্তিশালী হাত নেই- তিনি কি তাহলে ন্যায়ের আশা ছেড়ে দেবেন?

সংবিধান, আইন, প্রশাসন- এই সব কিছুর প্রধান ভিত্তি তো একটাই, সকলের জন্য সমান বিচার। কিন্তু যদি বাস্তবে বিচার পাওয়ার শর্ত হয়ে দাঁড়ায় 'ক্ষমতার নিকটতা', তাহলে সেই ভিত্তিই কি প্রশ্নের মুখে পড়ে না? তখন মানুষ কীসের ওপর ভরসা রাখবেন— আইনের ওপর, নাকি ক্ষমতার ওপর?

এই প্রশ্নগুলো ভয়ংকর। কারণ এগুলো শুধু একটি ঘটনা নয়, সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। যদি মানুষ বিশ্বাস হারাতে শুরু করে যে আইন তাকে রক্ষা করবে, তাহলে সমাজ ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খলার দিকে এগোতে বাধ্য। তখন ন্যায় আর অধিকার নয়, শক্তিই হয়ে ওঠে শেষ কথা। তবুও সম্পূর্ণ অন্ধকারও নয়। আজও বহু মানুষ বিচার পান, অনেক ক্ষেত্রেই আইন নিজের কাজ করে। কিন্তু সমস্যা তখনই যখন সেই বিচার পেতে সময় লাগে, লড়াই লাগে, আর অনেকের ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

তাই প্রশ্নটা শুধু 'ক্ষমতা'-র নয়, প্রশ্ন হল, ন্যায় কি সবার জন্য সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে? একজন সাধারণ মানুষ কি নির্ভয়ে বলতে পারেন আমি বিচার পাব? যদি উত্তরটা স্পষ্ট না হয় তাহলে সমাজের প্রতিটি মানুষেরই ভাবা উচিত- আমরা কেমন সমাজে বাস করছি? আমরা কি এমন একটা ভবিষ্যৎ চাই, যেখানে বিচার পাওয়ার জন্য মানুষকে আগে ক্ষমতাশালী হতে হবে?

ন্যায় যেন ক্ষমতার দাস না হয়, ন্যায় যেন থাকে মানুষের অধিকার হিসেবেই।

অলোকা রায়, ধনতলা, ক্রান্তি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

যক্ষ্মা জয়ে নিক্ষয় মিত্র, এক অটুট বন্ধুত্ব

যক্ষ্মা নিরাময়ে পুষ্টি সহায়তায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণই রোগ প্রতিরোধের প্রধান শক্তি হয়ে উঠছে।

সুনীতা দত্ত

-এআই

'স্বাস্থ্যই সম্পদ'— এই আপ্তবাক্য যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে প্রচলিত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে আমরা নিরন্তর ছুটে চলেছি। কিন্তু প্রকৃত সুস্থতার অধিকারী হতে গেলে শুধু নিজের নয়, চারপাশের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। সকলে সুস্থ থাকলেই একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রতি বছর ২৪ মার্চ পালিত হয় 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস'। এই দিনটির মূল লক্ষ্যই হল যক্ষ্মা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো।

পরিসংখ্যান বলছে, আমাদের দেশে প্রতি ১১ সেকেন্ডে একজন যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু হয়। এই ভয়াবহতা রুখতে ভারত সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ যক্ষ্মামুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যপূরণের কাজ বর্তমানে পুরোদমে চলছে। আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া যক্ষ্মারোগীদের পর্যাপ্ত পুষ্টি অত্যন্ত জরুরি। কারণ, সঠিক পুষ্টি ছাড়া এই মারণরোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া কঠিন। বিষয়টি মাথায় রেখেই সরকার 'নিক্ষয় পোষণ যোজনা' চালু করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রত্যেক যক্ষ্মারোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারেন।

কিন্তু সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এত বড় লড়াইয়ে জয়লাভ করা কার্যত অসম্ভব। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা সুনিশ্চিত করতে এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী রোগীদের পুষ্টির মাত্রা বাড়াতে ২০২২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর চালু হয় 'নিক্ষয় মিত্র' প্রকল্প। এর মূল উদ্দেশ্য হল যক্ষ্মারোগীদের দত্তক নেওয়া এবং তাঁদের পুষ্টির দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা। এই অভিনব উদ্যোগটি আজ সমাজের বুকে এক অটুট বন্ধুত্বের অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

নিক্ষয় মিত্র হওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ। সমাজের যে কোনও শ্রেণির মানুষ, ছাত্রছাত্রী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে রোগীদের পাশে দাঁড়াতে পারে। এখানে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই যে কেবল স্বাস্থ্যকর্মী বা সরকারি কর্মচারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। যে কেউ স্বেচ্ছায় এক বা একাধিক রোগীর দায়িত্ব নিতে পারেন। সাধারণত যক্ষ্মা রোগীদের একটানা ছয় মাস বা তার বেশি সময় ধরে নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। দীর্ঘ এই চিকিৎসাকালে নিক্ষয় মিত্ররা রোগীদের প্রতি মাসে কমপক্ষে ৫০০ টাকার সমমূল্যের পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের ফলে অবহেলিত মানুষগুলো বুঝতে পারেন, গোটা সমাজ তাঁদের পাশেই রয়েছে।

চিকিৎসা চলাকালীন একজন রোগীর মানসিক জোর বাড়ানো এবং পর্যাপ্ত পুষ্টির জোগান সুনিশ্চিত করাই নিক্ষয় মিত্রদের প্রধান কাজ। অত্যন্ত সাধুবাদ জানানোর মতো বিষয় যে, ইতিমধ্যেই প্রায় ৪৭ হাজার মানুষ নিক্ষয় মিত্র হিসেবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাঁরা পরম মমতায় যক্ষ্মা রোগীদের দত্তক নিয়ে ওষুধ চলাকালীন তাঁদের খাদ্যের ব্যবস্থা করছেন এবং অন্ধকার জীবনে আশার আলো দেখাচ্ছেন।

স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নিরলস লড়াইয়ে আজ সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান এক অভূতপূর্ব মাইলফলক। সামাজিকতার এই সুন্দর ঘেরাটোপে ক্ষয়রোগকে জয় করার সম্মিলিত প্রয়াসই ভারতকে যক্ষ্মামুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, 'নিক্ষয় মিত্র' শুধু একটি সরকারি প্রকল্প নয়, এটি বন্ধুত্বের এক গভীর পরশ, যা রোগজর্জর প্রতিকূলতার মাঝেও মানবিকতাকে সযত্নে রক্ষা করে।

(লেখক স্বাস্থ্যকর্মী। গয়েরকাটার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০১

পাশাপাশি : ১। আইনসভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৩। বাচনিক বা মৌখিক ৫। গোলমালের অনুকার ধ্বনি ৬। পাঞ্জাবের সিন্ধুনদের শাখাবিশেষ ৭। স্বজন, আত্মীয় বা বন্ধু ৯। সাধারণ মানুষ ১২। ঝগড়া, বিবাদ, কলা গাছ ১৩। বৃন্দাবনের বনবিশেষ, মথুরার বনবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। সমূহ বিনাশ, ঘোর অনিষ্ট, ভীষণ বিপদ ২। কখনও, কখনই ৩। বরিশালে উৎপন্ন সরুধানের চালবিশেষ, বড় নৌকাবিশেষ ৪। খাতির, সম্মান, আদরযত্ন ৫। নাগমাতা, কশ্যপমুনির পত্নী ৭। তির, শর, দৈত্য রাজবিশেষ, তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ ৮। বিবাহিত তরুণী, বউ ৯। শিয়াল-এর আরেক নাম ১০। সাবধান, সতর্ক হও, সংবরণ ১১। প্রকার, ধরন, রীতি, হাবভাব।

সমাধান ■ ৪৪০০

পাশাপাশি : ১। মানক ৪। দরাজ ৫। তামা ৭। ইয়ার ৮। বিলকুল ৯। মসনদ ১১। বাতাসা ১৩। কাগ ১৪। সফেদ ১৫। লগুড়।

উপর-নীচ : ১। মাধাই ২। কদর ৩। আজগুবি ৬। মাইল ৯। মল্লিকা ১০। দশাসই ১১। বাদল ১২। সাবাড়।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হরমুজ-ত্রাসে নরম ওয়াশিংটন

তেহরানে বোমাবর্ষণ তেল আভিভের

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৩ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় চলা ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ এক অভাবনীয় মোড় নিল। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, দু'দিন ধরে তেহরানের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের 'গভীর ও গঠনমূলক' আলোচনার পর তিনি ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও জ্বালানি পরিকাঠামোয় হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত আগামী পাঁচদিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাম্পের ঘোষণাকে ইরানের পক্ষ থেকে আমেরিকার 'পিছু হঠা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প লিখেছেন, 'গত দু-দিন ধরে আমেরিকার সঙ্গে ইরানের খুব ভালো ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে দু-দেশের শত্রুতা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে নিরসনের লক্ষ্যেই এই আলোচনা চলছে।' ট্রাম্প জানিয়েছেন, আলোচনার 'সুর ও মেজাজ' ইতিবাচক হওয়ায় তিনি তাঁর যুদ্ধ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপাতত আগামী পাঁচদিন ইরানের কোনও বিদ্যুৎকেন্দ্র বা জ্বালানি পরিকাঠামোয় সামরিক অভিযান না চালাতে। তবে এই স্থগিতাদেশ চলমান আলোচনার সাফল্যের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। এর আগে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী না খুললে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি 'গুঁড়িয়ে' দেওয়া হবে। সোমবার সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে নমনীয় অবস্থান নিলেন তিনি।

তবে ট্রাম্পের পদক্ষেপকে ভিন্নভাবে দেখছে তেহরান। আফগানিস্তানে অবস্থিত ইরানি দূতাবাস একটি বার্তায় দাবি করেছে, 'তেহরান যখন স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিল যে তাদের জ্বালানি পরিকাঠামো আক্রান্ত হলে তারা গোটা মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটি এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বিদ্যুৎ ও জল পরিশোধন কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে দেবে, তখনই ট্রাম্প ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছেন।' তেহরান আরও জানিয়েছে, ইরান তার জাতীয় পরিকাঠামো রক্ষায় বিন্দুমাত্র আপস করবে না। আমেরিকার যে কোনও আগ্রাসনের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত তাদের বাহিনী। ইরানের প্রতিরক্ষা কাউন্সিল স্পষ্ট করেছে, প্রয়োজনে গোটা পারস্য উপসাগর জুড়ে এমন শক্তিশালী মাইন বিছানো হবে যা সরাতে শত শত মাইনসুইপার জাহাজও ব্যর্থ হবে।

মিসাইলের হানায় তছনছ বহুতল। সোমবার তেহরানে।

> গত দু-দিন ধরে আমেরিকার সঙ্গে ইরানের খুব ভালো ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে দু-দেশের শত্রুতা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে নিরসনের লক্ষ্যেই এই আলোচনা চলছে।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রনাট্যে এত সহজে যবনিকাপতন হওয়ার নয়। ট্রাম্প যখন পাঁচদিনের জন্য হামলা স্থগিত রেখে বিশ্বকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই সমস্ত সমীকরণ উলটে দিয়ে খোদ তেহরানের বুকে পরপর বিধ্বংসী হামলা চালাল ইজরায়েলি সেনা। তেল আভিভের এই আগ্রাসী পদক্ষেপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আমেরিকার বার্তার তোয়াক্কা না করেই সংঘাতের আগুনে ঘি ঢালতে প্রস্তুত বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের এই আচমকা প্রত্যাঘাতে ট্রাম্পের সদর্থক আলোচনার দাবি কার্যত প্রহসনে পরিণত হল, আর বিশ্ব অর্থনীতির কপালে ফের ফিরে এল গভীর চিন্তার ভাঁজ।

যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীর ওপর কার্যত একাধিপত্য কায়েম করেছে ইরান। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সংঘাতের সুযোগ নিয়ে তেহরান প্রতিটি বাণিজ্য জাহাজ পার করানোর বিনিময়ে 'ট্রানজিট ফি' হিসেবে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৯ কোটি টাকা) আদায় করছে। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্য আলাদিন বোরোজের্দি বলেন, 'যুদ্ধের খরচ অনেক, তাই জাহাজ চলাচলের বিনিময়ে অর্থ নেওয়া সংগত।' যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর দাবি করেছেন, দিল্লির সঙ্গে তেহরানের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই ভারতীয় জাহাজ চলাচলে ছাড় মিলেছে এবং এর জন্য কোনও বিশেষ আর্থিক লেনদেন হয়নি। তবে ইরানের অন্দরে বোরোজের্দির এই মন্তব্য নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার প্রধান ফাতিহ বিরল সতর্ক করেছেন, বর্তমান সংকট ১৯৭০-এর দশকের তেল সংকটের চেয়ে ভয়াবহ। যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক লাফে ১১১ ডলার ছাড়িয়ে ১২০ ডলারের দিকে ছুটছে। যদিও ট্রাম্পের ঘোষণার পর তেলের দামে কিছুটা পতনের ইঙ্গিত মিলেছে। যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ইরানে দেড় হাজার এবং লেবাননে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বীর হনুমানের সাজে খুদেরা। সোমবার পাটনায়।

হিমঘর ধসে মৃত ৪ শ্রমিক

প্রয়াগরাজ, ২৩ মার্চ : উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে ফাফামও এলাকায় একটি হিমঘর ধসে পড়ে অন্তত ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের।

ভবনটি ধসে পড়ার পরই সেখান থেকে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক হতে শুরু করলে এলাকায় আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগীও মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

রোদ থেকে বাঁচতে ওড়নাই ভরসা। সোমবার প্রয়াগরাজে।

বায়ুসেনায় পাক চর

জয়পুর, ২৩ মার্চ : দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্য ওপার বাংলায় পাচারের অভিযোগে রাজস্থান থেকে গ্রেপ্তার হলেন বায়ুসেনার এক অসামরিক কর্মী। ধৃত সুমিত কুমার অসমের ছাবুয়া বিমানঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ, মোটা টাকার বিনিময়ে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে সেনার গোপন খবর পৌঁছে দিতেন তিনি। নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে পাকিস্তানি চরের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার মতো অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। রাজস্থান ও এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্সের যৌথ অভিযানে ধরা পড়া এই 'ঘরের শত্রু'র এখন ঠিকানা শ্রীঘর।

কাশ্মীরে হানা এনআইএ'র

শ্রীনগর, ২৩ মার্চ : ১০ নভেম্বর লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের শিকড় খুঁজতে এবার ভূস্বর্গে হানা দিল এনআইএ। সোমবার শ্রীনগর, কুলগাম, কুপওয়ারা ও বারামুলাসহ মোট নয়টি জায়গায় একযোগে সাঁড়াশি অভিযান চালান তদন্তকারীরা। দিল্লি বিস্ফোরণে ১৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া ওই নাশকতার ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১১ জন ধরা পড়েছে। এবার ডিজিটাল ডিভাইস ও গোপন নথি উদ্ধারের মাধ্যমে মূল চক্রীদের জালে পুরতে মরিয়া জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে বিজেপির সিল!

তিরুবনন্তপুরম ও দিল্লি, ২৩ মার্চ : ভোটের বাদ্যি বাজার মুখেই দেশজুড়ে তীব্র বিতর্ক! খোদ ভারতের নির্বাচন কমিশনের সরকারি চিঠিতে জ্বলজ্বল করছে বিজেপির কেরল শাখার সিলমোহর। সোমবার এই তথ্য সামনে আসতেই দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বাম-কংগ্রেস, দুই শিবিরেরই তীক্ষ্ণ আক্রমণ, 'কমিশন আর বিজেপি কি এখন একই অফিস থেকে চলে?' পরিস্থিতি সামাল দিতে কমিশনের সাফাই, এটি নেহাতই একটি 'কেরানিগত ভুল'।

কেরল সিপিএম-এর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে। ২০১৯ সালের প্রার্থীদের অপরাধমূলক রেকর্ড সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা রাজনৈতিক দলগুলিকে নতুন করে পাঠিয়েছিল কমিশন। দেখা যায়, সেই সরকারি নথির এক কোণে নির্বাচন কমিশনের সিলের বদলে রয়েছে 'বিজেপি কেরালা স্টেট কমিটি'-র রাবার স্ট্যাম্প। সিপিএম-এর প্রশ্ন,'সব লোকদেখানো নিরপেক্ষতা কি তবে ধুয়ে মুছে গেল? অন্তত আলাদা আলাদা ডেস্কে বসে কাজ করার সৌজন্যটুকু তো বজায় রাখুন!'

কংগ্রেসের তোপ, 'আপনারা কি বিজেপির অফিস থেকে কাজ করছেন? নাকি বিজেপির লেটারহেডে আপনাদের লোগো বসানো হয়েছে? কীভাবে কমিশনের ফাইলে বিজেপির সিল এল, তার জবাব চাই।' সমাজমাধ্যমে বিদ্রুপের ঝড় তুলে বিরোধীরা বলছেন, ইভিএম-এর বোতাম টিপলে যেমন পদ্ম ফোটে বলে অভিযোগ ওঠে, এবার কি তবে কমিশনের নথিতেও পদ্ম ফুটে উঠল?

> **'কেরল-কাণ্ডে' শোরগোল তুঙ্গে**
>
>
>
> ■ কমিশনের সরকারি নথিতে বিজেপির সিলমোহর
>
> ■ বিরোধীদের অভিযোগ, কমিশন ও বিজেপি এখন 'একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ'
>
> ■ কমিশনের দাবি, ফোটোকপি করার সময় অসাবধানতাবশত এই বিপত্তি

বিতর্ক শুরু হতেই তড়িঘড়ি ময়দানে নামে কেরলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। তাদের দাবি, ২০১৯ সালের একটি নির্দেশিকা নিয়ে স্পষ্টীকরণ চেয়েছিল কেরল বিজেপি। সেই আবেদনের সঙ্গে তারা নির্দেশিকার একটি ফটোকপি জমা দিয়েছিল, যাতে বিজেপির নিজস্ব সিল মারা ছিল। কমিশনের কর্মীরা অসাবধানতাবশত সেই 'সিল মারা' কপিটিই স্ক্যান করে সব রাজনৈতিক দলকে পাঠিয়ে দেন।

কমিশনের জানিয়েছে, গত ২১ মার্চ ভুল ধরা পড়ার পরেই বিতর্কিত চিঠিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদেরও নতুন করে ঠিক নথি পাঠানো হয়েছে। কমিশনের আবেদন, 'একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল নিয়ে কেউ বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং প্রভাবমুক্ত।'

ভোটের মুখে নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের এই 'কেরানিগত ভুল' কি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতায় ধাক্কা দেবে? এখন সর্বত্র সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

জোট বাঁধছেন ওয়াইসি-হুমায়ুন

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : জল্পনার অবসান। বঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগে এবার সরাসরি ময়দানে নামছেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তবে একা নয়, তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গী হচ্ছেন মুর্শিদাবাদের পোড়খাওয়া নেতা হুমায়ুন কবীর। তাঁর দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গেই জোট বেঁধে বাংলার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে বড়সড় ফাটল ধরাতে চাইছে মিম। আগামী বুধবার, ২৫ মার্চ কলকাতায় যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এই জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে।

সংসদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ওয়াইসি জানিয়েছেন, ওয়াইসি জানান, 'বুধবারই বাংলায় যাবো এবং বাংলায় হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট করে নির্বাচন লড়ব।' প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিম বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মালদার মোট ৮টি স্পর্শকাতর আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। অন্যদিকে, হুমায়ুন কবীরের দল লড়বে প্রায় ১৮২টি আসনে। স্বয়ং হুমায়ুন কবীর এবার রাজনগর এবং নওদা—এই দুই কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

শেয়ার বাজারে পতন জারি

মুম্বই, ২৩ মার্চ : সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনেই মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১৮৩৬.৫৭ পয়েন্ট নেমে ৭২৬৯৬.৩৯ পয়েন্টে এবং নিফটি ৬০১.৮৫ পয়েন্ট নেমে ২২৫১২.৬৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একদিনেই লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ১৪ লক্ষ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েলের যুদ্ধ ক্রমশ তীব্র হওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে। সেই প্রভাব এড়াতে পারেনি ভারতীয় শেয়ার বাজারও।

বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতন, বিদেশি লগ্নিকারীদের শেয়ার বিক্রি, মার্কিন বন্ড ইল্ডের মূল্যবৃদ্ধিও শেয়ার বাজারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। দিনের শেষলগ্নে অবশ্য শেয়ার বাজার সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দামে পতন এবং গিফট নিফটির উত্থান অবশ্য আগামীকাল শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সিএপিএফ বিল ওয়াক আউট তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : বিতর্কিত সিএপিএফ বিল নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষে এবার 'রণক্ষেত্র' কেন্দ্র-তৃণমূল সংঘাত। নিয়ম ভেঙে তড়িঘড়ি বিল পেশের অভিযোগে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করল তৃণমূল কংগ্রেস। ডেরেক ও'ব্রায়েনদের সাফ কথা, ৪৮ ঘণ্টার নোটিশ না দিয়েই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যে ভাবে বিলটি আনতে চাইছে, তা স্রেফ 'গণতান্ত্রিক পরিপন্থী'।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার বিরুদ্ধে তোপ দেগে ডেরেক ও'ব্রায়েনের ক্ষোভ, 'সংসদীয় রীতির তোয়াক্কা না করে বিরোধীদের অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এখন সংসদের চেয়েও বেশি ব্যস্ত বাংলায় 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা' জারি করতে!' তৃণমূলের সুরেই সুর মিলিয়ে কংগ্রেস, আপ এবং সিপিএম— চার দলই একযোগে বিলটির বিরোধিতা করেছে। যার জেরে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে হয় সরকারকে। বিকেল নাগাদ বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে ঠিক হয়েছে, এই বিল নিয়ে ৮ ঘণ্টা দীর্ঘ আলোচনা হবে।

মূল লড়াইটা আসলে আধা-সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদের দখলদারি নিয়ে। বাহিনীর নিজস্ব 'ক্যাডার' অফিসারদের বনাম ডেপুটেশনে আসা 'আইপিএস' অফিসার— এই দুই গোষ্ঠীর ঠান্ডা লড়াই দীর্ঘদিনের। গত বছর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, বাহিনীর নিজস্ব অফিসারদের পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, মোদি সরকারের নতুন বিলে আইজি থেকে ডিজি পদ পর্যন্ত আইপিএস-দের জন্য বিশাল কোটা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রাক্তন পদস্থ কর্তাদের একাংশের দাবি, শীর্ষ পদগুলোতে আইপিএস-দের একাধিপত্য কায়েম করতেই এই আইনি প্যাঁচ। যদিও কেন্দ্রের যুক্তি, প্রশাসনিক জটিলতা কাটাতেই এই সংহত আইন। তবে খোদ সংসদের অন্দরেই যেভাবে 'আইন ভাঙার' অভিযোগে সরব বিরোধীরা, তাতে সিএপিএফ বিল ঘিরে জল যে অনেক দূর গড়াবে, তা বলাই বাহুল্য।

মমতা সরকারকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : উৎসবের অজুহাতে মেট্রো প্রকল্পের কাজে বাধা দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। সাফ জানাল জনস্বার্থ ও উন্নয়নের গুরুত্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে।

কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) কাজ থমকে থাকা নিয়ে সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালত। চিংড়িঘাটা মোড়ে মেট্রোর পিলারের কাজ করার জন্য ট্রাফিক ব্লক না দেওয়া এবং অহেতুক কাজ পিছিয়ে দেওয়ার রাজ্য সরকারের মনোভাবকে 'একগুঁয়ে' এবং 'প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী' বলে অভিহিত করে আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ সাফ জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে উন্নয়নমূলক প্রকল্পে এভাবে বাধা দেওয়া বা একে রাজনৈতিক রং দেওয়া কোনওমতেই কাম্য নয়।

গত ডিসেম্বরে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যাতে দু'টি ছুটির দিনের রাতে ট্রাফিক ব্লক দিয়ে মেট্রোর পিলারের কাজ দ্রুত শেষ করা হয়। রাজ্য সরকার সেই নির্দেশ পালন না করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। রাজ্যের আইনজীবীর যুক্তি ছিল, উৎসবের মরশুম এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কারণে পুলিশি নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়বে। এছাড়া পরীক্ষা ও অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের সমস্যার কথাও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আদালত এই যুক্তি পত্রপাঠ খারিজ করে। বিচারপতি বাগচী কড়া ভাষায় বলেন, 'আপনাদের কাছে উন্নয়নের চেয়ে কি উৎসব বেশি গুরুত্বপূর্ণ?' তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ মানুষের দুর্ভোগ দূর করা, উন্নয়নে বাধা দেওয়া নয়।

প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা আসলে রাজ্যের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাই। এমনকি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশ মহানির্দেশকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেও আদালত সতর্ক করে দেয়। তাঁর কথায়, 'মামলা তুলে না নিলে খারিজ করে দেব।' শেষপর্যন্ত আদালত রাজ্যের আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেয়।

রানওয়েতে বিমান-ট্রাক সংঘর্ষে মৃত ২

নিউ ইয়র্ক, ২৩ মার্চ : নিউ ইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 'এয়ার কানাডা এক্সপ্রেস'-এর দুই পাইলটের। রবিবার রাত ১১টা ৩৮ মিনিটে অবতরণের সময় রানওয়ে ৪-এ একটি দমকলের ট্রাকের সঙ্গে বিমানটির প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় দুই দমকলকর্মী সহ অন্তত ১৩ জন যাত্রী ও কর্মী আহত হয়েছেন।

মন্ট্রিয়ল থেকে শতাধিক যাত্রী সহ সিআরজে-৯০০ বিমানটি যখন রানওয়েতে নামছিল, তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ভাইরাল অডিও ক্লিপে শোনা যায়, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে কেউ একজন 'থামুন থামুন' বলে প্রাণপণে চিৎকার করছেন দমকলের গাড়িটির (ট্রাক ১) উদ্দেশে। কিন্তু সেই নির্দেশে কান না দিয়ে গাড়িটি রানওয়ে পেরোতে যায়। সেইসময় ঘণ্টায় প্রায় ৩৯ কিমি বেগে ছুটে এসে বিমানটি গাড়িটিকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনা ঘটে।

জঙ্গলমহলে শেষ অধ্যায় মাওবাদীদের

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বেঁধে দেওয়া আগামী ৩১ মার্চের 'ডেডলাইন'-এ কি চিরতরে মাও-মুক্ত হতে চলেছে ভারত? ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এগিয়ে এলেও, রাজনৈতিক স্তরে কোনও বিশাল বিজয়োল্লাস বা ডঙ্কা বাজানোর পরিকল্পনা নেই দিল্লির। তবে আড়ালে থেকে এই দিনক্ষণটিই মাওবাদী দমনে এক মোক্ষম মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র বা 'মাস্টারস্ট্রোক' হিসেবে কাজ করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডেডলাইনের চাপে কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে সিপিআই (মাওবাদী)-এর শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রাণভয়ে এবং সরকারের আকর্ষণীয় পুনর্বাসন প্যাকেজের হাতছানিতে শীর্ষ নেতারা দলে দলে আত্মসমর্পণ করেছেন। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছেন বহু কম্যান্ডার। গোয়েন্দা খবর, বর্তমানে মিসির বেসরা এবং পাপা রাও ছাড়া মাওবাদীদের আর কোনও শীর্ষ নেতাই অবশিষ্ট নেই। একসময়ের দাপুটে লাল ফৌজ এখন গভীর জঙ্গলে স্রেফ খণ্ডবিখণ্ড।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, আধাসামরিক বাহিনী এবং বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ এই ৩১ মার্চের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই 'মিশন মোড'-এ ছক কষে এগিয়েছে। রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে মাও-উপদ্রুত রাজ্যগুলিও আত্মসমর্পণকারীদের জন্য আকর্ষণীয় প্যাকেজ ঘোষণা করে সুস্থ জীবনে ফেরার রাস্তা প্রশস্ত করেছে। এই জোড়া সাঁড়াশি আক্রমণেই এখন আক্ষরিক অর্থে শেষলগ্নে পৌঁছে গিয়েছে মাওবাদীদের দীর্ঘ কয়েক দশকের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম।

তামার বালা থেকে কানের দুল, ইরানের পাশে কাশ্মীরিরা

শ্রীনগর, ২৩ মার্চ : নাসির হোসেন পকেট থেকে মখমলে মোড়া ছোট বাক্সটি বের করে হুসেইনি পার্কের টেবিলটিতে রেখে চোখ মুছলেন। ওই বাক্সে একজোড়া সোনার দুল। তিনি অনেক শখ করে সেটা নিজের বড় মেয়ের জন্য গড়েছিলেন। আজ সেই দুলই তিনি উৎসর্গ করে দিলেন সুদূর ইরানের আর্ত মানুষের উদ্দেশে। নাসিরের বড় মেয়ে নিজেও তেহরানে ডাক্তারি পড়ছেন। সম্প্রতি যুদ্ধের আঁচ থেকে সরিয়ে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।

রবিবার অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল শ্রীনগরের মির বেহরি এলাকায়। সারিবদ্ধ মানুষ আসছেন—কারও হাতে তামা-কাঁসার পুরোনো বাসন, কেউ এনেছেন রান্নাঘরের অব্যবহৃত সরঞ্জাম, আবার কেউ নিজের শখের মোটরবাইক বিক্রির টাকা। খুদে শিশুদের দল লাইন দিয়েছে তাদের সাধের মাটির ভাঁড় হাতে নিয়ে, যেখানে তারা তিল তিল করে পয়সা জমিয়েছিল। তাবিনা নামের এক কিশোরী ৫,০০০ টাকা দান করে বললেন, 'এ তো সামান্য ব্যাপার। ইরানে শিশুদের স্কুলে বোমা মারা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে ইরানের জন্য রক্ত দিতেও আমি পিছপা হব না।' সংগৃহীত অর্থ সরাসরি দিল্লির ইরানি দূতাবাসের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে বিপদের দিনে ইরানের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করছেন কাশ্মীরিরা।

কাশ্মীর আর ইরানের নাড়ির সম্পর্ক কয়েকশো বছরের প্রাচীন। চতুর্দশ শতাব্দীতে পারস্য থেকে আসা সুফি সন্ত মির সৈয়দ আলি হামদানির হাত ধরে যে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল, আজ সংকটের দিনে সেটাই আবার যেন ফিরে এসেছে উপত্যকায়। আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের পরিবারও আঠারো শতকে কাশ্মীরে বসবাস করত। সেই ঐতিহাসিক টান থেকেই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের পাশে দাঁড়াতে ঘটিবাটি উজাড় করে দিচ্ছেন কাশ্মীরিরা।

দিল্লির ইরানি দূতাবাস কাশ্মীরি জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'ধন্যবাদ ভারত' বার্তা পাঠিয়েছে। তবে সংগৃহীত অর্থের হিসাব নিয়ে প্রশাসনের তরফে প্রশ্ন ওঠায় স্থানীয় নেতারা জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়েছেন দানের বিষয়টাকে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার না করতে। জরিবালের বিধায়কের কথায়, 'সাহায্য করুন, কিন্তু তা প্রচার করবেন না। দানধ্যান বিজ্ঞাপিত করার জিনিস নয়।'

১০০০ কোটির পথে ধুরন্ধর ২

প্রথম সপ্তাহেই বাজিমাত

মুক্তির পর থেকেই স্বপ্নের দৌড়ে শামিল ধুরন্ধর ২। মাত্র চারদিনেই ঘরে এবং বিদেশে তার আয় ৭০০ কোটি টাকা। এভাবেই যদি তার দৌড় অব্যাহত থাকে, তাহলে প্রথম সপ্তাহের শেষেই ছবি পৌঁছোবে ১০০০ কোটির দরজায়। ইদের ছুটিকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই গদর ২-এর ৬৯২.৩, জেলার ৬০৭.২ এবং সালার ৬১৪.৬ কোটির ব্যবসাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে ধুরন্ধর ২। এই ছবির ব্যবসার সঠিক পরিমাণ জানা না গেলেও ৬৯১.৩২ বিশ্বে এবং দেশে ৪৫৪.১২ কোটি রোজগার করেছে বলে সূত্রের খবর। শুধু রবিবারেই আয় ১১৪. ৮৫ কোটি। ৭০০ কোটির রসদ নিয়ে দৌড়োনো ধুরন্ধর ২-এর সামনে এখন আছে আমির খানের পি কে এবং ভিকি কৌশলের ছাভা। বিশ্বে পিকে-র ব্যবসার পরিমাণ ৭৫০.৩ কোটি, ছাভার ৭৮৮.৬ কোটি। ধুরন্ধর ২-এর পরিচালক আদিত্য ধর। অভিনয়ে রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি প্রমুখ।

দেখানো হয়েছে ৬০ শতাংশ নিষ্ঠুরতা

বলেছেন ছবির অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফার এজাজ গুলাব। অজস্র মানুষ প্রশংসা করছেন ধুরন্ধর ২-এর। অনেকে আবার এই রক্তারক্তি, নিষ্ঠুরতা, ভয়ংকর অ্যাকশন সহ্য করতে না পেরে তার সমালোচনাও করছেন। কিন্তু গুলাব বলছেন, ছবিতে মাত্র ৬০ শতাংশ নিষ্ঠুরতাই দেখানো হয়েছে। গুলাব সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পরিচালক আদিত্য ধর আমাকে সবরকমের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি ভীষণ ঠান্ডা মাথার মানুষ। তাঁর ক্রাফট অনবদ্য কিন্তু অ্যাকশনের সিনগুলোতে তিনি একেবারে অন্য স্তরের চিন্তাভাবনা করেন। তিনি বলেছিলেন এজাজ ভাই, এমনভাবে অ্যাকশন সিনগুলো করুন যেন মনে হয়, এর থেকে ভয়ংকরভাবে কেউ কাউকে মারতেই পারবে না। অ্যাকশন ভীষণভাবে পুরুষোচিত হবে, নেহাতই ধাক্কা মারা বা ঠেলা দেওয়া নয়।'

এজাজের কথায়, বহু দৃশ্য সেটে ভেবে ঠিক করা হয়েছে, হামজা বা রণবীর তাঁকে বাস্তবে নিয়ে এসেছেন। ছবিতে মসজিদের সিনটাই ৬ দিন ধরে রিহার্সাল হয়েছে, শুটিং হয়েছে ১৪ দিন ধরে। প্রত্যেক অভিনেতা ১০০ শতাংশ দিয়েছেন এই দৃশ্যগুলিতে। যেমন অর্জুন রামপাল আর রণবীর সিংয়ের অ্যাকশন দৃশ্য। এজাজ বলেছেন, 'লোহার চেন নিয়ে মারার দৃশ্য-- লোহার চেন তো ব্যবহার করা যায় না। আমরা তাই রাবারের চেন ব্যবহার করি। এতে কেটে হয়তো যায় না, কিন্তু যন্ত্রণা হয়। হয়েওছে। দুজনই আঘাত পেয়েছেন, যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, কিন্তু কেউ শুটিং বন্ধ রাখেননি। এমনকি আমরা রণবীরের চোখ টেনে বিস্ফারিত করেছিলাম, যখন অর্জুন ওর গলায় চেন পেঁচিয়ে ধরেছিলেন।'

ছাপিয়ে গিয়েছে হলিউডি ছবিকেও

১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছে আদিত্য ধরের ধুরন্ধর ২। শনিবারে ১০০ কোটি আয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করছে বক্স অফিসে। এখানেই শেষ নয়, ওভারসিজ মার্কেটও যে তার হাতে চলে যাচ্ছে তার প্রমাণ হলিউডের বহু প্রতীক্ষিত ছবি। রেডি অর নট ২, হিয়ার আই কাম ছবিটি তার ব্যবসা শুরু করেছিল ৯ মিলিয়ন ইউ এস ডলার দিয়ে। অন্যদিকে ধুরন্ধর ২ আছে ১০.৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলারে। রেডি অর নট ছবিতে অভিনয়ে আছেন মাইকেল জেলার, এলিজা উড প্রমুখ। তাঁদের স্টারডমের জন্য ছবির আরও ভালো ওপেনিং আশা করা হয়েছিল কিন্তু তা হয়নি। ধুরন্ধর প্রথম ভাগের ব্যাপক সাফল্যর জন্য এর দ্বিতীয় ভাগও যে ঝড় তুলবে বিশ্ব-বাজারে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু যতটা ভাবা হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি তাণ্ডব চালাচ্ছে এই ছবি।

মুম্বইয়ের একটি হল তাদের নিজেদের সমস্যার কারণে শুধু বিকেল পাঁচটার পরই সিনেমা দেখাত, ধুরন্ধর ২-এর জন্য হল সকাল আটটা, দুপুর সাড়ে বারোটা, বিকেল পাঁচটা ও রাত আটটায় ধুরন্ধর দেখাচ্ছে। বহু হল রবিবার সকাল ৭.৪৫-এ শো দিয়েছে, তাও হাউসফুল হচ্ছে।

কপিল দেবে মুগ্ধ দেব

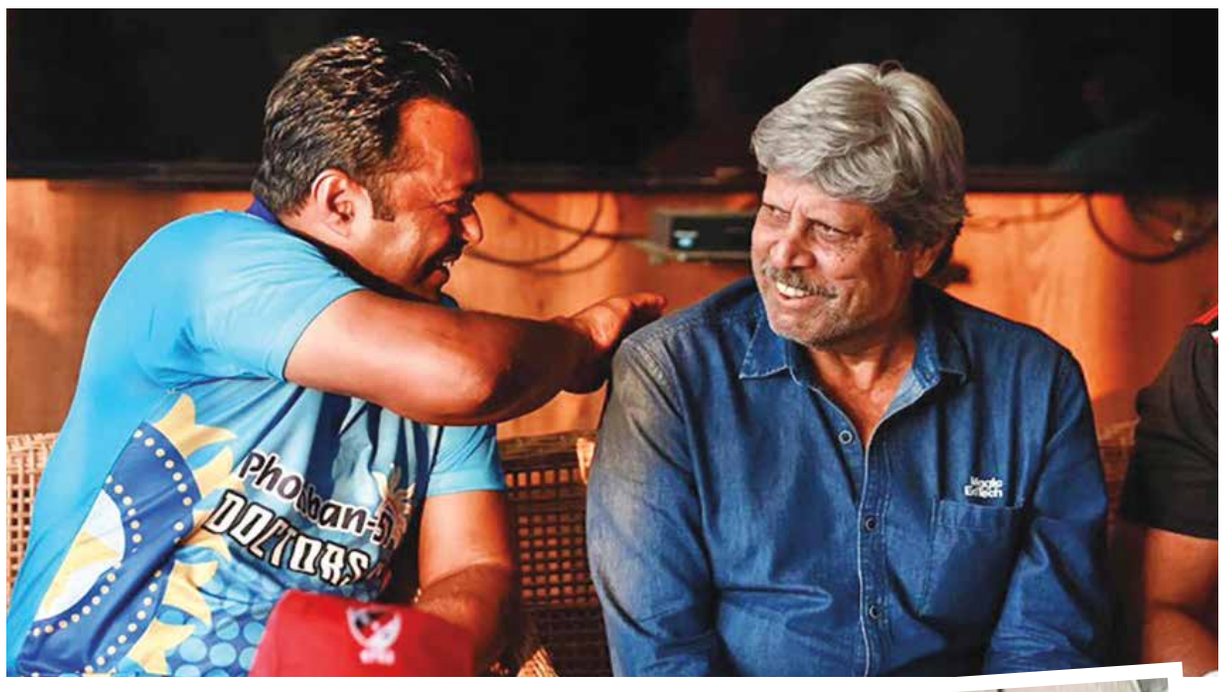

কলকাতায় এসেছিলেন ক্রিকেটার কপিল দেব। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন অভিনেতা দেব। তারপরই অভিভূত হয়ে গিয়েছেন দেব। ইডেন গার্ডেনসে ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাবের আয়োজনে ডা. ভেস পেজ কাপ ২০২৬ অনুষ্ঠিত হল ২২ মার্চ। তার জন্যই দীর্ঘকাল পর ক্রিকেট কিংবদন্তী কলকাতায় এলেন। ভেস পেজের অবদানের কথা তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে। শ্রদ্ধা জানান এই প্রবাদপ্রতিম হকি খেলোয়াড়কে। কথায় কথায় জানান, চিরকালই তিনি কলকাতাকে ভালোবাসেন, এখানকার দর্শকদের শ্রদ্ধা করেন। তিনি বলেন, 'কলকাতা মানে অনুভূতি, অনেক পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়।' কলকাতার খাবার তাঁর বড় পছন্দের, বিশেষ করে এখানকার মাছের ঝোল। খেলায় তিনিই টস করেন। এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন অভিনেতা দেব। হাত মেলান, তারপর কপিল পাজির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। সেই ছবি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। অভিনেতা দেব ক্রিকেটার কপিলকে সামনে থেকে দেখে মুগ্ধ। কপিল ইডেন গার্ডেনস সম্বন্ধে বলেন, 'অনেক ঘাস হয়েছে। ২০ বছরে ইডেন অনেক বদলে গিয়েছে।' সূর্যকুমার যাদবদের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

একনজরে সেরা

২৪ বছর পর সিক্যুয়েল

২৪ বছর পর আবার আসছে ১৬ ডিসেম্বর ছবির সিক্যুয়েল। স্পাই থ্রিলারের দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছিল এই ছবি। ছবির বিষয় এবং প্রযুক্তি সবই বলিউডে নতুন ছিল সেদিন। পরিচালক মণি শঙ্কর। ছবিতে সেদিনের অভিনেতারা যেমন ড্যানি ডেনজংপা, মিলিন্দ সোমান এই ছবিতেও থাকবেন কিনা জানা যায়নি। শুটিং শিগগির শুরু হবে।

আবার অজয়

২০০৩-এ ভূত ছবিটির পর আবার অজয় দেবগণ ভৌতিক ছবিতে ফিরছেন। সর্দারজি ও সর্দারজি ২-এর পরিচালক রোহিত যগরাজই এই ছবি পরিচালনা করবেন। চেনা ভয়ের ছকে ছবিটি হবে না। ছবির পুরো শুটিং হবে লন্ডনে, জুলাই থেকে। নায়িকা ও অন্য অভিনেতাদের নির্বাচন এখনও হয়নি। এখন অজয় গোলমাল ৫ নিয়ে ব্যস্ত।

নেটফ্লিক্সে মর্দানি

২৭ মার্চ নেটফ্লিক্সে মর্দানি ৩-এর স্ট্রিমিং হবে। ৩০ জানুয়ারি ছবিটি হলে মুক্তি পায়। ৮-১০ বছরের ৯৩টি বাচ্চা মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার রহস্যের সমাধান করতে নামে এসিপি শিবানি শিবাজি রায়। এই ভূমিকায় আছেন রানি মুখোপাধ্যায়। ছবির অন্য অভিনেতারা হলেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, জানকি বড়িওয়ালা প্রমুখ। ছবির ভিলেন আম্মার ভূমিকায় মল্লিকা প্রসাদ।

ওটিটি-তে আমির

শেষপর্যন্ত সোনি লাইভে ৩ এপ্রিল আসছে আমির খানের সিতারে জমিন পর। গোড়ায় ইউটিউবে আমির খান টকিজ-এ ১০০ টাকা ভাড়া দিয়ে ছবিটি দেখা যাচ্ছিল, কারণ আমির ওটিটি-তে ছবির মুক্তি চাননি। দেশের ভিতর বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে ছবিকে পৌঁছে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রির উপকার করতে চেয়েছিলেন। ছবির পরিচালক আর এস প্রসন্ন।

নিশ্চিহ্ন গান

গায়ক বাদশার গান টটিরিকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একেবারে মুছে দিতে হরিয়ানা পুলিশ নেট থেকে ৮৫৭টি লিংক মুছে দিয়েছে। এতে আছে ১৫৪টি ইউটিউব ভিডিও এবং ৭০৩টি ইনস্টাগ্রামের রিল। যেসব প্ল্যাটফর্ম এই গান শোনাচ্ছে তারা তা বন্ধ না করলে অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে বলে নির্দেশিকা জারি হয়েছে। ইতিমধ্যে বাদশা ক্ষমা চেয়েছেন।

সাধের অনুষ্ঠানে ঝলমলে দিব্যাঙ্কা

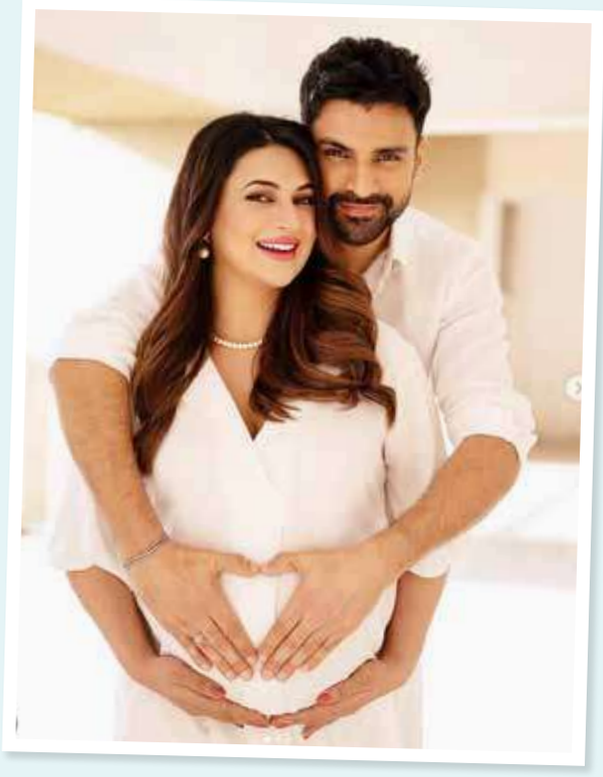

৪১ বছর বয়সে মা হচ্ছেন অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী। অনেক দিন আগে এই খবর দিয়েছেন তিনি। এবার তাঁর সাধের অনুষ্ঠানের ছবি এল সোশ্যাল মিডিয়াতে। দিব্যাঙ্কা স্বামী বিবেক দাহিয়ার সঙ্গে ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি পরেছিলেন লাল সালওয়ার কামিজ, মাথায় মালা, বিবেক নীল শার্ট, ধুসর প্যান্ট-সকলেই দারুণ খুশি ছিলেন। মাতৃত্বের আনন্দ ফুটে বেরোচ্ছে দিব্যাঙ্কার সর্বাঙ্গ জুড়ে। সেলিব্রেশনে ছিল টেডি বিয়ার দেওয়া চকোলেট কেক, তাতে লেখা, অভিনন্দন দিভ অ্যান্ড ভিভ। আরও একটি কেক ছিল, তার রং গোলাপি আর আকাশি।

ইদের উদযাপনে যশ, নুসরত

যশ দাশগুপ্ত আর নুসরত জাহানের বিচ্ছেদের কথায় মাঝেমাঝে সংবাদমাধ্যম উত্তাল হয়। কিন্তু ইদের দিনে তাঁদের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে, তাতে বিচ্ছেদের জল্পনায় জল পড়ল গ্যালন গ্যালন। দুজনে একসঙ্গে ইদ উদযাপন করেছেন। নুসরত পরেছিলেন নীল ঝলমলে কাফতান, তেমনই গয়না, খোলা চুল, হাতে মেহেন্দি আর যশ পরেছিলেন নীল কুর্তা-পাজামা। ছেলে ইশানও বাবার সঙ্গে মিলিয়েই পোশাক পরেছিল। ওঁদের সঙ্গে পরিবারের মানুষজনও ইদের উদযাপনে শামিল হয়েছিলেন। ছবির সঙ্গে নুসরতের ক্যাপশন ছিল, ইদের কিছু মুহূর্ত। আল্লা সবাইকে শান্তি আর সমৃদ্ধি দিন। ভালোবাসার সুরই ছড়িয়ে দিলেন দুজন এই উৎসবের দিনে, তাঁদের অনুরাগীরাও দারুণ খুশি।

লক্ষ্মীলাভের সেটে নবনীতা, অভিনয়ে ফিরছেন?

অনেকদিন পর নবনীতা দাসকে ক্যামেরার সামনে দেখা গেল। স্নেহা চট্টোপাধ্যায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন, তাতে নবনীতা, সৃজলা গুহ, দিব্যানী মণ্ডল আছেন। তখনই চর্চা শুরু, তাহলে নবনীতা কি অভিনয়ে ফিরছেন? জিতু কমলের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ তাঁকে লাইমলাইট থেকে একেবারেই সরিয়ে দেয়। শেষবার অভিনয় করেছেন তুমি আশেপাশে থাকলে-তে। রোহন ভট্টাচার্যর সঙ্গে তাঁর জুটি দর্শকের পছন্দ হয়েছিল। তারপর এই গেম শো-র সেটে তাঁকে দেখা গেল। অভিনয় নয়, আসল কথা হল, এই গেম শো-তে তিনি অংশ নিচ্ছেন, প্রতিযোগী হিসেবে। সুতরাং নবনীতা অভিনয় করবেন কিনা, তা এখনও জানা যায়নি।

নেতাজি বয়েজ প্রাথমিকের ছাত্র ঋষি বাড়ই ছবি আঁকায় পারদর্শী। দ্বিতীয় শ্রেণির এই ছাত্রের প্রতিভায় খুশি শিক্ষকরা।

ভোট হোক ভয়মুক্ত, শান্তির ও সম্প্রীতির

বার্তা দিক শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ির রাজনৈতিক সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সম্প্রীতি। উৎসবে অনুষ্ঠানে অশোক ভট্টাচার্য, গৌতম দেব, শংকর ঘোষকে বারে বারেই এক মঞ্চে হাসিমুখে দেখা গিয়েছে, এখনও দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এই শিলিগুড়ি ভোটে পুরো দেশকে রাজনৈতিক সম্প্রীতির বার্তা দিতে পারে। এই শহরের ভোটাররা চান, হিংসা-মারামারি নয়, ভোট হোক শান্তিপূর্ণ। ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, শালীনতা বজায় রেখে প্রচার করুন প্রার্থীরা। ৩৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত শিলিগুড়ি বিধানসভা ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনের অন্তর্গত ১৪টি ওয়ার্ডের নাগরিকরা খোলা চিঠিতে আর্জি জানিয়েছেন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে। কী সেই আর্জি, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে

পড়ুয়াদের ভাবনা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শঙ্খদীপ মাহাতোর কথায়, 'আমি এমন ভোট চাই যা হবে শান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। যেখানে মানুষ কোনও ভয় বা প্রলোভন ছাড়াই নিজের মত প্রকাশ করতে পারবে। ভোটের মাধ্যমে একটি উন্নয়নমুখী, দুর্নীতিমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গড়তে ভিন্ন মতাদর্শ থাকলেও যেন সবার মধ্যে ঐক্য বজায় থাকে।' শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী অঙ্কিতা দে বলেছেন, 'প্রথমবার ভোট দেব তাই উত্তেজনা তো রয়েছে। তবে ভোটবাজারে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে থাকে। তা যাতে রক্তপাতে না পৌঁছায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হিংসার শহর শিলিগুড়ি আমরা দেখতে চাই না।'

শিক্ষকরা চান

দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বলেন, 'কয়েকদিন আগে চোখে পড়েছিল মিত্র সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে অশোক ভট্টাচার্য ও গৌতম দেবকে একমঞ্চে। আবার হোলিতে গৌতম দেব ও শংকর ঘোষকে একসঙ্গে দেখলাম। সত্যি বলতে এটাই আমাদের শহর শিলিগুড়ি। ভোটের প্রচারেও যাতে এই সৌজন্য বজায় থাকে সেই আশা রাখছি।' সূর্য সেন কলেজের অধ্যাপিকা ববিতা প্রসাদ বলেছেন, 'বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বাজে কথা বলা, কোনও মানুষ নিজেদের সমস্যার কথা বলতে এলে তার গুরুত্ব না দেওয়া এই সংস্কৃতি শিলিগুড়ির নয়। যে রাজনৈতিক দলই হোক না কেন কাউকে কটূক্তি যাতে নেতারা না করেন সেই আশা রাখছি।'

প্রবীণদের চাওয়া

২১ নম্বর ওয়ার্ডের ৮৪ বছরের সন্ধ্যারানি করের কথায়, 'ভোট শহর ও শহরবাসীর উন্নতির জন্য হয়। ভোটে কে জিতবে তা ফলাফলে বোঝা যাবে। কিন্তু তা নিয়ে কেউ যাতে হিংসায় না জড়িয়ে পড়েন। প্রচারে সম্প্রীতি থাকলে ফলাফলেও তা বজায় থাকবে। আশা করছি, প্রার্থীরা তা মাথায় রাখবেন।' ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৯২ বছর বয়সের বিমলেন্দু দাম বললেন, 'এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। তাই কোথাও যদি প্রচারে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তাহলে তা ভাইরাল হয়ে যায়। যার প্রভাব যুবসমাজেও পড়ে। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের এব্যাপারে বড় ভূমিকা রয়েছে। সচেতন হয়ে জনসংযোগ করতে হবে। নেতারা যদি সৌজন্য বজায় না রাখেন তাহলে নবীন প্রজন্মের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাই সেদিকে সব নেতৃত্বকে নজর রাখতে হবে।'

সরব অন্য ধারা

শিলিগুড়ির এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র প্রবীর ঘোষ বলেন, 'এলবিজিটিকিউদের অনেক সমস্যা রয়েছে। অনেক সময় আমাদের সেই সমস্যা না বুঝে লোকজন হাসাহাসি করে। রিলস তৈরি করে হাসির কনটেন্টের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাতে এদিকে নজর দেয় এবং নিজেরাও যাতে সংবেদনশীল হয়ে আমাদের কথা শোনে। ভোটবাজারে সবাই নিজেদের সমস্যার কথা প্রার্থীদের কাছে তুলে ধরছেন। আমরাও কেন বাদ যাব?' এই সম্প্রদায়ের আর এক মুখপাত্র বিকি দাস বলেন, 'সারাদিন ধরে প্রার্থীরা এলাকায় ঘুরে জনসংযোগ করছেন। প্রার্থীদের কাছে আমার অনুরোধ, যাতে সব মানুষকে সমান প্রাধান্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হতে দেওয়া হয়।'

অর্ধেক আকাশ

২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনা নন্দী বলেন,'কে কাকে ভোট দেবেন এটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। জোর করে ভয় দেখিয়ে যাতে কোনও রাজনৈতিক দল কাউকে ভোট দিতে বাধ্য না করে। ভোট হোক শান্তিপূর্ণ। গণতন্ত্রের এই উৎসবে যাতে কোনও হানাহানির ঘটনা না শোনা যায়।' ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সংগীতা বিশ্বাস বলেন, 'রাজ্যের অনেক জায়গায় দেখি ভোটের দিন বহিরাগতদের নিয়ে এসে ভোটকেন্দ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যাতে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যেতে ভয় পায়। শিলিগুড়ি শহরে এরকম কোনও ছবি দেখতে হবে না বলে আশা রাখছি। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে অকারণে হিংসা ছড়ানোর কেউ সুযোগ না পায়।'

আমাদের অঙ্গীকার

শিলিগুড়ি কেন্দ্র

তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব বলেছেন, 'আমিও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট চাই। কিন্তু অনেকেই দাবি করলেও বাস্তবে সে সব মানেন না। আমি শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষে।' তাঁর আরও দাবি, 'দাঙ্গা, হিংসা ছড়ানোর বিরুদ্ধে তৃণমূল। শান্তিপূর্ণভাবে যাতে শহরে ভোট হয় সেদিকে আমাদেরও নজর রয়েছে।'

বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'আমার রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি শহরবাসী অতীতেও দেখেছেন, আগামীতেও দেখবেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে শুধু শহরে নয়, গোটা রাজ্যে কোথাও হানাহানির ছবি দেখা যাবে না বলে আমি আশা রাখছি।'

সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা হিংসা, মারামারির রাজনীতির পক্ষে নই। সম্প্রীতির বার্তা দিয়েই শহরে রাজনীতি করছি। আগামীতেও তা বজায় থাকবে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষ আমাদের এই জায়গা দিয়েছে। তাদের ভালো, মন্দ সবটা দেখা আমাদের দায়িত্ব। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কারও সঙ্গে দেখা হলে আমি হেসে কথা বলি। কারণ রাজনীতির সঙ্গে আমি ব্যক্তিগত সম্পর্কে এক করে দেখি না। তবে বিরোধীদেরও এব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত।'

তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা বলেন, 'আমরা সবসময়ই শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে রাজনীতি করেছি। অতীতেও ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে, আগামীতেও সেটাই হবে।'

দিলীপ সিং (ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, সিপিএম প্রার্থী)- মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করা আমাদের লক্ষ্য নয়। সামাজিক উন্নতি ও সাধারণ মানুষের সমস্যা কীভাবে মিটবে তা লক্ষ করেই প্রচার করা হচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন ও পুলিশকেও এব্যাপারে কড়াভাবে নজর রাখতে হবে।

শহরে পুলিশের নজরদারি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

শ্লীলতাহানি কাণ্ডে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : হাকিমপাড়ায় কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন অভিযুক্ত তরুণ। ধৃত ওই তরুণের নাম স্বর্ণেন্দু মণ্ডল। তিনি আশিঘর এলাকার বাসিন্দা। ওই তরুণকে রবিবার রাতে জলপাই মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে মহিলা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারির খবর সোমবার সকাল থেকে ছড়িয়ে পড়তেই থানায় হাজির হন আরও দুই তরুণী। ওই দুই তরুণীর অভিযোগ, একই কায়দায় ওই দুই তরুণীকেও ওই তরুণ প্রকাশ্য রাস্তায় স্কুটারে যাওয়ার সময় শ্লীলতাহানি করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ওই তরুণীর সঙ্গেও সকালের সময়েই এমন কাজ করেছিলেন ওই তরুণ। যদিও লোকলজ্জার কারণে তাঁরা আর থানা পর্যন্ত এসে অভিযোগ দায়ের করতে চাননি।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে শহরের রাস্তায় একাধিক তরুণীকে এভাবে শ্লীলতাহানি করার ঘটনা স্বীকার করেছেন ওই তরুণ। তদন্তকারী এক পুলিশকর্তার কথায়, ওই তরুণ দাবি করেছে কুমানসিকতা থেকেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

যদিও দিনের আলোয় একের পর এক এধরনের ঘটনায় শহর শিলিগুড়িতে পুলিশি নজরদারি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শহরে বেশিরভাগ সময় শুনসান অলিগলির নিরাপত্তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। হাকিমপাড়ায় যে গলিতে ওই কলেজ ছাত্রী শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন সেই গলি দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কার্যকলাপের জায়গা। সংশ্লিষ্ট ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বলছিলেন, 'কিছুদিন আগেই রাতের দিকে ওই এলাকায় স্কুটারে করে যাওয়ার সময় দেখি, দুজন মদ খাচ্ছে। এরপর আমি ওদের চলে যেতে বললে, পালটা হুমকি দেয়। পরে পিছু নিয়ে ধরি।'

তবে শুধু ওই রাস্তাই নয়, সেবক রোডের চেকপোস্ট থেকে প্রকাশনগর মেইন রোড ও সেবক রোড থেকে জ্যোতিনগর রোডের চাপা দুই গলিও নেশার আঁতুড় থেকে শুরু করে অসামাজিক কার্যকলাপের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিবার রাতেও ওই দুই রাস্তায় গিয়ে দেখা গেল, তরুণ-তরুণীরা জটলা করে রয়েছে। রাস্তার মাঝবরাবর স্কুটার দাঁড় করানো রয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, 'পুলিশের ভ্যান নিয়মিত যাওয়া-আসা করে। তবে তার মধ্যেও সুযোগ পেলে এই ধরনের কার্যকলাপ হয়।' শুধু ওই তিন রাস্তাই নয়, শহরজুড়ে একাধিক এরকম শুনসান গলি রয়েছে, যেখানে পুলিশি নজর এড়াতেই এধরনের কার্যকলাপ হচ্ছে।

■ রাস্তায় একাধিক তরুণীকে এভাবে শ্লীলতাহানি করার ঘটনা স্বীকার করেছেন ওই তরুণ

■ ওই তরুণ দাবি করেছে খারাপ মানসিকতা থেকেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে

■ তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক

আসলে রাতের কথা তো দূর, সকালে যখন শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটছে, তখন রাতে এধরনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন কলেজ ছাত্রী ছাড়াও অভিযুক্তের হাতে সাতসকালে শ্লীলতাহানির শিকার হওয়া ওই দুই তরুণীও। এক তরুণীর কথায়, 'গত ১৭ তারিখ ভারতী সেবক সংঘের সামনে আমি শ্লীলতাহানির শিকার হই। ওইদিন সকালে মেয়েকে টিউশনে দিয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ করেই সাদা রঙের ওই স্কুটার আমার সামনে দিয়ে এগিয়ে দাঁড়ায়। এরপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফের ঘুরে এসে আমার ওড়না টেনে নেয়। কিছুটা দূর গিয়ে রাস্তায় ফেলে যায়। ঘটনায় আমি ভীত হয়ে পড়ি।' আরও এক তরুণীর কথায়, 'অরবিন্দপল্লিতে সকালে বাড়ির সামনেই ঘুরছিলাম। আমি পেছনে ঘুরতেই আমার পোশাকের অংশ ছিঁড়ে দিয়ে চলে যায়। গলায় সোনার চেন থাকলেও, এই তরুণের আমার পোশাক ছেঁড়াটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।' পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'সবদিকেই আমাদের নজর রয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামা হয়। সিসিটিভির সূত্র ধরে ওই স্কুটারের নম্বর বের করা হয়। এরপর তদন্তের ভিত্তিতে জলপাই মোড় এলাকায় ওই অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়েছে।'

স্ত্রীকে মারধর, ধৃত স্বামী

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাড়িতে এসে হুজ্জতি করায় স্ত্রী প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই স্বামী প্লাস দিয়ে স্ত্রীকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ। তরুণীর নাক ও কানে গুরুতর আঘাত লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। ভক্তিনগর থানার পুলিশ অভিযুক্ত বিপিন গুরুংকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ওই ব্যক্তিকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়েছেন।

বিপিন এর আগে বেশ কয়েকটি বিয়ে করেছেন। যে তরুণীকে তিনি মারধর করেছেন বলে অভিযোগ, তাঁকে বিয়ে করে তাঁর সঙ্গে গত তিন বছর ধরে ডন বসকো কলোনি এলাকায় ছিলেন। এই দম্পতির তিন মাসের এক সন্তান রয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় তিনি প্রায়ই স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালান বলে অভিযোগ। রবিবার রাতেও একই ঘটনা ঘটে। ওই তরুণীর অভিযোগ, তাঁর স্বামী সেদিনও মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ঢুকে তাঁকে মারধর শুরু করেন। প্রতিবাদ করায় প্লাস নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। স্বামী তাঁকে খুনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ তরুণীর।

ভালুক দিবস

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ভালুক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কতটা, সেই বার্তা দিয়ে পালন করা হল বিশ্ব ভালুক দিবস। সোমবার বেঙ্গল সাফারিতে শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয়। পড়ুয়াদের চিড়িয়াখানায় হেঁটে ঘোরানোর পাশাপাশি ভালুকের বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে বোঝানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল সাফারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অভিষেক চৌধুরী সহ অন্যরা।

ভোটারদের আশ্বস্ত করতে পথে পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। শিলিগুড়িতে সোমবার। - সঞ্জীব সূত্রধর

গৌতমের পথে অশোক-বন্দনায় এবার শংকরও

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ভোটের ময়দানে তিনি না থেকেও যেন আছেন। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য।

কয়েকদিন আগেই এক মঞ্চে দেখা গিয়েছিল শিলিগুড়ির পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব এবং প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে। ওইদিন অশোকের সময়ের উন্নয়নকে অস্বীকার করতে চাননি গৌতম। বরং ঘুরিয়ে প্রশংসা করেছিলেন। সেই পথে এবার হাঁটলেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। সোমবার তাঁর মুখে শোনা গেল অশোকের প্রশংসা। এদিন প্রচারের ফাঁকে শংকর বললেন, 'রাজ্যে যখন তৃণমূল ক্ষমতায়, সেসময়ও শিলিগুড়ি পুর বোর্ডে বামেরা। তারপরও অশোকদা উন্নয়নের গতিকে জারি রাখতে চেষ্টা করেছেন। আমি অশোকদার সঙ্গে কাজ করেছি। উনি উন্নয়নের চেষ্টা করে গিয়েছেন। তা অস্বীকার করার প্রশ্ন নেই।'

দুই প্রার্থীর অশোক-বন্দনাতে অবশ্য রাজনীতি দেখছে বামেরা। সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েই '২১-এর ভোটের টিকিট পেয়েছিলেন শংকর। যথারীতি পদ্ম প্রতীকে অনায়াসে জয় হাসিল করে প্রথমবার বিধানসভায় পা রাখেন। শংকরের জয়ের ক্ষেত্রে বাম শিবিরের বড় একটা অংশের ভোট রামের ঘরে পড়েছিল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি। সিপিএম ছাড়লেও শিলিগুড়িতে বামেদের অনেকেই তৃণমূলকে হারানোর ক্ষেত্রে শংকরের ওপর আস্থা রেখেছিলেন, অশোক ভট্টাচার্য প্রার্থী থাকার পরেও। এবার ভোটের ময়দানে নেই অশোক। তাই বিজেপিতে যাওয়া বামেদের ভোট নিজেদের দিকে টানতে তৎপর হয়ে ওঠা তৃণমূল অশোক-বন্দনা শুরু করে দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। বামেদের ভোট ধরে রাখতেই তাঁরও অশোক-বন্দনা বলে মনে করা হচ্ছে।

> **অশোকদা উন্নয়নের চেষ্টা করে গিয়েছেন। তা অস্বীকার করার প্রশ্ন নেই।**
>
> **-শংকর ঘোষ**

শংকর এবং গৌতমের প্রশংসায় কার্যত আনন্দ পাচ্ছেন অশোক। তিনি বলছেন, 'এতদিন পরে হলেও উন্নয়নকে স্বীকার করছে তৃণমূল এবং বিজেপি। বিধায়ক এবং মেয়র হিসাবে যেভাবে আমি কাজ করেছি, তার অভাব এখন মানুষও অনুভব করছেন। মানুষ নতুন কাউকে আনার লক্ষ্যেই পালটেছে। কিন্তু আমাদের কাজকে কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না।'

ভরসা দিতে পথে ডিএম, সিপি

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভয়ভীতি দূর করতে রাস্তায় নামলেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। এদিন ঝংকার মোড় থেকে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা, জেলা শাসক জয়শংকর প্যানেকার সহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সেই কর্মসূচি শুরু করেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন জেলা শাসক। সাধারণ মানুষকে তিনি প্রশ্ন করেন, 'গতবছর ভোট দিয়েছেন? কোনওধরনের সমস্যা রয়েছে কি?' প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য প্রত্যেকেই শহরের ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন। পুলিশ কমিশনার বলেছেন, 'আমরা স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে ঘুরছি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। কারও মধ্যে কোনওধরনের যাতে ভয় না থাকে, সেব্যাপারে আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছি।' তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, 'এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। কোথাও কোনওধরনের সমস্যা হবে না।'

এদিন ঝংকার মোড় থেকে প্রশাসনিক কর্তারা বেরিয়ে সোজা ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ঢোকেন। ওই রাস্তা ধরে নয়াবাজারের দিকে যাওয়ার পথে, প্রশাসন-পুলিশকর্তাদের আসতে দেখে এদিন অনেকেই বাড়ির বাইরে চলে এসেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা শিব কুমার এদিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ির বাইরে আসেন। জেলা শাসকের প্রশ্নের উত্তরে মুখে স্বস্তির হাসি নিয়ে শিব বলেন, 'আগেরবারের মতো এবারেও ভোট দেব। আপনারা তো রয়েছেন।' এরপর প্রশাসনিক কর্তারা স্টেশন ফিডার রোডে চলে যান। হেঁটে হেঁটে জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনার শিলিগুড়ি থানায় চলে আসেন। জেলা শাসক বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে, সেজন্যই আমাদের যাবতীয় উদ্যোগ। এখানে পুলিশ-প্রশাসন, আধাসেনা থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। আমরা সবাই একত্র হয়ে কাজ করছি।'

এদিকে, নয়াবাজার এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যে ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। প্রশাসনের কর্তাদের কোনওভাবে রাস্তার এক পাশ ঘেঁষে যেতে হয়। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা ওই এলাকায় যানজট সমস্যার সমাধানে বড় গাড়ি ঢোকা-বেরোনোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছি।'

সম্প্রীতি দৌড়

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে সম্প্রীতি দৌড়ের আয়োজন করল ডিওয়াইএফআই। সোমবার দার্জিলিং জেলা সংগঠনের তরফে প্রায় ৭ কিলোমিটার দৌড়ের আয়োজন করা হয়। বাঘা যতীন পার্ক থেকে এই দৌড় শুরু হয়ে মাটিগাড়ার মায়াদেবী ক্লাবের সামনে শেষ হয়। মোট ৯৭ জন প্রতিযোগী এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহিলা ও পুরুষ বিভাগে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া প্রতিযোগীদের কয়েকজনকে সান্ত্বনা পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা।

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে আইএনটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের তরফে অমিত সরকার জানান, এই শিবিরে ৫০ জনের চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক, দিলীপ দাস প্রমুখ।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবায় ক্ষোভ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : পেটে ব্যথা নিয়ে শিলিগুড়ির পুরনিগমের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র শ্রী নিবাস সেবা সদনে চিকিৎসা করাতে এসে ঘুরে গিয়েছেন এনজেপি এলাকার বাসিন্দা রিতা দাস। কারণ এখানে একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান রয়েছেন। তিনি ছুটিতে থাকলে ঠিকমতো পরিষেবা মেলে না। একইরকম অবস্থা ঝংকার মোড় টিউমলপাড়ায় থাকা ১ নম্বর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও। আবার, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নূতনপাড়ায় অবস্থিত ১০ নম্বর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ল্যাবরেটরি থাকলেও কোনও ল্যাব টেকনিসিয়ান নেই।

অন্যদিকে, পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাতৃসদন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের শৌচালয় নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এমনকি সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এমন পরিস্থিতির জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবা নিয়ে রোগীদের মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকের সমস্যা রয়েছে তা স্বীকার করেছেন পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত। তিনি বলেন, 'পুরনিগমের সবগুলি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে মোট ১৫ জন চিকিৎসক রয়েছেন। আরও ১৫ জন চিকিৎসক দ্রুত যোগ দেবেন। তখন চিকিৎসকের সমস্যা থাকবে না।' এছাড়াও বাকি সমস্যাগুলিও মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ল্যাব আছে, টেকনিসিয়ান নেই। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়ার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

■ শ্রী নিবাস সেবাসদন ও টিউমলপাড়ায় থাকা ১ নম্বর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক ছুটি নিলে ঠিকমতো পরিষেবা মেলে না

■ ১০ নম্বর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ল্যাবরেটরি থাকলেও কোনও ল্যাব টেকনিসিয়ান নেই

■ ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাতৃসদন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের শৌচালয় নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না

এনজেপি এলাকার বাসিন্দা রিতা বলেন, 'তিনদিন ধরে চিকিৎসকের জন্য শ্রী নিবাস সেবা সদনে ঘুরেছি। পেটে ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রাইভেটে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে। বেশিরভাগ দিনই এখানে চিকিৎসক থাকেন না।' যদিও ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক কর্মী জানান, এখানে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান আছেন। সোম, বুধ ও শুক্র-এই তিনদিন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ রোগী দেখেন। জেনারেল ফিজিশিয়ান সপ্তাহে একদিন রোগী দেখেন।

অন্যদিকে, নূতনপাড়ায় অবস্থিত ১০ নম্বর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় আশিজন রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন। একজন চিকিৎসকের ওপর রয়েছে রোগী দেখার দায়িত্ব। ল্যাবে টেস্টের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি থাকলেও ব্যবহারের সুযোগ নেই। ২০২৩ সালে এই ল্যাবের উদ্বোধন হলেও একজনও টেকনিসিয়ান দেওয়া হয়নি। তাই যন্ত্রপাতিগুলিও প্লাস্টিক মোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে এসে রিয়া পাসোয়ান বলেন, 'এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও শৌচালয় সময়মতো পরিষ্কার না হওয়ায় প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়।'

ফের জল অমিল

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ফের একবার পানীয় জল ইস্যুতে প্রশ্ন উঠল শহর শিলিগুড়িতে। অভিযোগ, সোমবার বিকেলে শিলিগুড়ি শহরের একাধিক ওয়ার্ডে কিছুক্ষণের জন্য পানীয় জল সরবরাহ হয়। অন্যদিকে, একাধিক ওয়ার্ডে এদিন বিকেল নাগাদ পানীয় জল সরবরাহ হয়নি বলেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। যার ফলে শহরের একাধিক ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষকে এদিন দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। সেই তালিকায় রয়েছে শহরের ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা বলেন, 'পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। নিয়মিত জল পাওয়া যাচ্ছে না। এদিন বিকেলে পানীয় জল সরবরাহ শুরু হতেই শেষ হয়ে যায়।' যদিও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত জানালেন, এমন কোনও বিষয় তাঁর জানা নেই। এমনকি কেউ এ বিষয়ে কোনও অভিযোগও জানাননি।

পৃথিবীর পাঠশালা

তীরবিহীন সমুদ্র

সমুদ্র মানেই তার একদিকে মাটি বা সৈকত থাকবেই। কিন্তু অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে থাকা সারগাসো সাগর এমন এক জলাশয়, যার কোনও তীর বা পাড় নেই। এর চারপাশ ঘেরা রয়েছে শক্তিশালী সমুদ্রস্রোত দিয়ে। এই স্রোতগুলোই জলের মাঝখানে আস্ত একটি সাগরের সীমানা তৈরি করে রেখেছে। এই সাগরে ভাসতে থাকে প্রচুর পরিমাণে সারগাসাম নামের সামুদ্রিক শ্যাওলা। এখানকার শান্ত জল এবং এই শ্যাওলার জঙ্গল বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীদের এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কোনও মাটির সীমানা ছাড়া কেবল জলের স্রোত দিয়ে ঘেরা এই অদ্ভুত সমুদ্র ভূগোলবিদদের কাছে এক অপার বিস্ময়।

মমি যখন পাসপোর্ট পায়

ভিসা আর পাসপোর্ট ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর প্রায় তিন হাজার বছর পর যদি কোনও মমির নামে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। প্রাচীন মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফ্যারাও দ্বিতীয় রামসেসের মমিতে ফাঙ্গাস ধরে পচতে শুরু করেছিল। ১৯৭৪ সালে ঠিক হয় ওই মমিকে চিকিৎসার জন্য ফ্রান্সে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ফরাসি আইন অনুযায়ী, জ্যান্ত বা মৃত— যে কোনও মানুষের সে দেশে ঢুকতে গেলে বৈধ পাসপোর্ট লাগবেই। আইনের প্যাঁচে পড়ে শেষে মিশর সরকার স্বয়ং ফ্যারাওয়ের নামে আস্ত একটি পাসপোর্ট তৈরি করে। সেখানে তাঁর পেশার জায়গায় লেখা ছিল মৃত রাজা। প্যারিস বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর তাঁকে রীতিমতো রাজকীয় সম্মান ও মিলিটারি গার্ড অফ অনার দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

মানুষখেকো জোড়া সিংহ

আফ্রিকায় কেনিয়া-উগান্ডা রেললাইন তৈরির সময় ১৮৯৮ সালে এমন এক আতঙ্ক ছড়িয়েছিল যা আজও শিউরে ওঠার মতো। সাভো নদীর ওপর ব্রিজ তৈরির কাজ চলছিল। আচমকা রাতের অন্ধকারে হানা দিতে শুরু করে দুটি বিশাল আকৃতির মর্দা সিংহ। মজার বা ভয়ের ব্যাপার হল, এই সিংহ দুটির মাথায় কোনও কেশর ছিল না। তারা এতটাই ধূর্ত আর হিংস্র ছিল যে, কাঁটাঝোপ বা আগুনের বেড়া টপকে তাঁবুর ভেতর থেকে ঘুমন্ত শ্রমিকদের টেনে নিয়ে যেত। প্রায় নয় মাস ধরে চলে এই তাণ্ডব। সরকারি হিসেব অনুযায়ী পঁয়ত্রিশজন এবং বেসরকারি মতে প্রায় একশোর বেশি শ্রমিক এই দুই সিংহের পেটে যায়। ভয়ে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ ছেড়ে পালিয়ে গেলে আস্ত রেললাইনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শেষমেশ ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন প্যাটারসন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সিংহদুটিকে গুলি করে মারেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম আয়না

আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু যদি আস্ত একটা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠই আয়নার মতো কাজ করে। বলিভিয়ার সালার দে উইয়ুনি হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লবণের সমভূমি। প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকা এই জায়গাটি প্রাগৈতিহাসিক যুগে একটি বিশাল হ্রদ ছিল, যা শুকিয়ে কেবল সাদা লবণের আস্তরণ পড়ে আছে। বর্ষাকালে যখন এই লবণের মাঠের ওপর বৃষ্টির জলের একটা পাতলা স্তর জমে যায়, তখন তা বিশাল এক প্রাকৃতিক আয়নায় পরিণত হয়। আকাশ আর মাটি এমনভাবে মিলেমিশে যায় যে ওপর আর নীচ আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন মানুষ মেঘের ওপর দিয়ে হাঁটছে। প্রকৃতির এই জাদুকরি দৃশ্য দেখতে হাজার হাজার পর্যটক সেখানে ভিড় জমান।

ভোটের আগে জনমত সমীক্ষায় অনেকটাই পিছিয়ে বঙ্গ বিজেপি

ক্ষমতায় আবারও মমতা!

কলকাতা, ২৩ মার্চ : আবারও বাংলার মসনদে তৃণমূল? ভোটযুদ্ধের দামামা বাজতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর ঠিক এক মাস পর শুরু হতে চলা এই মেগা ইলেকশনের আগে একটি জনমত সমীক্ষা শাসকদলের পালেই জোরালো হাওয়া দিল। ‘ভোটভাইব’-এর হালের সমীক্ষা অনুযায়ী, ২৯৪ আসনের বিধানসভায় ১৪৮-এর ম্যাজিক ফিগার অনায়াসেই পার করতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রবল হাওয়া এবং আরজি কর কাণ্ডের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুর পরও বিজেপিকে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে। পাশাপাশি, বাম ও কংগ্রেস এবার আক্ষরিক অর্থেই সাইনবোর্ডে পরিণত হতে চলেছে।

সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, তৃণমূল একাই পেতে পারে ১৮৪ থেকে ১৯৪টি আসন। অন্যদিকে, একুশের বিধানসভার চেয়ে ফল কিছুটা ভালো করে বিজেপির ঝুলিতে যেতে পারে ৯৮ থেকে ১০৮টি আসন। বাম ও কংগ্রেস মিলিয়ে বড়জোর ১ থেকে ৩টি আসন পেতে পারে। ভোটপ্রাপ্তির হারের দিকে নজর রাখলেও চব্বিশের লোকসভার ধাঁচেই তৃণমূল প্রায় ৪১.৯ শতাংশ ভোট নিজেদের ঝুলিতে ভরতে চলেছে। সেখানে বিজেপি পেতে পারে ৩৪.৯ শতাংশ ভোট এবং বাম ও কংগ্রেস মিলিয়ে মাত্র ৭.৭ শতাংশ। সমাজতাত্ত্বিক সমীকরণে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে, সংখ্যালঘু বা মুসলিম ভোটের ৫৭.৬ শতাংশই তৃণমূলের বাক্সে অটুট। অন্যদিকে, তপশিলি উপজাতি ভোটারদের মধ্যে ৫১ শতাংশের সমর্থন পেয়ে পাল্লা ভারী গেরুয়া শিবিরের। তবে সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে মতুয়া সহ দলিত ও তপশিলি জাতি ভোটব্যাংকে। সেখানে ৪৩ শতাংশ সমর্থন বিজেপির দিকে থাকলেও ৩৯.৫ শতাংশ সমর্থন নিয়ে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাংলার মানুষের প্রথম পছন্দ এখনও মমতাই। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪৮.৫ শতাংশ মানুষ, বিশেষত বিপুল সংখ্যক মহিলা এবং ৬৫.৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারী ৩৩.৪ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন, মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু ও উপজাতি এলাকায় তাঁর প্রভাব বেশি। অধীররঞ্জন চৌধুরী বা মহম্মদ সেলিমদের সমর্থন কার্যত তলানিতে। তবে এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক ইস্যু হতে চলেছে বেকারত্ব। ৩৭.২ শতাংশ মানুষ কর্মসংস্থানের অভাবকেই সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করছেন। এর ঠিক পরই ১৫.৯ শতাংশ মানুষের উদ্বেগের কারণ নারী নিরাপত্তা এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, যা মূলত আরজি কর কাণ্ডেরই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি (১০.৫%) এবং দুর্নীতির (১০.৩%) মতো ইস্যুও ভোটারদের ভাবাচ্ছে।

সমীক্ষায় আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, তা হল সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ভূমিকা। অন্তত ৪১ শতাংশ মানুষ মনে করছেন, হুমায়ুন তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে থাবা বসিয়ে বড়সড়ো ‘গেমচেঞ্জার’ হতে পারেন। যদিও প্রায় ২৪.৬ শতাংশ মানুষের মতে, তিনি আদতে বিজেপিরই ‘বি-টিম’। ঘাসফুল শিবিরের জন্য এই কাঁটার পাশাপাশি, শাসকদলের কাজের মূল্যায়নেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে। ৪৩.৩ শতাংশ মানুষ সরকারের কাজকে ‘ভালো’ বললেও, ৩৮.৯ শতাংশ মানুষ চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও বিজেপি কেন এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারছে না? সমীক্ষা বলছে, বিজেপির সবচেয়ে বড় শত্রু তাদের গোষ্ঠীকোন্দল (১৯.৯ শতাংশ)। এছাড়া শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রীর মুখের অভাব (১৭.২%), দলের গায়ে সেঁটে থাকা ‘বহিরাগত’ তকমা (১২.৫%), দুর্বল সাংগঠনিক ভিত্তি এবং ভুল প্রচার কৌশলের জেরেই বঙ্গ-বিজেপি বারবার ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে।

আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দু’দফায় ইভিএমবন্দি হবে বাংলার জনমত, আর ৪ মে-র গণনাই প্রমাণ করবে এই সমীক্ষার হাওয়া কতটা বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়ে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

পতিরাম, ২৩ মার্চ : পতিরামের চকহায় এলাকায় বাউল অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতের নাম অঞ্জলি মণ্ডল (৭৫)। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাইকচালকও আহত হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা চলছে। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং বাইকটি আটক করা হয়েছে।

কংগ্রেসের

প্রথম পাতার পর

জাকির আবেদিনকে নিয়ে সদর চোপড়ায় প্রচার মিছিলে হাঁটেন। নেতাদের দাবি, প্রার্থীর সঙ্গে পরিচিত হতে নেতা-কর্মীদের এদিনের সভায় ডাকা হয়েছিল। জাকির বললেন, ‘ইদের পর জনসংযোগে বেরিয়ে মানুষের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহেই এদিন থেকে প্রচারে নামা হল।’

নিয়ম ভাঙলে অনুমতি বাতিল

বুনোর সামনে দাঁড় করানো যাবে না গাড়ি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ মার্চ : পর্যটকদের বন্যপ্রাণী দেখাতে গিয়ে বাড়ছে ঝুঁকি। অভিযোগ, লাটাগুড়ির জঙ্গলে হাতি কিংবা অন্যান্য বুনোদের সামনে গিয়ে পর্যটকবোঝাই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন চালক ও গাইডরা। এর জেরে বন্যপ্রাণী দেখাতে অতিরিক্ত উৎসাহই বিপদের কারণ হয়ে উঠছে। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন কয়েকজন পর্যটক। এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি জিপসি গাড়িও। ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে এবার কড়া অবস্থান নিল বন দপ্তর। জঙ্গলের মধ্যে নিয়ম ভেঙে জিপসি গাড়ি দাঁড় করালে গাড়ির অনুমতি সাময়িকভাবে বাতিল করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং বুনোদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

বন দপ্তরের লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত এবিষয়ে বলেন, ‘জঙ্গল সাফারিতে যাওয়ার সমস্ত গাড়ির চালকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে বন্যপ্রাণী দেখলে যেন সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে স্বাভাবিকভাবে চলে যান তাঁরা। পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের কোনওরকমভাবে যাতে উত্ত্যক্ত না করা হয়, সেদিকেও নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অমান্য করলে ওই জিপসি গাড়ি ও গাড়ির গাইডদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে ওই জিপসি গাড়ি ও গাইডদের জঙ্গলে প্রবেশের অধিকার সাময়িকভাবে বাতিল করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

গত কয়েকদিন ধরে লাটাগুড়ির জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েকটি হাতি। তাদের ব্যবহার কিছুটা হিংস্র। কখনও জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকছে কিংবা জাতীয় সড়কে উঠে পড়ছে হাতিগুলি। আবার কখনও জঙ্গলের নির্দিষ্ট পথে যাতায়াতকারী পর্যটক বা সাধারণ মানুষের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। অভিযোগ পর্যটকদের বেশি খুশি করার জন্য বেশ কিছু জিপসির চালক ও গাইডরা পর্যটকদের হাতি কিংবা অন্য বন্যপ্রাণীদের খুব কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি বুনোদের সামনে দাঁড়িয়েও থাকছেন দীর্ঘক্ষণ। ফলে মেজাজ হারিয়ে বুনোরা পর্যটকবোঝাই জিপসি গাড়ির দিকে তেড়ে আসছে। লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, পর্যটকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বন দপ্তর যা সিদ্ধান্ত নেবে তা অবশ্যই মানা হবে।

জঙ্গলের রাস্তায় তেড়ে আসছে হাতি। -ফাইল চিত্র

রান্নার গ্যাসে

প্রথম পাতার পর

শুরু করে সাধারণ উপভোক্তা, সবার কপালেই এখন চিন্তার গভীর ভাঁজ। জ্বালানি সংকট নিয়ে আমজনতাকে আশ্বস্ত করে মোদি জানান, দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক রাখতে সরকার সবরকম চেষ্টা করছে। কৃষকদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বাড়লেও সরকার ১২ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে ৩,০০০ টাকার ইউরিয়া ব্যাগ মাত্র ৩০০ টাকায় কৃষকদের দিচ্ছে।’ এদিন সংসদে দাঁড়িয়ে মোদি বলেন, ‘এই যুদ্ধ দীর্ঘ সময় ধরে চলার আশঙ্কা রয়েছে। করোনা অতিমারির সময় আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিলাম, সংকটেও আমাদের ঠিক সেভাবেই সতর্ক ও একজোট থাকতে হবে।’

আসন্ন গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ সংকটের আশঙ্কা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে মোদি বলেন, ‘বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত কয়লা মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সৌর ও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধিতেও জোর দেওয়া হয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী এদিন নাম না করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘যুদ্ধজয়ী’ হুংকার এবং ইরানের ‘হরমুজ অবরোধ’ নিয়ে দু’পক্ষকেই কড়া বার্তা দিয়েছেন। মোদির সাফ কথা, ‘ভারত সর্বদা মানবকল্যাণ এবং শান্তির পক্ষে। যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়, আলোচনার টেবিলে বসাই একমাত্র পথ।’ ইরানকে বিঁধে তিনি বলেন, ‘হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে রাখা বা বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানো গ্রহণযোগ্য নয়। ভারত তা মেনে নেবে না।’ এদিকে, তেহরানের সঙ্গে ‘ফলপ্রসূ’ আলোচনার ভিত্তিতে তিনি ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে পাঁচদিনের জন্য হামলা স্থগিত রাখছেন বলে ট্রাম্প এদিন নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেন। যদিও ইরান এই দাবিকে আমেরিকার ‘পিছু হটা’ বলে বর্ণনা করেছে। এই ডামাডোলের মধ্যেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১১১ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় মোদি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, একদল মানুষ গুজব ছড়িয়ে বা কালোবাজারি করে এই পরিস্থিতির ফায়দা লোটার চেষ্টা করলেও কোনওভাবেই তাদের সফল হতে দেওয়া যাবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন।

যুদ্ধকবলিত অঞ্চল থেকে ইতিমধ্যে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি ভারতীয়কে নিরাপদে দেশে ফেরানো হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। ইরান থেকে ফিরেছেন ১,০০০ জন, যাঁদের বড় অংশই ডাক্তারি পড়ুয়া। প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। উপকূল অঞ্চলের নিরাপত্তা, সীমান্ত ও সাইবার সিকিউরিটির সঙ্গে যুক্ত সব সংস্থাকে চূড়ান্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গৌতমের পথে কাঁটা ‘মেয়র’

প্রথম পাতার পর

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে বিধায়ক হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী হন। তৃতীয়বার জয়ী হয়ে হ্যাটট্রিক করতেই ২০২১ সালে ফের ওই কেন্দ্র থেকে লড়াই করেছিলেন গৌতম। কিন্তু সেবার বিজেপির কাছে হারতে হয়। এরপর প্রথমে পুরনিগমের প্রশাসক এবং পরবর্তীতে ভোটে জিতে মেয়র পদে বসেন তিনি। তারপর চার বছর কেটে গিয়েছে।

শহরের উন্নয়নে তাঁর নেতৃত্বাধীন বোর্ড কতটা কাজ করেছে, সেই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বহু রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়, মাঝেমধ্যেই পানীয় জলের ভোগান্তি হচ্ছে, পথবাতির সমস্যা নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। মুড়িমুড়কির মতো বেআইনি নির্মাণ চলছে। গ্যাংয়ের দাপাদাপি এবং তাদের সঙ্গে দলেরই একাধিক কাউন্সিলারের যোগের অভিযোগ ওঠা অস্বস্তি বাড়িয়েছে বহুগুণ।

বহু কাউন্সিলারের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের মনে ক্ষোভের পাহাড় জমেছে। দলের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন প্রকাশ্যে মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে ‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’ বলেছেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে এবার বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি কেন্দ্রের প্রার্থী গৌতম। পুরনিগমের ৩৩টি ওয়ার্ড নিয়ে এই আসন। তাই, গত চার বছরে মেয়র হিসেবে গৌতমের ভূমিকা, কাউন্সিলারদের কাজ এবং সার্বিকভাবে বোর্ডের সাফল্য-ব্যর্থতার একটা প্রভাব যে তাঁর ভোটব্যাংকে পড়তে পারে- সেই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

দু’দিন আগে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরে গিয়ে বেহাল নিকাশিনালা, কাঁচা রাস্তা, পথবাতি নিয়ে বাসিন্দাদের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন গৌতম। বাসিন্দাদের বক্তব্য ছিল, ‘আপনি আমাদের মেয়র, তাই জানালাম।’ সোমবার সকালে ২৯-৩০ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়েও পুর পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন ধেয়ে আসে গৌতমের দিকে। যা শুনে কার্যত মেজাজ হারান বিধায়ক পদপ্রার্থী।

তিনি যখন তরাই স্কুলের মাঠে প্রচারে ব্যস্ত, তখন সংলগ্ন রাস্তা ধরে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। গৌতমকে দেখামাত্র স্লোগান ওঠে সেই ভিড় থেকে। পরে শংকর দাবি করেন, ‘মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ গৌতম দেব, তাই ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে।’ ভবিষ্যতে প্রচার চলাকালীন আর কত প্রশ্নবাণে গৌতমকে ঘায়েল হতে হয়, সেই নিয়ে চুপিসারে ফিশফাশ চলছে জোড়াফুল শিবিরের অন্দরমহলে।

সিআইআই-এর নয়া সদর দপ্তর

নিউজ ব্যুরো

২৩ মার্চ : শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে নিজেদের সক্ষমতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে কলকাতায় তাদের নবনির্মিত পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)। নতুন এই সদর দপ্তরটি কেবল সাজসজ্জাতেই নয়, বরং প্রযুক্তিতেও আমূল পরিবর্তন এনেছে। সম্পূর্ণ সদর দপ্তরটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্য এখানে বসানো হয়েছে সর্বাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি। শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনার জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ কোলাবরেশন স্পেস। সিআইআই-এর সদস্যদের জন্য এখানে রাখা হয়েছে বিশ্বমানের সুযোগসুবিধা।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, সিআইআই-এর এই আধুনিক পরিকাঠামো আগামীদিনে শিল্পজগৎ, সরকারকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতিতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করবে। এর ফলে পূর্ব ভারতের শিল্প বিকাশে এক নতুন গতির সঞ্চার হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সিআইআই (পূর্বাঞ্চল)-এর চেয়ারম্যান শাশ্বত গোয়েঙ্কা।

কত নামের নিষ্পত্তি, স্পষ্ট নয়

প্রথম পাতার পর

সব ঠিকঠাক থাকলে মঙ্গলবার তালিকা ছাপা হওয়ার পর তা বিভিন্ন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিওদের কাছে দেওয়ার পাশাপাশি সম্ভব হলে বুথগুলিতে তা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। রাত ৯টার পরও তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে। কিন্তু সাড়া মেলেনি। ফোন বা মেসেজ- কোনোটারই জবাব দেননি। প্রশ্ন উঠেছে, তালিকা নিয়েও। অনেকেই অভিযোগ করছেন, লিংকে গিয়ে নির্দিষ্ট বিধানসভা, বুথের নাম লিখে সার্চ করলেও কিছুতেই তালিকা ডাউনলোড করা যাচ্ছে না।

কমিশন হিসেব দিয়েছিল, এদিন বিকাল পর্যন্ত ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের মধ্যে ২৯ লক্ষ শুনানির নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তি হওয়া তালিকা ই-সাইন করে আদালত দিল্লির নির্বাচনি সদনে পাঠাবে। ৫টা পর্যন্ত ই-সাইন করা যত নামের তালিকা আদালত কমিশনকে পাঠাবে, সেটাই বিধানসভা ও বুথভিত্তিক বিভাজনের পর অতিরিক্ত তালিকা হিসেবে কমিশন প্রকাশ করবে। ফলে নিষ্পত্তি হওয়া এই ২৯ লক্ষের তালিকা থেকে অতিরিক্ত তালিকায় কত নাম প্রকাশ হবে তা নিশ্চিত ছিল না দুপুরে। এমনকি রাত একটা নাগাদ এই খবর লেখা পর্যন্তও তা স্পষ্ট হয়নি।

বিচারাধীন তালিকার নিষ্পত্তিতে কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার কাজ আগেই শেষ হয়েছিল। কয়েকটি জেলায় সেই অর্থে বিচারাধীন নেই বললেই চলে। ফলে রাজ্যের মোট ৮০ হাজার ৬৮১ বুথের মধ্যে যেসব বুথে কোনও বিচারাধীন ভোটার ছিলেন না সেখানে কোনও তালিকাও প্রকাশিত হবে না। তবে মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুরের মতো জেলাগুলি এখনও বেশকিছুটা পিছিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের পর যাঁরা বাদ পড়বেন তাঁরা ট্রাইবিউনালে আবেদন করতে পারবেন। ইতিমধ্যেই ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে ১৯টি ট্রাইবিউনাল গঠন সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই ট্রাইবিউনাল কবে থেকে কাজ শুরু করতে পারবে তা এখনও নিশ্চিত নয়।

সিইও মনোজ আগরওয়াল এদিন বলেন, ‘আমরা মুখ্যসচিবের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে ট্রাইবিউনালের কাজ করার জন্য জায়গা চেয়েছি। রাজ্য সরকার তা নির্দিষ্ট করলে মহামান্য প্রাক্তন বিচারপতিরা তা ট্রাইবিউনালের কাজের জন্য উপযুক্ত কি না বিবেচনা করবেন। তাঁদের সম্মতি মিললে সেই জায়গায় ট্রাইবিউনাল কাজ শুরু করবে। দ্রুত জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে মুখ্যসচিব চেষ্টা করছেন। আমরাও চাই ট্রাইবিউনালের মাধ্যমে ৬০ লক্ষের তালিকা থেকে বাদ পড়াদের দ্রুত নিষ্পত্তি হোক।’ যদিও ৯ এপ্রিল দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত দফার মনোনয়ন জমার শেষ তারিখের পর ট্রাইবিউনালে থাকা বিচারাধীনদের নিষ্পত্তির বিষয়ে কতটা গুরুত্ব থাকবে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে সংশয় রয়েছে। কারণ, ট্রাইবিউনালে থাকা বিচারাধীনরা কোনও মতেই ’২৬-এর ভোটে ভোটার হিসেবে বিবেচিত হবেন না। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ট্রাইবিউনালে থাকা বিচারাধীনদের নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ হওয়ার পরই স্বাভাবিক নিয়মে এই ট্রাইবিউনালগুলির অবলুপ্তি ঘটবে।

স্কুলের সময় বদল

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অস্থায়ী হেলিপ্যাডটিও ঘুরে দেখেন তাঁরা। বিকেলে ট্রায়াল হয়। পুলিশকর্তাদের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা সহ দলীয় নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, সভায় আনুমানিক ২০ হাজার মানুষের জমায়েত হবে।

একইদিনে নকশালবাড়িতে নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে মমতার নির্বাচনি সভা রয়েছে। সেদিন সকাল থেকেই নেতা-কর্মী-সমর্থকদের আনাগোনা চলবে। নেত্রীর আগে বাকিরা ভাষণ দেবেন। মাইকে স্লোগান উঠবে মুহুর্মুহু। বিকাল চারটে নাগাদ মঞ্চে উঠবেন মমতা। এদিকে, বিপাকে পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয় খোলা রাখা হবে, নাকি বন্ধ- এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি তারা। যদিও মাঠে সভা করার অনুমতি মিলেছে ইতিমধ্যে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সোমবার বললেন, ‘মাঠে সভা করার অনুমতি নিয়েছি। স্কুল যেমন চলে, তেমন চলবে। মুখ্যমন্ত্রী বিকেল ৪টায় আসবেন। ৩টের সময় ছুটি হয়ে যাবে। তাই সমস্যা হবে না।’ বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুনীতা সাহা দাবি করলেন, স্কুলের মাঠে সভার অনুমতি প্রশাসন থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, একটি রাজনৈতিক দলের সভার জন্য কেন স্কুলে তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়া হবে? একইভাবে জাবরাভিটায় দুটো বিদ্যালয়ের সময়সূচিই বদলে ফেলা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য। জাবরাভিটা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌতম রায় এদিন বললেন, ‘আমরা সভার অনুমতি দিয়েছি। তবে, পড়াশোনায় যেন ক্ষতি না হয়, সেজন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে আবেদন জানিয়েছি যাতে ওইদিন মর্নিং শিফটে স্কুল চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়।’ জাবরাভিটা বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম সিনহার বক্তব্য, ‘বুধবার সভার জন্য পঠনপাঠনে অসুবিধে হবে না। শুনেছি, ওইদিন সকালে স্কুল খোলা হবে। এই নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে চূড়ান্ত নির্দেশিকা পাওয়ার পর অভিভাবকদের জানিয়ে দেওয়া হবে।’ রাজগঞ্জ ওয়েস্ট সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক শুভ্রজ্যোতি বর্মন জানালেন, স্কুল খোলার সময় বদল হচ্ছে বলে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।’

সভার প্রস্তুতির দেখভালের দায়িত্বে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ি-৩ টাউনের সভাপতি জয়দীপ নন্দীর সাফাই, ‘দুটি স্কুলের তরফে ছাড়পত্র নিয়ে সভা হচ্ছে। লেখাপড়া বন্ধ হবে না। বিতর্কের কিছু নেই।’ দলীয় প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার যুক্তি, ‘পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটছে না। ১১টা থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা, সেটা ৭টা থেকে হবে।’

বিজেপি প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, ‘দলীয় কর্মসূচির কারণে স্কুলের সময় বদলানো কাম্য নয়। আসলে ওরা নিয়ম মানে না। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও চিন্তাভাবনা নেই।’ একই কথা সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিংয়ের।

নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের টিআইসি সুনীতাকে সময়ের আগে ছুটি দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলেই তিনি জানান, এই বিষয়ে আলোচনা এখনও হয়নি। তিনি ছুটিতে, তাই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কেকা রায়। কেকাকে সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিট থেকে ৭টা ২০ মিনিট পর্যন্ত একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি কেটে দেন। তারপর মোবাইলের সুইচ অফ করে দেন। স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা নকশালবাড়ি সার্কালের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক চিরঞ্জিত ঘোষকে সন্ধ্যা ৬টা ৪৪ মিনিট থেকে ৭টা ২৭ মিনিট পর্যন্ত বারবার ফোন করা হলে তিনিও কেটে দেন। এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। বিজেপির মাটিগাড়া- নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের কটাক্ষ, ‘স্কুলের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভা হচ্ছে, এটাই তো সবথেকে বড় অনৈতিক কাজ। এতে পঠনপাঠনে বিঘ্ন ঘটবে। তৃণমূল কোনও নিয়মনীতিই মানে না।’

ক্ষোভের চোরাস্রোতে ওলট-পালটের পূর্বাভাস

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের এই ‘সেফ সিট’ নিয়ে এবার তাই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। তবে কি বিধায়কের সংখ্যালঘু গড়ে পদ্মের হাওয়া?

২০১১ থেকে টানা কুমারগঞ্জ আসনটি তৃণমূলের। তবে দশ বছরের বিধায়ককে নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ ছিল। প্রার্থী বদলের দাবিও ছিল। সেই তোরাফকে ফের প্রার্থী করায় প্রচার বা দেওয়াল লিখনে চনমনে ভাবটা উধাও। তার ওপর এই কেন্দ্রে প্রায় ৩০ হাজার নাম বিচারাধীন তালিকায়। বিধায়ক নিজেও বিচারাধীন। ‘এসআইআর’ আতঙ্ক তাড়া করছে শাসক শিবিরকে।

এই সুযোগে পদ্ম ফোটানোর আশায় বুক বাঁধছেন গেরুয়া শিবিরের হেভিওয়েট প্রার্থী শুভেন্দু সরকার। তৃণমূল-বিজেপির এই টানাপোড়েনের মাঝে কারও কারও দিকে আবার সিপিএম প্রার্থী, স্কুল শিক্ষক মোফাজ্জল হোসেনের প্রতি তৈরি হয়েছে ‘আচমকা ভালোবাসা’। বাম- কংগ্রেসের ভোট কাটাকুটিতে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে কোপ পড়লে বিজেপির সুবিধা হয়ে যেতে পারে।

যদিও দু’বারের বিধায়ক তোরাফ হোসেন ভোট করিয়ে নেওয়ার ‘কায়দা-কৌশল’ জানেন। বিধায়কের অনুগামীরা বিজেপির চাপের কথায় হাসেন। তাঁদের ভাষায় বিধায়ক ‘স্লো বাট স্টেডি’ নীতিতে চলেন। অতএব ‘ধীরে রজনী ধীরে’। কুমারগঞ্জে তৃণমূল বিরোধী ক্ষোভের আগুনে অবশ্য ঘি ঢালছে আত্রেয়ীর বুক খালি করে মাফিয়াদের যথেচ্ছ বালি পাচার আর পানীয় জলের তীব্র সংকট।

২৭টি জায়গা থেকে বালি ওঠে কুমারগঞ্জে। শাসকদলের একাংশের মদতে বালি পাচারে ট্র্যাক্টরের দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ হলেও ভয়ে কিছু বলতে পারেন না স্থানীয়রা। ২০০ কোটি টাকার জলপ্রকল্প কবে বাস্তব হবে কেউ জানে না। ভোওর গ্রাম পঞ্চায়েতের আবুল কালাম আজাদ থেকে দিওরের অনীতা রায়- সবারই এক অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছায় না সাধারণের ঘরে।

পুকুরের জলে গৃহস্থালির কাজ চললেও পানের জন্য টিউবওয়েলের জল ভরসা। গরম আসছে, টিউবওয়েলেও জল উঠবে না আর। কেউ অভিযোগ করছেন ‘মুখ দেখে’ ঘর দেওয়ার, কেউ বলছেন জল কিনে খাওয়ার কষ্টের কথা। অন্যদিকে, গোয়া বা হায়দরাবাদ থেকে ভোট দিতে ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের গলায় এলাকায় কাজ না পাওয়ার হাহাকার।

হায়দরাবাদ ফেরত সঞ্জিত হেমব্রম বলছিলেন, ‘এবার ভোট দিতেই হবে, নাহলে এসআইআর-এ নাম কাটা যেতে পারে। তাই এলাম। ভোট শেষ হলে ফিরে যাব। এখানে কাজ কোথায়!’ তৃণমূলের পুরোনো কর্মীরাও আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, মাহমুদা বেগম বিধায়ক থাকার সময়ে কলেজ, আইটিআই হয়েছিল। কিন্তু গত দশ বছরে কোনও বড় প্রকল্প আসেনি। দলীয় কর্মীদেরও গুরুত্ব দেননি বিধায়ক।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ‘হিন্দু খতরে মে হ্যায়’ ন্যারেটিভ। একসময়ের সিপিএম করা হিন্দু দোকানদারের সাফ কথা, ‘এবার বিজেপি ছাড়া উপায় নেই।’ বসন্তের আবহাওয়া যেমন এবার উলটে-পালটে গিয়েছে, কুমারগঞ্জের ভোটের আবহাওয়াতেও যেন ওলট-পালটের ইঙ্গিত।

অধরা ট্রফির খোঁজে টিম প্রীতি

মাঝে আর তিনদিন। আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। ২৮ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচ। পর্দা ওঠার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, কার কোথায় দুর্বলতা, খতিয়ে দেখতে আজ পাঞ্জাব কিংস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

পাঞ্জাব কিংস

» মেগা লিগে ট্রফিহীন দলের তালিকায় অন্যতম। গোটা টুর্নামেন্টে দুরন্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েও '২৫-এর ফাইনাল যুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে আটকে যায় ট্রফি জয়ের স্বপ্ন। এবার শেষ ধাপের হার্ডল টপকাতে বদ্ধপরিকর শ্রেয়স আইয়ার-রিকি পন্টিং জুটি।

২০২৫-এ রানার্স

অধিনায়ক : শ্রেয়স আইয়ার

হেড কোচ : রিকি পন্টিং। **সহকারী কোচ :** ব্র্যাড হ্যাডিন
স্পিন বোলিং কোচ : সাইরাজ বাহুতুলে
ফাস্ট বোলিং কোচ : জেমস হোপস
ঘরের মাঠ : মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং স্টেডিয়াম, মুল্লানপুর, মোহালি
প্রথম ম্যাচ : ৩১ মার্চ, গুজরাট টাইটান্স
দামি ক্রিকেটার : শ্রেয়স আইয়ার (২৬.৭৫ কোটি)

স্কোয়াড

রিটেইন
রেকর্ডসংখ্যক ২১ জন ক্রিকেটারকে এবার ধরে রাখে পাঞ্জাব কিংস

নিলাম থেকে
কুপার কনোলি (৩ কোটি), বেন ডোয়ারহুইস (৪.৪ কোটি), প্রবীণ দুবে ও বিশাল নিশাদ (দুইজনেই ৩০ লক্ষ)

শক্তি

পন্টিং-শ্রেয়স জুটি : দিল্লি ক্যাপিটালসেও দুইজনের জুটি বেশ সফল ছিল। পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতে প্রথম বছরেই (২০২৫) যার ঝলক। অভিজ্ঞতা, দক্ষতার সঙ্গে কোচ-অধিনায়কের বোঝাপড়া প্লাস পয়েন্ট।

বোলিং বৈচিত্র্য : অর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেনের সঙ্গে পেস ব্রিগেডে লকি ফার্গুসন। স্পিন বিভাগে তরুণ হরপ্রীত ব্রারের সঙ্গে যুযবেন্দ্র চাহাল।

ব্যাটিং গভীরতা : মিডল অর্ডারে মিচেল ওয়েন, মার্কাস স্টোয়িনিস, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই-ত্রয়ীর আগুন ব্যাটিং অস্ত্র পন্টিংয়ের। শ্রেয়সের উপস্থিতি গভীরতা বাড়িয়েছে। ফিনিশারের ভূমিকাতে সফল শশাঙ্ক সিংও।

দুর্বলতা

ধারাবাহিকতা : ধারাবাহিকতা বরাবরের সমস্যা। গতবার যে রোগ সারার প্রতিশ্রুতি ছিল পন্টিংয়ের দলের। এবার? উত্তর খোঁজার পালা।

ফার্গুসন-ধোঁয়াশা : প্রথম পর্বে লকি ফার্গুসনকে পাওয়া যাবে না। প্রথম সন্তানের জন্মের কারণে পরিবারের সঙ্গে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের স্পিডস্টার ।

এক্স ফ্যাক্টর

ওপেনিং জুটি
প্রভসিমরান সিং-প্রিয়াংশ আর্য, অনামি দুই ওপেনারের দায়িত্বশীল এবং বিস্ফোরক যুগলবন্দি চমকে দিয়েছিল। যুবরাজ সিংয়ের ক্লাসেও বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দুইজনে এবার আরও ধারালো।

সেরা পারফরমেন্স : ২০১৪, ২০২৫ (রানার্স)
গতবার : রানার্স
সর্বাধিক স্কোর : ২৬২/২, কলকাতা নাইট রাইডার্স
সর্বনিম্ন রান : ৭৩, রাইজিং পুনে সুপার জায়েন্টস, ২০১৭
বড় জয় : ১১১, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০১১

ব্যক্তিগত পারফরমেন্স (২০২৫)
সর্বাধিক রান : শ্রেয়স আইয়ার (৬০৪ রান), প্রভসিমরান সিং (৫৪৯), প্রিয়াংশ আর্য (৪৭৫)
সর্বাধিক উইকেট : অর্শদীপ সিং (২১ উইকেট), মার্কো জানসেন (১৪), যুযবেন্দ্র চাহাল (২৪)
সেরা বোলিং : ২৯/৪, অর্শদীপ সিং (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ)

থিম সং : ঝুম পাঞ্জাবি...
ম্যাসকট : রকি (সিংহ)

সম্ভাব্য একাদশ : প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্য, শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), মিচেল ওয়েন/আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মার্কাস স্টোয়িনিস, শশাঙ্ক সিং, নেহাল ওয়াধেরা, হরপ্রীত ব্রার, অর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেন/লকি ফার্গুসন ও যুযবেন্দ্র চাহাল।

মাহির কাছে আবদার ৬০ বছর পর্যন্ত খেলো

চেন্নাই, ২৩ মার্চ : আইপিএল প্রস্তুতির মাঝে হালকা মেজাজে মহেন্দ্র সিং ধোনি। ব্যস্ত সতীর্থ সরফরাজ খানের ছোট্ট ছেলের সঙ্গে খেলার মজা নিতে! কোলে তুলে নিয়েও 'জুনিয়ার' সরফরাজের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন। হলুদ ব্রিগেডের প্রস্তুতি শিবিরে মাহির যে ভিডিয়ো রীতিমতো ভাইরাল।

কারও কারও মজাদার টিপ্পনি--আগামী দিনে পেশাদার ক্রিকেটেও কি দেখা যাবে জুনিয়ার সরফরাজের সঙ্গে মাহিকে খেলতে? চুয়াল্লিশে পা রেখেও আইপিএলে বহাল তবিয়তে রয়েছেন ধোনি। গত কয়েক বছর ধরেই 'এইবার শেষ'-এর জল্পনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। এরমধ্যেই দক্ষিণের সুপারস্টার শিবকার্তিকেয়নের আবদারমাখানো জিজ্ঞাসা-'তুমি কি ৬০ বছর বয়সেও খেলবে?'

রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের ফ্যান ইভেন্ট 'রোর ২৬' ঘিরে কার্যত চাঁদের হাট। মুথাইয়া মুরলীধরন, আম্বাতি রায়াডু, লক্ষ্মীপতি বালাজি, মাইকেল হাসি সহ একঝাঁক প্রাক্তন তারকা। ছিলেন বর্তমান দলের খেলোয়াড়, তাঁদের পরিবার। ব্যতিক্রম নন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর তথা সুপার কিংসের ঘরের ছেলে ডোয়েন ব্রাভো। বর্ণময় যে অনুষ্ঠানে সুরেশ রায়না ও ম্যাথু হেডেনের হাতে 'হল অফ ফেম'-এর সম্মান তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান অবশ্য জমিয়ে দেয় তামিল সুপারস্টার শিবকার্তিকেয়নের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির মজাদার কথোপকথন। 'থালার' কাছে শিবকার্তিকেয়নের জিজ্ঞাসা, 'তুমি কি ৬০ বছর পর্যন্ত খেলবে?' অনুষ্ঠান হলে উপস্থিত সবাই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। সবাইকে থামিয়ে মাহির জবাব-'কখনই সম্ভব নয়।'

২০২৬ সম্ভবত শেষ বছর। তারপর হয়তো অন্য ভূমিকায়। সেই সম্ভাবনাকে পাস কাটিয়ে শিবকার্তিকেয়নের নতুন আবদার, আরও একটা দশক, আইপিএলের পিচে সবাই দেখতে চায় তাদের প্রিয় 'থালা'-কে। সমস্বরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে যেন তারই সমর্থন। এবারও ঠান্ডা মাথায় মাহির উত্তর-'কঠিন। সম্ভব নয়। ফিটনেস ক্রমশ কমবে। বাড়বে না।' এরপর সংযোজন, 'আমি চেষ্টা করব!' সেটাই অনেক ভক্তদের জন্য। শিবকার্তিকেয়নের জবাব, 'উত্তর আমরা পেয়ে গিয়েছি।'

বাইশ গজে আবার পুরোনো ঝলক মুথাইয়া মুরলীধরনের। বর্তমান তারকা সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ব্যাট-বলের টক্করে শেষ হাসি হাসলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি! এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে মুরলীর ফ্লাইটে পরাস্ত সঞ্জু। স্টাম্পিংয়ের বাকি কাজটা সেরে নেন মাহি! কে বলবে ২০১১ সালে বিশ্ব ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়েছেন মুরলী।

শিবকার্তিকেয়নের আবদার

আরও একটা দশক, আইপিএলের পিচে সবাই দেখতে চায় তাদের প্রিয় থালা-কে।

ধোনির উত্তর

কঠিন। সম্ভব নয়। ফিটনেস ক্রমশ কমবে। বাড়বে না। (*একটু থেমে*) আমি চেষ্টা করব!

সরফরাজ খান ও তাঁর ছেলে সাজিলের সঙ্গে হালকা মেজাজে মহেন্দ্র সিং ধোনি। চেন্নাই সুপার কিংসের সাজঘরে।

ভিনিসিয়াসের জোড়ায় ডার্বি রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৩ মার্চ : পাঁচ গোলের রুদ্ধশ্বাস মাদ্রিদ ডার্বি। ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের জোড়া গোলে জয়ী রিয়াল মাদ্রিদ।

স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুর মাঠে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারাল রিয়াল। ম্যাচের শুরুটা ভালোই করেছিল অ্যাটলেটিকো। ৩৩ মিনিটে প্রতিআক্রমণ থেকে গোলও তুলে নেয় তারা। প্রথমার্ধে গোল শোধ করতে পারেনি রিয়াল। মাদ্রিদ জায়েন্টরা ম্যাচে ফিরল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে। ব্রাহিম দিয়াজকে নিজেদের বক্সে ফাউল করেন অ্যাটলেটিকোর ডেভিড হাঙ্কো। ৫২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে রিয়ালকে সমতায় ফেরান ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

তিন মিনিটের ব্যবধানে ফের প্রত্যাঘাত হানে রিয়াল। গোল করেন ফেডেরিকো ভালভের্দে। এরপরও ক্রমাগত রিয়াল রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টায় ছিল অ্যাটলেটিকো। তারই ফসল ৬৬ মিনিটে নাহুয়েল মোলিনার গোল। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁক খাওয়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৭২ মিনিটে কার্যত একক দক্ষতায় ফের গোল করেন ভিনি। বক্সের সামনে থেকে বাঁক খাওয়ানো শটে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। এরপরও সুযোগ পেয়েছিল অ্যাটলেটিকো। হুলিয়ান আলভারেজের শট পোস্টে প্রতিহত না হলে ভুগতে হতেই পারত রিয়ালকে।

ম্যাচ শেষে জয়ের নায়ক ভিনিসিয়াস বলেছেন, 'এই জয়ে দলের সবার কৃতিত্ব রয়েছে। গোল হজমের পরও মাথা ঠান্ডা রেখেছি আমরা। সেইজন্যই শেষপর্যন্ত সমর্থকরা হাসিমুখে ফিরতে পেরেছেন।'

জোড়া গোলের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

ওয়ার্নারদের জঙ্গি হুমকিতে টলমল পিএসএল

ইসলামাবাদ, ২৩ মার্চ : জঙ্গি-ইনডেক্সে বিশ্বের এক নম্বর দেশের তকমা বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে পাকিস্তানের। এরমধ্যেও অস্বস্তির কাঁটা ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথ সহ বিদেশি ক্রিকেটারদের দেওয়া পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীর হুমকি। সতর্কবাণী, নিজেদের দায়িত্বেই যেন পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলতে আসেন ক্রিকেটাররা।

তেহরিক-ই-তালিবানের (টিটিপি) শাখা সংগঠন জামাত-উল-আহরারের এক সিনিয়ার কমান্ডার ক্রিকেটার এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের বোর্ডকে কার্যত হুমকি দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডগুলিকে বলব, তারা যেন পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার জন্য খেলোয়াড়দের না পাঠায়। যদি অপ্রীতিকর কিছু ঘটে তার দায়িত্ব আমাদের নয়। আগে থেকে আমরা কিন্তু সতর্ক করে দিলাম। প্লেয়াররা যাতে পিএসএলে অংশ না নেয়, তার জন্য সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপাব।'

তেহরিক-ই-তালিবানের (টিটিপি) শাখা সংগঠন জামাত-উল-আহরারের হুমকি

সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডগুলিকে বলব, তারা যেন পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার জন্য খেলোয়াড়দের না পাঠায়। যদি অপ্রীতিকর কিছু ঘটে তার দায়িত্ব আমাদের নয়। আগে থেকে আমরা কিন্তু সতর্ক করে দিলাম। প্লেয়াররা যাতে পিএসএলে অংশ না নেয়, তার জন্য সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপাব।

নিরাপত্তা ও জ্বালানি সমস্যায় এমনিতেই থরহরিকম্প পিএসএলের। লাহোর ও করাচি, শুধুমাত্র দুই কেন্দ্রে শূন্য গ্যালারিতে লিগ আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছে। মূলত পশ্চিম এশিয়া সংঘাতের জেরে এই সিদ্ধান্ত নেন। জানান, চলতি জ্বালানি সমস্যার মধ্যে তিরিশ হাজার দর্শক রেখে ম্যাচ আয়োজন করা সমস্যা। কঠিন হলেও তাই এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।

তবে জঙ্গি হুমকিতে পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে। স্মিথ ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন। তারকা বিদেশিদের তালিকায় এছাড়াও রয়েছে মার্নাস লাবুশেন, মইন আলি, ডেভন কনওয়ে, অ্যাডাম জাম্পারাও। পিসিবি-র মাথাব্যথা বাড়িয়েছেন খেলোয়াড়রাও। লিগে অংশগ্রহণের জন্য বাড়তি অর্থ দাবি করেছেন অনেকে।

২৪১ স্ট্রাইক রেটে ফের তাল ঠুকছেন বিরাট

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ : প্রথমবার চ্যাম্পিয়নের শিরোপা নিয়ে মাঠে নামা। প্রথম আঠারো আসরে অধরা মাধুরি ধরার আকুতি ছিল। এবার সেখানে খেতাব ধরে রাখার ছটফটানি! ২০২৫ সালে পাওয়া প্রথম আইপিএল ট্রফি হাতছাড়ায় নারাজ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ইনটেন্ট প্র্যাকটিস এবং গতকালের প্রস্তুতি ম্যাচে তারই প্রতিফলন।

দলের পুরো ব্যাটিং লাইনআপই তুরীয় মেজাজে। হাইস্কোরিং ম্যাচে জিতেশ (৩৭ বলে ৮১) আগ্রাসী ইনিংসের জবাব দিয়ে ম্যাচ বের করে নেন অধিনায়ক রজত পাতিদার। আগ্রাসনের যে রিংটোন সেটের দায়িত্বে আরসিবি-র প্রাণভোমরা বিরাট কোহলি স্বয়ং। ২৪১ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট ঘোরালেন। ১২ বলে ২৯ রানের ক্যামিও ইনিংসে বার্তা পরিষ্কার-মেজাজটাই আসল রাজা।

জিতেশের ইনিংসের সুবাদে টিম ভেঙ্কটেশ আইয়ারের স্কোর ২৩৪/৭। স্বস্তি বাড়িয়ে টিম ডেভিডও ১৪ বলে ৩৬ করেন। জবাবে দেবদত্ত পাডিক্কাল (৩৩ বলে ৬৩), ক্রুণাল পান্ডিয়া (৩৩ বলে ৫৮) ও পাতিদারের (২৫ বলে ৭৪) দাপটে শেষপর্যন্ত টেক্কা টিম ক্রুণালের। ফলাফল অবশ্য গৌণ। ব্যাটারদের ফর্মে থাকাটা সেখানে স্বস্তি দিচ্ছে।

প্রস্তুতি, প্র্যাকটিস ম্যাচের মাঝে বিরাট আবার গত ফাইনালের স্মৃতি রোমন্থনে ভাসলেন। আইপিএলের প্রথম দিন থেকে আরসিবি-তে সতীর্থ হিসেবে পাওয়া রমেশ মানের (টিম ম্যাসিওর ও কেয়ারটেকার) কথাও টেনে আনেন। বলেছেন, 'আমাদের জন্য স্মরণীয় রাত। প্রথম দিন থেকে আরসিবি-তে আছি। রমেশ মানেও। আমরা সম্ভবত দলের সবচেয়ে পুরোনো সদস্য। ম্যাচ শেষে ১৮ বছরের আইপিএল স্মৃতি ভিড় করছিল। সমস্ত ওঠা-পড়া, সাফল্য ব্যর্থতা, কত কিছু। যা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। সারাজীবন যা মনে রাখব।'

অতীতে একাধিকবার ফাইনালে উঠেও কাপ ফসকেছে। কিন্তু বিরাটের কাছে তা চাপ নয়, বরং সাফল্যের জেদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। সতর্ক হলেও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। বিরাটের মতে, প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংসও ভালো খেলে ফাইনালে উঠে এসেছে। কিন্তু জয়ের মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয় বিরাটের ব্যাট থেকেই। ম্যাচ গড়িয়েছিল শেষ ওভারে। অবিশ্বাস্য কিছু ঘটানোর নেশায় বুঁদ শশাঙ্ক সিং। কিন্তু হ্যাজেলউডের সামনে তা আটকে যায়। বিরাট বলেছেন, 'শেষ ওভারে একটাই প্রার্থনা ছিল জোশ (হ্যাজেলউড) যেন নো বল না করে। জানি ও নো করে না। তারপরও চাপে ছিলাম। বিশেষত শেষ তিনটি বল। আমার কেরিয়ারের অন্যতম কঠিন মুহূর্ত।'

অনুশীলন ম্যাচেই ওপেনিং জুটির রসায়ন ঠিক করে নিচ্ছেন বিরাট কোহলি-ফিল সল্ট।

ক্যান্ডিডেটস দাবা থেকে নাম প্রত্যাহার হাম্পির

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : ২৮ মার্চ থেকে ক্যান্ডিডেটস দাবার আসর বসছে সাইপ্রাসে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিয়ে আগেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার কোনেরু হাম্পি। এবার নাম প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি।

এবার ক্যান্ডিডেটসে খেতাবের অন্যতম দাবিদার ছিলেন হাম্পি। শুধু তাই নয়, এই প্রতিযোগিতা থেকেই মহিলাদের দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জায়গা নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে। তবে হাম্পি জানিয়েছেন, 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তার চেয়ে বড় কিছুই নয়। সেই কারণেই নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত। আমার অনেক বছরের পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, ত্যাগ জলে গেল। সিদ্ধান্তটা কঠিন ছিল। তবে আমি প্রতিযোগিতার স্থান পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিলাম। সেটা না হওয়ায় নাম প্রত্যাহার করতেই হল।'

হাম্পির পরিবর্তে ক্যান্ডিডেটসে অংশগ্রহণ করবেন ইউক্রেনের গ্র্যান্ড মাস্টার আনা মুজিচুক। এদিকে হাম্পির নাম প্রত্যাহারের পরও বিশ্ব দাবা সংস্থা ফিডে জানিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সাইপ্রাসেই ক্যান্ডিডেটসের আসর বসছে।

নজির গড়ে লিওনেল মেসি।

পেলের রেকর্ড ভাঙলেন মেসি

নিউ ইয়র্ক, ২৩ মার্চ : কয়েকদিন আগেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের মাইলস্টোনে পা রেখেছিলেন। এবার কিংবদন্তি পেলের রেকর্ড ভাঙলেন লিওনেল মেসি। রবিবার রাতে মেজর লিগ সকারে নিউ ইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে গোল করে ইন্টার মায়ামিকে সমতায় ফেরান আর্জেন্টাইন তারকা। পরে মায়ামি ৩-২ গোলে ম্যাচটি জেতে। স্কোরশিটে নাম তুলে ফ্রি-কিক থেকে ৭১টি গোল করে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন মেসি। টপকে গিয়েছেন পেলেকে (৭০টি)। ফ্রি-কিক থেকে গোলের বিচারে সবার আগে রয়েছেন ব্রাজিলের জুনিনহো পারনামবুকানো (৭৭টি)। তবে মেসি যা ফর্মে রয়েছেন তাতে শীর্ষে পৌঁছানো সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

স্টার্কের 'ছাড়পত্র' নিয়ে ধোঁয়াশায় দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : শুরুর আগেই মিচেল স্টার্ককে নিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের পরিকল্পনা ঘেঁটে ঘ। দলের এক নম্বর বোলারকে ছাড়াই আইপিএলে অভিযান শুরুর চ্যালেঞ্জ। স্টার্ককে ঠিক কবে পাওয়া যাবে, তাও পরিষ্কার নয়। অপেক্ষা আপাতত কত দ্রুত অজি স্পিডস্টারের ছাড়পত্র মিলবে।

দিল্লির হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানি বলেছেন, 'স্টার্কের 'এনওসি' নিয়ে কোনও খবর আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নেই। আপাতত অপেক্ষা করছি, কবে তা মিলবে এবং স্টার্ককে পাওয়া যাবে।' দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বেণুগোপাল রাও জানিয়েছেন, স্টার্কের ফিটনেস নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। ম্যাচ ফিট হলেই চলে আসবে। তারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের কথায়, অপেক্ষা থাকলেও স্টার্কের 'শূন্যতা' পূরণের রসদ রয়েছে তাঁদের হাতে। স্টার্ক বাঁহাতি। তাই বাঁহাতি বোলারই দরকার, তার কোনও যুক্তি নেই। থঙ্গরাসু নটরাজন গত মরশুমে দায়িত্ব দারুণভাবে সামলেছেন। স্টার্কের অনুপস্থিতিতে ফের ভালো বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন নটরাজন।

৩৬ নম্বরের কাছে হার আলকারাজের

ওয়াশিংটন, ২৩ মার্চ : মায়ামি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন প্রতিযোগিতায় শীর্ষবাছাই কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। সোমবার বিশ্বের ৩৬ নম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেবাস্তিয়ান কোরডার কাছে ৬-৩, ৫-৭, ৬-৪ গেমে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যান স্প্যানিশ তারকা। মায়ামি ওপেনে হারার পর আলকারাজ বলেছেন, 'আপাতত কয়েকদিন বিশ্রাম নেব। সামনেই ক্লে কোর্টের মরশুম শুরু হবে। তারজন্য প্রস্তুতি শুরু করব।'

সতর্ক মোহনবাগান একদিন আগে পৌঁছাবে জামশেদপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে হারের ফলে এবার সতর্ক মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট দুইদিন আগেই জামশেদপুর যাচ্ছে।

বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ড্র এবং মুম্বইয়ের কাছে ঘরের মাঠে হারের ফলে হঠাৎই বেসামাল সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ সের্জিও লোবেরাও বুঝতে পারছেন, মাত্র ১৩ ম্যাচের লিগে পরপর পয়েন্ট হারালে চ্যাম্পিয়নশিপের স্বপ্ন ক্রমশ দূরে সরবে। তাই জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে যা যা সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, সবটাই করছেন। ইতিমধ্যেই টানা দিন পাঁচেকের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। যাতে ফুটবলাররা মানসিক ক্লান্তি কাটিয়ে তরতাজা হয়ে ফিরতে পারেন। একইসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জামশেদপুর ম্যাচের দুইদিন আগে দলবল নিয়ে স্টিল সিটিতে পৌঁছে যাবেন। যাতে পুরো একটা ট্রেনিং সেশন ওখানে পাওয়া যায়। তাছাড়া ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ারও সুযোগ পাবেন ফুটবলাররা। জামশেদপুর কাছে বলে সকালে অনুশীলন করে বাসেই যায় মোহনবাগান। সেক্ষেত্রে একদিন আগে গেলে বাসের ক্লান্তি কাটানোরও সুযোগ থাকে না। কিন্তু একদিন আগে পৌঁছালে সেই সন্ধ্যা পরদিন সকাল পর্যন্ত পুরো বিশ্রামে থাকতে পারবেন ফুটবলাররা। এসব ভেবেই এই সিদ্ধান্ত লোবেরার।

ফুটবলাররাও আপাতত আগের দুই ব্যর্থতা ভুলে সামনে তাকাতে চান। অধিনায়ক শুভাশিস বসু এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অতীতে কী হয়েছে সেই নিয়ে আর ভাবতে চাই না। এখন আমাদের সামনের দিকে ফোকাস করতে হবে। পরের ম্যাচগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য থেকে সরছি না।' লোবেরাও বলছেন, 'এই হার আমাদের কাছে অসম্ভব বেদনাদায়ক। তবে আমাদের কাছে লক্ষ্য একটাই। আর সেটা হল আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া।' ইতিমধ্যেই পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করে ফেলা মোহনবাগান শেষপর্যন্ত সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

মহমেডান যেন চাঁদমারি

রেকর্ড ছুঁল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-৭ (আনোয়ার-২, ইউসেফ-২-পেনাল্টি ২ সাউল-পেনাল্টি, বিষ্ণু) মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মার্চ : পয়েন্ট পাওয়া থেকে আরম্ভ করে গোলপার্থক্য বাড়ানো কী ব্যক্তিগত গোল সংখ্যা বাড়ানো! এসব কিছুর জন্যই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে এবার চাঁদমারি বানিয়ে ফেলেছে আইএসএলের বাকি দলগুলি।

এদিন যেমন টানা তিন ম্যাচ না জেতা ইস্টবেঙ্গলের জয়ে ফেরার জন্য মহমেডানের মতো একটা দলই দরকার ছিল। যাদের হাতে ঢাল-তরোয়াল তো দূরের কথা সামান্য সবজি কাটার ছুরিও নেই। ফলে প্রথম মিনিট থেকেই আত্মসমর্পণ করে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলের। ৬ মিনিট থেকে গোল হওয়া শুরু। প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এই অর্ধেরই ৩৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখে ১০ জন হয়ে মহমেডান আরও সুবিধা করে দেয় প্রতিপক্ষের। মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধানে দুইটি হলুদ এবং লাল কার্ড দেখেন জোসেফ লালমুনুয়া। একবার মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং দ্বিতীয়বার এডমুন্ড লালরিনডিকাকে বক্সের মধ্যে টেনে ফেলে দলকে বিপদে ফেললেন। দুইটি পেনাল্টির মধ্যে ১৩ মিনিটে বক্সের মধ্যে মিগুয়েলকে ট্যাকল করেন সাজ্জাদ হুসেইন পেয়ারে। ১৪ মিনিটে ইউসেফ এজেজ্জারির পেনাল্টি থেকে গোল। তার আগেই প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে মাটি ঘেঁষা বাঁ পায়ের শটে দুর্দান্ত গোল আনোয়ার আলির। ৩৮ মিনিটে সাউল ক্রেসপোর পেনাল্টি থেকে গোলটা

গোল করার পর ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে পিভি বিষ্ণু। -ডি মণ্ডল

গোলের পর সাউল ক্রেসপোকে অভিনন্দন ইউসেফ এজেজ্জারির। কলকাতায় সোমবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

নজরে পরিসংখ্যান

আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের সর্বাধিক ব্যবধানে জয়।

২০২৩ সালে ৪ ডিসেম্বর ইস্টবেঙ্গল ৫-০ গোলে জিতেছিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে।

২০১৫ সালে এফসি গোয়া ৭-০ গোলে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়েছিল।

ওই এডমুন্ডকে ফেলে দেওয়ার জন্য এবং দুইটি পেনাল্টি নিয়েই বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। তবু মাঠে আসা শ'খানেক মহমেডান সমর্থকের কাছ থেকে ক্রিস্টাল জনকে 'হায় হায়' শুনতে হল। শুধু তাই নয়, বিরতির পর ফের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারির চেয়ার খুলে ছুড়লেন তাঁরা। হয়তো হতাশা সঠিক। সেটা তাঁদের দেখানো উচিত ছিল নিজেদের ক্লাবের কর্তাদের প্রতি। কাদের ধরে নিয়ে এসে একটা দল করা হয়েছে, সেই প্রশ্নই করা উচিত মহমেডান সমর্থকদের। একইসঙ্গে প্রশ্ন থাকবে মেহরাজের কাছে। তাঁর হাতে একটাও আইএসএল মানের ফুটবলার নেই, নেই কোনও স্ট্রাইকার। যে ডিফেন্সিভ ছকে চিরকাল রঘু নন্দীর মতো কোচরা আটকে দিয়েছেন বড় দলগুলিকে, তিনি সেভাবে খেলাবেন না?

প্রথমার্ধে গোল হল তিনটি। হতে পারত অন্তত আরও চারটি। কারণ এজেজ্জারি নিশ্চিত চারটি সুযোগ নষ্ট করেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই তিনি গোলসংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলেন। ৫৪ মিনিটে বক্সে ঢুকে পড়া মিগুয়েলকে পা ধরে টেনে ফেলে দেন পদম ছেত্রী। পেনাল্টির সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। ফের পেনাল্টি থেকে গোল এজেজ্জারির। পরিবর্ত নাওরেম মহেশ সিংয়ের একটা শট দুর্দান্ত সেভ করেন পদম। তবে আনোয়ারের নীচু ক্রস থেকে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার হেড পোস্ট ঘেঁষে বাইরে না গেলে দর্শনীয় গোল হতে পারত। তিনি না পারলেও ৭৫ মিনিটে পিভি বিষ্ণু এবং ৭৯ মিনিটে আনোয়ার ফের গোল পেলেন। ২১টা পেলেও অবশেষে এই শেষ দুই গোল কর্নার থেকে করে ইস্টবেঙ্গল। সংযুক্তি সময়ে শেষ গোল নন্দকুমার শেখরের। ৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে এটাই ইস্টবেঙ্গলের সর্বাধিক ব্যবধানে জয়। একইসঙ্গে ২০১৫ সালে এফসি গোয়ার ৭-০ গোলে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারানোর রেকর্ডও ছুঁয়ে ফেলল অস্কার ব্রুজোঁর দল।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, রাকিপ, আনোয়ার, জিকসন, বিষ্ণু, বিপিন (নন্দকুমার), সাউল (সৌভিক), রশিদ, মিগুয়েল (অ্যান্টন), এডমুন্ড (মহেশ), ইউসেফ (ডেভিড)।

মহমেডান : পদম, লালমুননুয়া, দীনেশ (হিরা), গৌরব, সাজ্জাদ, মহিতোষ, অমরজিৎ, লালথানকিমা (রোচারজেলা), ট্যাংভা (জুয়েল), ফারদিন (সাকা) ও অ্যাডিসন (রেমসাঙ্গা)।

বিশ্বকাপ নিয়ে মন্দিরে

পরম্পরা বললেন অক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মন্দিরে যাওয়া। গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবের যে পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক জারি। যদিও বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য অক্ষর প্যাটেল এরমধ্যে ভুলের কিছু দেখছেন না। দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটের এটাই পরাম্পরা। অতীতেও বারবার হয়েছে। সূর্য-গম্ভীরের মন্দিরে যাওয়া নতুন কিছু নয়। এরমধ্যে নেতিবাচক কিছু খোঁজা উচিত নয়।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার রুল নিয়ে রোহিতের পাশেই কার্যত দাঁড়ালেন। দ্বিধা ঝেড়ে অক্ষরের প্রতিক্রিয়া, 'আমি নিজে অলরাউন্ডার। ফলে এই নিয়ম (ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার) পছন্দ নয়। আগে দ্বৈত দায়িত্বের জন্য অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব পেত। এখন সেখানে নির্দিষ্ট বোলার কিংবা ব্যাটারকে গুরুত্ব দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তাহলে অলরাউন্ডারের কী দরকার? একজন অলরাউন্ডার হিসেবে যা ভালো লাগার কথা নয়। তবে নিয়ম যখন হয়েছে, তখন মানতে হবে।'

লক্ষ্য পরিষ্কার, সমর্থকদের প্রথম ট্রফির দাবি মেটানো। দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক অক্ষর বলেছেন, 'অধিনায়ক ভূমিকা ও দায়িত্ব বদলেছে। আগে নিজের খেলা, পারফরমেন্স নিয়ে বেশি ভাবতাম। এখন গোটা দল, সবাইকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। গত আইপিএল কয়েকটা ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। ওপেনার, পেস বোলারের সমস্যা ছিল। নিলামে যে জায়গায় জোর দিয়েছি। আশাকরি সবার থেকে এবার একশো শতাংশ পাব।'

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ট্রফি নিয়ে গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদবরা মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন।

প্রস্তুতি ম্যাচে নজর কাড়লেন রাহানে, গ্রিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : গতকাল প্রথম অনুশীলনে নেমেই নজর কেড়েছিলেন। আজ আরও চমক দিলেন ক্যামেরন গ্রিন। সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে হাফ সেঞ্চুরি করলেন। উইকেটের চারিদিকে শট খেললেন। দেখিয়ে দিলেন, দলকে ভরসা দিতে তিনি তৈরি। ৫২ রানের ইনিংস খেলে রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গ্রিন যখন আউট হয়ে ডাগআউটে ফিরছিলেন, সতীর্থরা তাঁকে দারুণভাবে উৎসাহ দিলেন।

অনুশীলন ম্যাচে ব্যাট হাতে গ্রিনের রান পাওয়া যদি নাইটদের জন্য প্রথম সুখবর হয়ে থাকে। তাহলে দ্বিতীয় সুখবর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। শেষ ঘরোয়া মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে রান করেছিলেন রাহানে। আজ কেকেআরের দ্বিতীয় অনুশীলন ম্যাচে সেই ছন্দ বজায় রাখলেন রাহানে। ২০ বলে অপরাজিত ৫২ রানের ইনিংসে রয়েছে আগামীর প্রতিশ্রুতি। সঙ্গে আজ রাতের অনুশীলন ম্যাচ

আকাশের পরিবর্ত সৌরভ দুবে

নাইটদের নয়া ওপেনিং জুটি নিয়েও ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছে। বড় অঘটন না হলে অধিনায়ক রাহানের সঙ্গে ফিন অ্যালেনকে এবার ইনিংস ওপেন করতে দেখা যাবে। কেকেআরের একটি সূত্র মারফত এমন ইঙ্গিত মিলেছে আজ। এদিকে, রাতের অনুশীলন ম্যাচে কেকেআর গোল্ড দল প্রথমে ব্যাট করে রাহানে-ফিন-গ্রিনের দাপটে ২৪৯/৪-এর বড় স্কোর করেছিল।

নাইটদের অনুশীলন ম্যাচে আজ বল হাতে নজর কেড়েছেন বিদর্ভের সৌরভ দুবেও। বল হাতে প্রথম ওভারেই তিনি ফিন অ্যালেনকে আউট করেন। ২৮ বছরের বিদর্ভের বাঁহাতি জোরে বোলার আকাশ দীপের পরিবর্ত হতে চলেছেন কেকেআরে। সরকারি ঘোষণা এখনও না হলেও নাইটদের অন্দরমহলের খবর, আকাশের পরিবর্ত হিসেবে দুবের নাম ঘোষণা এখন সময়ের অপেক্ষা। বাঁহাতি জোরে বোলার সৌরভ কেকেআরের ট্রায়ালে বল হাতে নজর কেড়েছিলেন। তাঁর উপর ভরসা রেখে নাইটরা নয়া মরশুমের অভিযান শুরু করতে চাইছে।

পেশাদার হতে পারবে না বৈভব : জিতেশ

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ : ১৪ বছর বয়সেই ব্যাট হাতে তাণ্ডবে বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। এমার্জিং এশিয়া কাপে বৈভব ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলার সময় তাঁর অধিনায়ক ছিলেন জিতেশ শর্মা। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছেন এবি ডিভিলিয়ার্সের ইউটিউব চ্যানেলে। জিতেশের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে ডিভিলিয়ার্স প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছিলেন বৈভবকে। বলছিলেন, 'আমার মনে হয় বৈভব বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করবে। সবসময় ছয় নম্বর গিয়ারে ব্যাট চালায়। স্কিল খুব ভালো।' একটু থেমে এবি আরও বলতে থাকেন, 'অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওকে দেখেছি। আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় খেলে ফেলার পর জুনিয়ার পর্যায়ে মনঃসংযোগ করা কঠিন। কিন্তু ও খুব পেশাদার। অল্প বয়সেই পরিণত হয়ে উঠেছে।'

বৈভকে পেশাদার বলতেই প্রতিবাদ করেন জিতেশ। বলেছেন, 'বৈভব মোটেই পেশাদার নয়। অনেকেই সেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় ও কোনও দিন পেশাদার হতে পারবে না। মাঠের মধ্যে ও দারুণ হতে পারে, কিন্তু বাইরে একেবারেই নয়। আমিও ওকে বদলানোর চেষ্টা করে সফল হতে পারিনি। রাতে ওকে আইসক্রিম খেতে নিষেধ করলে শুনতেই চায় না।'

নবমবার লিগ কাপ জেতার পর ট্রফি নিয়ে উল্লাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফুটবলারদের।

আর্সেনালের স্বপ্নভঙ্গ, লিগ কাপ ম্যান সিটির

লন্ডন, ২৩ মার্চ : ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ আর্সেনালের। আরও একবার লিগ কাপ ঘরে তুলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই নম্বরে থাকলেও শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান ৯ পয়েন্টের। এই পরিস্থিতিতে সেই আর্সেনালকেই একপেশে ম্যাচে ২-০ গোলে হারিয়ে লিগ কাপ জয় একটু হলেও আত্মবিশ্বাস ফেরাবে সিটি শিবিরে।

রবিবাসরীয় ওয়েম্বলিতে নীল ম্যাঞ্চেস্টারের জয়ের নায়ক অ্যাকাডেমিরই গ্র্যাজুয়েট নিকো ও'রেইলি। দুইটি গোলই তাঁর করা। দুই দলের কোচই নিয়মিত গোলরক্ষক ডেভিড রায়া ও জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মাকে বিশ্রামে রেখে দল সাজান। আর্সেনাল দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব ছিল কেপা আরিজাবালাগার ওপর। কিন্তু তাঁর একটি ভুলই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দাপট নিয়ে খেললেও প্রথমার্ধে সিটিকে বেঁধে রেখেছিল আর্সেনাল। ৬০ মিনিটে রায়ান চেরকির সেন্টার নিজের ভুলে হাত ফসকান কেপা। সুযোগসন্ধানী নিকো ওই বল হেডারে গোলে পাঠান। ৪ মিনিট পর ম্যাথিয়াস নুনেসের মাপা সেন্টার ফাঁকায় পেয়ে মাথা দিয়ে গোল লক্ষ্য করে নামিয়ে দেন তিনি। আর্সেনাল গোলরক্ষক কেপার পক্ষে বলের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়নি।

এই নিয়ে নবমবার লিগ কাপ ঘরে তুলল ম্যান সিটি। একই সঙ্গে কোচ হিসাবে সবাধিক লিগ কাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন গুয়ার্দিওলা। পেপ বলেছেন, 'আর্সেনাল এই মুহূর্তে ইউরোপের অন্যতম সেরা দল। আর্তেতা অপ্রতিরোধ্য দল তৈরি করেছে। কাজেই এই জয় অবশ্যই আমাদের জন্য বিশেষ মুহূর্ত।'

বড় ব্যবধানে জিতেও মাটিতে পা অস্কারের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৩ মার্চ : সময়ের অদ্ভুত খেলা। কয়েকদিন আগেই ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর চাকরি নিয়ে রীতিমতো টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। সোমবার ডার্বিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৭-০ ফলে বিধ্বস্ত করার পর তিনিই সদস্য-সমর্থকদের নয়নমণি।

এখন অবশ্য ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচকে ডার্বি বলা যায় কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। এমন একটি ম্যাচে মেরেকেটে

বিধ্বস্ত মেহরাজ

দর্শকসংখ্যা হল ১০ হাজার। সাদা-কালো শিবিরের সঙ্গে কলকাতার বাকি দলগুলির তফাত অনেকটাই। তাই বড় ব্যবধানে জিতেও উচ্ছ্বাস দেখালেন না লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। তিনি ভালোই জানেন পরের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করলে আবারও তাঁর দিকে সমালোচনার তির ছুটে আসবে। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে সতর্ক অস্কার বলে গেলেন, 'সাম্প্রতিক সমালোচনা কাটিয়ে উঠতে এই জয় খুব দরকার ছিল। ছেলেরা আজ অসাধারণ খেলেছে। তবে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলতে হবে। প্রতিটি ম্যাচই কঠিন।'

ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে। আইএসএলে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামার আগে গোল পার্থক্য যতটা সম্ভব বাড়িয়ে রাখাই লক্ষ্য ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সেই লক্ষ্যে সফল অস্কার। তাঁর কথায়, 'এই জয় পরের ম্যাচের আগে বাড়তি সুবিধা দেবে। রমজান মাসে বিকেল ৫টায় খেলা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। কিন্তু এদিন আমরা প্রমাণ করেছি, সঠিক সময়ে খেলা হলে আমরা কতটা উচ্চমানের ফুটবল খেলতে পারি।'

উলটোদিকে ম্যাচের পর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে। নিজের ফুটবল কেরিয়ারেও এত খারাপ পরিস্থিতির বোধহয় সম্মুখীন তিনি হননি, যা মহমেডানের কোচ হিসেবে তাঁকে হতে হচ্ছে। হতাশ মেহরাজ বলেছেন, 'গত বছর খারাপ সময়ে সবাই ক্লাব ছাড়লেও আমি ছাড়িনি। মরশুমের শুরু থেকেই জানতাম, এই দল নিয়ে আইএসএলে লড়াই করাটা খুব চ্যালেঞ্জিং। ছোট ছোট ভুল থেকে গোল হজম করতে হয়েছে। তবে এই ম্যাচের ভুলত্রুটি দ্রুত শুধরে পরের ম্যাচে মনঃসংযোগ করতে হবে।'

আপাতত আগামী রবিবার পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তুতির ফাঁকে ব্যাটিং কোচ শেন ওয়াটসনের পরামর্শ নিচ্ছেন রিঙ্কু সিং।

শর্ট বলের বিরুদ্ধে অনুশীলনে রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল সাড়ে চারটে। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে তখনও কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম বাস হাজির হয়নি। এমন সময় একটি গাড়ি এসে হাজির হল ইডেন গার্ডেন্সের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে। আর সেই গাড়ি থেকে দলের কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে ঢুকে গেলেন রিঙ্কু সিং।

দ্রুত ব্যাট হাতে তিনি মাঠে ঢুকে পড়লেন। নেটে গিয়ে শুরু হল ব্যাটিং চর্চা। আরও স্পষ্ট করে বললে, ব্যাট হাতে শর্ট বলের বিরুদ্ধে রিঙ্কুর অনুশীলন। অন্তত আধ ঘণ্টা আজ শর্ট বলের বিরুদ্ধে ব্যাটিং অনুশীলন সেরেছেন রিঙ্কু। দলের এক সাপোর্ট স্টাফ পিচের অন্তত ১৮ গজ দূর থেকে একটি স্ল্যাবের উপর বল ছুড়ছিলেন। সেই বল ধেয়ে আসছিল রিঙ্কুর শরীরের দিকে। ক্রমাগত হুক ও পুল অনুশীলন করে নিজের ক্রিকেট স্কিল আজ বিকেলে আরও ঝালিয়ে নিলেন তিনি। পরে রাতের অনুশীলন ম্যাচে রীতিমতো আগ্রাসী ভঙ্গিতে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে রিঙ্কুকে। ৭ বলে অপরাজিত ২৪ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস খেলেছেন তিনি। যার মধ্যে শর্ট বলের বিরুদ্ধে গোটা দুয়েক পুলও রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, রিঙ্কু নয়া আইপিএল মরশুম শুরুর আগে শর্ট বলের বিরুদ্ধে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে নতুন শুরু করতে চাইছেন। রাতের অনুশীলন ম্যাচে বল হাতে নজর কেড়েছেন জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানিও।

সিওই-তে বুমরাহ

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ : প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোন পেসার চোটের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে যাচ্ছেন। সোমবার বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) জসপ্রীত বুমরাহর পৌঁছানোর সংবাদে তেমনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কারণ ভারতীয় দলের শিবির না থাকলে সিওই-তে ক্রিকেটাররা চোটের চিকিৎসা বা রিহ্যাবের জন্যই যান। সেখানে আইপিএল শুরুর চারদিন আগে বুমরাহর পৌঁছানোর কারণ অবশ্য জানা যায়নি।

ফেয়ার প্লে ট্রফি ইউনাইটেডকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে এবার ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে ইউনাইটেডের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

21.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78D 05283 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির জন্য আমি জীবনে কোটিপতি হতে পেরে খুবই আনন্দিত। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ পেয়ে আমি খুবই খুশি অনুভব করছি। এই অসাধারণ সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অভিজিৎ রায় - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জল্পনা ওড়ালেন রোনাল্ডোর কোচ

জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

লিসবন, ২৩ মার্চ : এক হাজার গোলের নজির নয়, গুরুত্বের বিচারে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কাছে এখনও দলই প্রথম। বক্তব্য, পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মার্টিনেজের।

ক্লাব এবং দেশের জার্সি মিলিয়ে ইতিমধ্যে সাড়ে নয়শোরও বেশি গোল করে ফেলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আলোচনায় মাঝেমধ্যেই তাঁর '১০০০ গোল'-এর প্রসঙ্গ উঠে আসে। তবে মার্টিনেজ জানিয়েছেন, রোনাল্ডো হাজার গোলের পিছনে ছুটছেন না। তিনি বলেছেন, 'এই নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে তার অধিকাংশই মন গড়া। দলকে জেতানোই ওর প্রথম লক্ষ্য।' মার্টিনেজ আরও বলেছেন, 'রোনাল্ডো যদি শুধু গোলের জন্য খেলত তাহলে সতীর্থদের সুযোগ না দিয়ে নিজেই সব গোল করার চেষ্টা করত।' কিন্তু বাস্তবে তার উলটো চিত্রটাই বেশি দেখা যায়।

জোড়া সোনা বুধুয়ার

মেটেলি, ২৩ মার্চ : চণ্ডীগড়ে খেলো মাস্টার্স ন্যাশনাল গেমসে জোড়া সোনা জিতলেন বাতাবাড়ির বুধুয়া খেড়িয়া। তিনি পুরুষদের অনূর্ধ্ব-৪০ বিভাগে ৫ হাজার ও ৩ হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন। এছাড়াও তিনি ১৫০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

পদক গলায় বুধুয়া খেড়িয়া।

প্লে-অফে ব্রহ্মোস একাদশ

ক্রান্তি, ২৩ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্লাস্টিক প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে প্লে-অফে উঠল ব্রহ্মোস একাদশ। সোমবার তারা ৫ উইকেটে পঞ্চানন রায় ফ্যান ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে পঞ্চানন রায় ফ্যান ক্লাব ৯.৩ বলে ১০৪ রানে অল আউট হয়। পাপ্পু রায় ২৯ ও মোমরাজ রেজা ২০ রান করেন। ম্যাচের সেরা রমজান আলি ২০ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে ব্রহ্মোস ৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৫ রান তুলে নেয়। পাপ্পু চক্রবর্তী ২৯ রান করেন। পাপ্পু রায় ও জ্যোতির্ময় রায় নেন ২ উইকেট। বুধবার খেলবে এফপিএস একাদশ ও দেশি ডায়নামাইটস। প্রথম কোয়ালিয়ারে মুখোমুখি হবে ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ও রকস্টার ফটোগ্রাফি একাদশ।

৪ উইকেট প্রীতম, আমনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেটে সোমবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজ ৮ উইকেটে বিরসা মুন্ডা কলেজকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে বিরসা মুন্ডা ১৬.২ ওভারে ৮৯ রানে গুটিয়ে যায়। মহম্মদ সামি আলম ৪০ রান করেন। প্রীতম সিংহ ১৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজ ১৩.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৯৩ রান তুলে নেয়। আক্রাম রাজা ২৬ ও মনোজিৎ রায় ২০ রান করেন।

উত্তরের খেলা

অন্য ম্যাচে সূর্য সেন কলেজ ৭০ রানে জলপাইগুড়ির এসি কমার্স কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে সূর্য সেন ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮৪ রান তোলে। আমন যাদব ৯২ রান করেন। রোহিত দাসের অবদান ৪৬। জবাবে এসি কমার্স ১৮.৩ ওভারে ১১৪ রানে সব উইকেট হারায়। সুমিত মাহাতো ৩৬ ও মহম্মদ আরিফ ২৫ রান করেন। শুভম প্রসাদ ৩৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আমনও (৭/৩)। মঙ্গলবার খেলবে সূর্য সেন-বীরপাড়া কলেজ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজ-ফালাকাটা কলেজ।

মিত্র সম্মিলনীর ব্রিজ শুরু ২৬ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : মিত্র সম্মিলনীর চতুর্থ বর্ষ ওপেন অকশন ব্রিজ ২৬ মার্চ শুরু হবে। মিত্র সম্মিলনীর সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, মঙ্গলবারই প্রতিযোগিতায় নাম জমা দেওয়ার শেষদিন। চ্যাম্পিয়ন জুটি পাবে শ্যামাদেবী ভার্মা ট্রফি। রানার্সদের জন্য এসপি ভার্মা ট্রফি থাকছে।